প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ মিশ্র কর্ত্তৃক সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত

এবং

শ্রীকাশীনাথ তর্কপঞ্চানন ও শ্রীগঙ্গাধর ন্যায়রত্ন

এবং শ্রীরামকিঙ্কর শিরোমণি কর্ত্তৃক

গৌড়ীয় সুসাধুভাষায় তদীয়ার্থ

সংগ্রহ।

ইদানীং

শ্রীরাধাবল্লভ শীলস্যানুমত্যানুসারে

কলিকাতা।

শীলএণ্ড ব্রাদার্স যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

আহীরীটোলা নং ৯৬।

১২৬৮।

সূচীপত্র।

সমাপ্তঃ।

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক।

যেমন অত্যন্ত চঞ্চল বালকদিগের নীতি জ্ঞানার্থ কাক কূর্ম্মাদির কথাচ্ছলেতে নীতি শাস্ত্রের উপদেশ, তেমন সতত বিপথগামি পুরুষদিগের তত্ত্বজ্ঞানোদয়ার্থ নাট্যচ্ছলেতে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাম নাটকের উপদেশ করিবার নিমিত্ত গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিনাশার্থ নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন॥

> মধ্যাহ্নার্কমরীচিকাস্বিব পয়ঃ পূরোযদজ্ঞানতঃ, খং-
> বায়ুর্জ্বলনোজলং ক্ষিতিরিতি ত্রৈলোক্যমুন্মীলতি।
> যত্তত্ত্বং বিদুষাং নিমীলতি পুনঃস্রগ্‌ভোগিভোগো-
> পমং, সান্দ্রানন্দমুপাস্মহে তদমলং স্বাত্মাববোধং
> মহঃ॥ ১॥

সেই নিত্য সুখ স্বরূপ রাগদ্বেষাদি রহিত এবং দীপের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকে আমরা উপাসনা

করি অর্থাৎ শ্রুতি বাক্যে দ্বারা শ্রবণ নানাবিধ হেতুর দ্বারা অনুমান এবং পুনঃ২ স্মরণ করি যাঁহার অজ্ঞানপ্রযুক্ত আকাশ বায়ু অগ্নি জল ক্ষিতি এই ত্রৈলোক্য মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের কিরণ সমূহেতে জল সমূহের ন্যায় প্রকাশ পাই-তেছে অর্থাৎ যেমন মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য কিরণের অনভিজ্ঞ পিপাসাত্তর জীবদিগের মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য কিরণের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহাতে জল সমূহের ভ্রম হইতেছে তেমন আত্মার তত্ত্বজ্ঞান রহিত মহামোহান্ধ জীবদিগের যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের জ্ঞানাভাব প্রযুক্ত তাহাকে আকা-শাদি পঞ্চভূত স্বরূপ ত্রৈলোক্যের ভ্রম হইতেছে। এবং যাঁ-হার তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট জীবদিগের সম্বন্ধে মালা সর্পের ন্যায় প্রকাশ পায় না অর্থাৎ যেমন মালাতে সর্প ভ্রমজনক দোষ রহিত পুরুষদিগের তাদৃশ ভ্রমজনক দোষাভাব প্রযুক্ত তাহা-তে সর্প ভ্রম হয়না তেমন যে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞানী-পুরুষদিগের জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে আকাশাদি পঞ্চভূত স্বরূপ ত্রৈলোক্যের ভ্রমজনক দোষাভাব প্রযুক্ত তাহাতে তাদৃশ ভ্রম হয় না ফলতঃ যে ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান হেতুক ব্রহ্মজ্ঞানিরা ব্রহ্ম মাত্রই দর্শন করেন আকাশাদি পঞ্চভূত স্বরূপ ত্রৈ-লোক্য দর্শন করেন না ॥ ১ ॥

নিঃশেষে বিঘ্ন বিঘাতার্থ পুনর্ব্বার মঙ্গলাচরণ
করিতেছেন।

অন্তর্নাড়ী নিয়মিত মরুল্লংঘিত ব্রহ্মরন্ধ্রং, স্বান্তে
শান্তি প্রণয়িনি সমুন্মীলদানন্দ সান্দ্রং। প্রত্যগ্-
জ্যোতির্জ্জয়তি যমিনঃ স্পষ্টলালাট নেত্র, ব্যাজ-
ব্যক্তীকৃতমিব জগদ্ব্যাপি চন্দ্রার্দ্ধমৌলেঃ ॥ ২ ॥

যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে এবম্ভূত মহাদেবের চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিকে আমরা নমস্কার করি যে চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিঃ সুষুম্না নাম নাড়ীতে অবরুদ্ধ যে প্রাণস্বরূপ বায়ু তাহার অবলম্বনদ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র স্পর্শকরিয়াছেন এবং শান্তরসে নিমগ্ন যে মানস তাহাতে প্রকাশিত যে আনন্দ তাহাতে নিবিড় অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ এবং জগদ্ব্যাপি অর্থাৎ প্রভাপটল দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত এবং যে চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিকে মহাদেব আপনার ললাটস্থ নেত্রের ছলেতে প্রকাশ করিয়াছেন এই প্রকার আমরা মানিতেছি অর্থাৎ মহাদেবের ললাটে নেত্র নহে কিন্তু বুঝি চৈতন্য স্বরূপ জ্যোতিই ললাট ভেদ করিয়া উঠিতেছে ॥ ২ ॥

নান্দী পাঠ করিয়া সূত্রধার কহিলেন যে অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

সম্প্রতি শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের শ্রীগোপাল নামা নিজ সুহৃৎ আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে শ্রীগোপালের চরণ যুগল মণ্ডলাধিপতি নরপতিদিগের চূড়ামণির কিরণ সমূহের দ্বারা নীরাজিত হইতেছে অর্থাৎ সকল মণ্ডলাধিপতি নরপতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যাঁহার চরণে প্রণাম করিতেছেন এবং যে শ্রীগোপাল দুর্দ্দান্ত নৃপতি কুলস্বরূপ যে প্রলয়কালীন মহাসমুদ্র তাহাতে নিমগ্ন পৃথিবীর উদ্ধারণের দ্বারা দ্বিতীয় বরাহাবতারের ন্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন এবং যে শ্রীগোপাল দিক্সুন্দরীদিগের কর্ণমণ্ডল কীর্ত্তি স্বরূপ লতাপল্লব দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহার কীর্ত্তি দিগ্দিগন্তে প্রকাশিত হইতেছে এবং যে শ্রীগোপালের প্রতাপ স্বরূপ অনল সমস্ত দিগ্গজের কর্ণের আস্ফালন জন্য প্রবল বায়ুব দ্বারা বর্দ্ধিত হইতেছে অর্থাৎ যাঁহার তাপানলে পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক দগ্ধ প্রায় হইতেছে।

সেই আজ্ঞা শ্রবণকর আমার স্বাভাবিক মিত্র যে মহারাজাধিরাজ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের দিগ্বিজয়ের নিমিত্ত আমারদিগের পরম ব্রহ্মানন্দ রসের উৎপত্তি হয় নাই অতএব আমরা ঈষৎকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ বিষয় বিষরসের আস্বাদেতে দিন যাপন করিয়াছি কিন্তু সম্প্রতি আমাদের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে ॥

নীতাক্ষয়ং ক্ষিতিভুজো নৃপতের্ব্বিপক্ষা, রক্ষাবতী ক্ষিতিরভুৎ প্রথিতৈরমাত্যৈঃ। সাম্রাজ্যমস্য বিহিতং ক্ষিতিপাল মৌলি, মালার্চ্চিতং ভুবি পয়োনিধিমেখলায়াং ॥ ৩ ॥

যেহেতু শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতির বিপক্ষ ক্ষিতিপতি কুলের ক্ষয় হইয়াছে এবং অমাত্যবর্গের দ্বারা পৃথিবীরোরক্ষা হইতেছে এবং সপ্তদ্বীপা সসাগরা যে পৃথিবী তাহাতে শ্রীকীর্ত্তি বর্ম্ম দেবকে সম্রাট্ অর্থাৎ একছত্র করিয়াছি যে কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের চরণ যুগল তাবৎ ক্ষিতিপালবর্গের শিরোমালাতে পূজিত অর্থাৎ যে কীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের চরণযুগলে তাবৎক্ষিতিপাল বর্গেরা প্রণাম করিতেছেন ॥ ৩ ॥

অতএব আমরা সম্প্রতি শান্তিরসের আস্বাদনের দ্বারা চিত্তের বিনোদ জন্মাইতে ইচ্ছা করিতেছি। তুমি শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের সভাতে অদ্য সেই প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রকাশ কর যে প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রপণ্ডিত নির্ম্মাণ করিয়া তোমাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন যেহেতু সভাসদ্বর্গের সহিত শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মদেব সেই নাটকের অবলোকনে ইচ্ছা করিতেছেন অতএব এক্ষণে আমি গৃহে যাই গৃহিণীকে আহ্বান করিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করি।

তদনন্তর সূত্রধার কিঞ্চিদ্দূর গমনপূর্ব্বক নেপথ্যের প্রতি অবলোকন করিয়া নটীকে আহ্বান করিল হে প্রিয়ে! তুমি এস্থান আইস। নটী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া সূত্রধারকে নিবেদন করিল হে প্রিয়ে! এই আমি নিকটে আছি আজ্ঞা করুন কি প্রস্তাব করিব। সূত্রধার নটীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন যে তুমি সকল বৃত্তান্তই জান।

> অস্তি প্রত্যর্থি পৃথ্বীপতি বিপুলবলারণ্য মূর্চ্ছৎ প্রতাপ, জ্যোতির্জ্বালাবলীঢ় ত্রিভুবন বিবরো বিশ্ববিশ্রান্ত কীর্ত্তিঃ। গোপালো ভূমিপালান্ প্রসভ মসিলতা মাত্র মিত্রেণ জিত্বা, সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মা নরপতি তিলকো যেন ভূয়োঽভ্যষেচি॥ ৪॥

যে গোপাল ভূমিপাল সকলকে কেবল অসির দ্বারা হঠাৎ জয় করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্ম নরপতিকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য অভিষিক্ত করিয়াছেন সেই গোপাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন যাঁহার কীর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে এবং যিনি বিপক্ষ ক্ষিতিপতিদিগের প্রবল সৈন্য স্বরূপ অরণ্যেতে জাজ্বল্যমান যে প্রতাপানল তাহার শিখা স্বরূপ জিহ্বাদ্বারা ত্রিভুবনের আস্বাদ গ্রহণ করিতেছেন॥ ৪॥

> অদ্যাপ্যুন্মদ যাতুধান তরুণীচঞ্চৎ করাস্ফালন, ব্যাবল্গন্ কপালতাল রণিতৈর্নৃত্যৎ পিশাচাঙ্গনাঃ। উদ্গায়ন্তি যশাংসি যস্য বিততৈর্নাদৈঃ প্রচণ্ডানিল, প্রক্ষুভ্যৎ করিকুম্ভ কূট কুহর ব্যক্তৈরণক্ষৌণয়ঃ॥ ৫॥

এবং অদ্যাপি রণভূমি সকল মৃতহস্তিগণের কুম্ভ সমূহের ছিদ্রমধ্যে প্রবিষ্ট যে প্রচণ্ড বায়ু তজ্জন্য বিস্তারিত শব্দের দ্বারা যে গোপালের যশোগান করিতেছে যেমন

ভূমিতে উন্মত্ত রাক্ষসীদিগের চঞ্চল করের আস্ফালনের দ্বারা শব্দায়মান্ যে নৃকপাল তাহাতে যে জনিত অমঙ্গল শব্দ তৎস্বরূপ বাদ্য শ্রবণ করিয়া পিশাচাঙ্গনারা নৃত্য করিতেছে ।। ৫ ।।

সেই শান্তি পথাবলম্বী গোপাল আত্মচিত্ত বিনোদার্থ প্রবোধচন্দ্রোদয় নাম নাটক প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে আদেশ করিয়াছেন অতএব নর্ত্তক সকলকে বেশ সামগ্রী পরিধান করিতে আজ্ঞা কর। নটী জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়! একি আশ্চর্য্য২ সেই গোপালের কিরূপে সম্প্রতি এরূপ শান্তিরসের উদয় হইয়াছে যাহাতে সকল মুনিগণের প্রশংসনীয় হয় যে গোপাল পূর্ব্বকালে কেবল নিজ ভুজবল বিক্রমের দ্বারা সকল রাজমণ্ডলকে জয় করিয়াছেন। এবং কর্ণের সৈন্যস্বরূপ সাগরের মন্থন করিয়া সমর বিজয় লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিয়াছেন যেমন বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া ত্রিভুবনমোহিনী লক্ষ্মীকেগ্রহণ করিয়াছিলেন যে কর্ণ সৈন্যস্বরূপ সাগরের কর্ণ পর্য্যন্তআকৃষ্ট যে কঠিন ধনুঃ তাহা হইতে বর্ষণ হইতেছে যে বাণ সমূহ তাহাতে জর্জ্জরীকৃত তরঙ্গগণেরাই তরঙ্গগণ হইয়াছে এবং নিরন্তর নিপতিত তীক্ষ্ণ বিক্ষিপ্ত যে হস্তধৃত শেল তৎকরণক বিদারিত যে উত্তুঙ্গ মত্ত মাতঙ্গ সকল তাহারাই মহাপর্ব্বত সহস্রস্বরূপ হইয়াছে এবং ভ্রাম্যমান্ ভুজদণ্ড স্বরূপ মন্দর পর্ব্বতের আঘাতে ঘূর্ণায়মান যে সকল পদাতিক তাহারাই সলিল সমূহ হইয়াছে। সূত্রধার উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে! যদ্যপি গোপাল এতাদৃশ প্রচণ্ড প্রতাপ হয়েন তথাপি ব্রহ্মতেজঃ কোন কারণ প্রযুক্ত বিকারপ্রাপ্ত হইলেও পুনর্ব্বার স্বভাব অবলম্বন করেন যেহেতু সকল ভূপালকুলের প্রলয়কালীন কালাগ্নি রুদ্র স্বরূপ

যে কোন রাজা তৎকর্ত্তৃক সমুন্মূলিত যে কীর্ত্তিবর্ম্ম নৃপতির আধিপত্য তাহা পুনর্ব্বার পৃথিবীতে স্থির করিবার নিমিত্ত এই গোপালের এতাদৃশ আরম্ভ অর্থাৎ গোপাল স্বাভাবিক দুরাত্মা নহেন কিন্তু নৈমিত্তিক সেই প্রকার দেখ।

কল্পান্তজলসংক্ষোভলংঘিতাশেষ ভূভৃতঃ। স্থৈর্য্য
প্রসাদমর্য্যাদাস্তাএবহি মহোদেধেঃ ॥ ৬ ॥

যে মহাসমুদ্র প্রলয় কালে কত২ পর্ব্বত লংঘন করিয়াছেন সেই মহাসমুদ্র ইদানীং পুনর্ব্বার ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

আরও দেখ ভগবান নারায়ণের অংশ সম্ভূত পৌরুষান্বিত পুরুষেরা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া অনেক প্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার শান্তিরসে নিমগ্ন হয়েন। তুমি পরশুরামকে সেই প্রকার দেখ।

যেন ত্রিঃসপ্তকৃত্বো নৃপবহুলবসামাংসমস্তিষ্ক পঙ্ক,
প্রাকারেহকারিভূরিচ্যুত রুধির সরিদ্বারিপূরেহভি-
ষেকঃ। যস্য স্ত্রীবালবৃদ্ধাবধিনিধন বিধৌনির্দ্দয়ো
বিশ্রুতোহসৌ, রাজন্যোচ্চাং সকূট ক্রথন পটুরট-
দ্ঘোর ধারঃ কুঠারঃ ॥ ৭ ॥

যে পরশুরাম নৃপসমূহের শিরশ্ছেদন জন্য মজ্জ মাংস শিরস্থিত ঘৃত স্বরূপ পঙ্কবিশিষ্ট রক্তনদি প্রবাহে এক বিংশতি বার পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার কুঠার জগদ্বিখ্যাত হয় যে কুঠার শব্দায়মান্ তীক্ষ্ণধার এবং ক্ষত্রিয় কুলের শিরশ্ছেদনে পটু, এবং স্ত্রী বালক, বৃদ্ধ প্রভৃতির ও বধে নির্দ্দয়া। ৭ ॥

সোপিস্ববীর্য্যাদবতীর্য্য ভূমে, র্ভারং সমুৎখায়কুলং
নৃপাণাং। প্রশান্ত কোপজ্বলন স্তপোভিঃ, শ্রীমানু
মুনিঃ শাম্যতি জামদগ্ন্যঃ ॥ ৮ ॥

সেই পরশুরাম এতাদৃশ দুর্দ্দান্ত হইলেও স্বকীয় বাহু-বলে ক্ষত্রিয়কুলের বধের দ্বারা পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া ক্রোধরহিত হইয়া তপস্যার দ্বারা পুনর্ব্বার শান্ত মূর্ত্তি হইলেন। সেই গোপাল ও সেই প্রকার কৃতকার্য্য হইয়া সম্প্রতি পরম শান্তিরস অবলম্বন করিয়াছেন। যে গোপাল তেজস্বি কর্ণকে জয় করিয়া শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্ম দেবের উদয় করিয়া-ছেন যেমন বিবেক তেজস্বি মহামোহকে জয় করিয়া প্রবোধের উদয় করিয়াছেন। এই সময়ে মহামোহের পরাজয় শ্রবণ করিয়া নেপথ্যে কামদেব কহিলেন আঃ পাপ, নটাধম আমরা জীবৎ থাকিতে স্বামি মহামোহের বিবেক হইতে পরাজয় কহিতেছিস্। সূত্রধার নটীকে সম্ভ্রমে অবলোকন করিয়া কহিতেছেন প্রিয়ে।

উত্তুঙ্গ পীবর কুচদ্বয় পীড়িতাঙ্গ, মালিঙ্গিতঃ পুলকি-
তেন ভুজেন রত্যা। শ্রীমান্ জগন্তি মদয়ন্নয়নাভি
রামঃ, কামোহয়মেতি মদঘূর্ণিতনেত্রপদ্মঃ॥ ৯॥

এই শ্রীমান্ কামদেব, ত্রিভুবন মত্ত করিয়া আগমন করি-তেছে যে হেতু নয়নের রমণীয়, বারুণী মদপানে ঘূর্ণায়-মান্ অরুণ নয়নে মনোহর, এবং রতি কর্ত্তৃক পুলকিত বাহু লতা যুগলে আলিঙ্গিত, যে আলিঙ্গনে, উন্নত অথচ স্ফীত কুচশৈল যুগলেতে সর্ব্বাঙ্গ পীড়িত হয়॥ ৯॥

আমার বচনে এই কামদেবকে জাতক্রোধের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে অতএব আমারদিগের এস্থান হইতে পলায়নই শ্রেয়ঃ এই কথা কহিয়া সূত্রধার ও নটী, রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। এই প্রস্তাবনা॥ তদনন্তর সেইরূপ কাম ও রতি, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

কাম, অতি ক্রোধে পুনর্ব্বার আঃপাপ ইত্যাদি পাঠ করিয়া কহিলেন অরে নটাধম শ্রবণ কর।

প্রভবতি মনসিবিবেকো বিদুষামপি শাস্ত্রসম্ভব স্তাবৎ। নিপতন্তি দৃষ্টিবিশিখা যাবন্নেন্দীবরাক্ষীণাং॥ ১০॥

পণ্ডিতদিগের ও তাবৎ কালপর্য্যন্ত মনেতে যথাশাস্ত্র বিবেক জন্মে যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইন্দীবর নয়না ললনাদিগের নয়নবাণ বিদ্ধ না হয় অর্থাৎ আমারদিগের, যে কোন ক্ষুদ্রসেনা থাকিলেও তোর দিগের রাজাও জয়ী হইতে পারে না॥ ১০॥

তবে কি প্রকারে কহিতেছিস্ যে, বিবেক কর্ত্তৃক মহামোহ পরাজিত। এবং।

রম্যংহর্ম্ম্যতলং নবাঃসুবদনা গুঞ্জৎদ্বিরেফা লতাঃ, প্রোন্মীলন্নব মালিকাঃ সুরভয়োবাতাঃ সচন্দ্রাঃক্ষপাঃ। যদ্যেতানি জয়ন্তি হন্ত পরিতঃ শস্ত্রাণ্যমোঘানি মে, তদ্ভোঃ কীদৃগসৌবিবেক বিভবঃ কীদৃক্ প্রবোধোদয়ঃ॥ ১১॥

রমণীয় অট্টালিকা, নবীনা কামিনী, শব্দায়মান মধুকর শ্রেণীতে শোভিতা লতা, ঈষৎ প্রফুল্ল নবমল্লিকার সৌরভামোদী বায়ু, চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলা রজনী, আমার এই সকল অমোঘ শস্ত্র যদি চতুর্দ্দিগে জয়যুক্ত হয় তবে কোথায়বা বিবেক, কোথায়বা প্রবোধ, অর্থাৎ আমারদিগের কেবল কামিনীর নয়বাণ, বিবেকের প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু ইহারা প্রত্যেকে ও বিবেকের প্রতিবন্ধক॥ ১১॥

অতএব বিবেক হইতে মহামোহের পরাজয় কথন কেবল তোরদিগের বচন সুখমাত্র, রতি কামদেবকে কহিলেন হে প্রিয় মহারাজ মহামোহের প্রবল বিপক্ষ বিবেক, আমি এই বিতর্ক করি, কামদেব কহিলেন হে প্রিয়ে বিবেক হইতে তোমার ভয়, কেবল, স্ত্রীস্বভাবপ্রযুক্ত। দেখ।

অপিযদি বিশিখাঃ শরাসনন্বা, কুসুমময়ং সসুরা সুব-
স্তদা। মমজগদখিলমিদং বরোরুনাজ্ঞা, মিদ মভি-
লংঘ্য ধৃতিং মুহূর্ত্তমেতি॥ ১২

হে রামরম্ভোরু, আমার যদি কুসুমময় ধনুঃ ও পঞ্চবাণ জয় যুক্ত হয় তবে কি দেবতা, কি অসুর, কি নর কেহ আমার আজ্ঞা উল্লংঘন করিয়া এক মুহূর্ত্তও ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেনা॥ ১২॥

অর্থাৎ এবম্ভূত আমি থাকিতে তোমার ভয়, কি। তাহা দেখ।

অহল্যায়া জারঃ সুরপতিরভূদাত্মতনয়াং, প্রজা-
নাথো যাসীদভজত গুরোরিন্দুরবলাং। ইতিপ্রায়ঃ
কোবা ন পদমপদে কার্য্যত ময়া, শ্রমো মদ্বাণানাং
কইহ ভুবনোম্মাদবিধিষু॥ ১৩॥

ইন্দ্র, গৌতম স্ত্রী অহল্যার উপপতি হইয়াছিলেন ব্রহ্মা, আত্মকন্যা সন্ধ্যার প্রতিগমন করিয়াছিলেন এবং চন্দ্র, বৃহস্পতি পত্নী তারাকে সম্ভোগ করিয়াছিলেন, অতএব আমি কোন জনকে অসৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না করাইয়াছি, ত্রিভুবনের মত্ততাজননে আমার বাণ সকলের শ্রমকি? ॥১৩

রতি কহিলেন হে প্রিয়! যদ্যপি এমন তথাপি বলবৎ সহায় যে শত্রু, সে সতত শঙ্কনীয় হয়, যে হেতু আমি শুনিয়াছি এই বিবেকের যম নিয়ম প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত অমাত্যবর্গ আছে। কামদেব কহিলেন হে প্রিয়ে বিবেকের যমনিয়ম প্রভৃতি যে অষ্ট অমাত্য তাহারা আমারদিগের সম্পর্ক মাত্রই কে কোথায় থাকিবে। তাহা দেখ।

অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রহ্মচর্য্যাদয়োমম। লোভস্য
পুরতঃকেঽমী সত্যাস্তেয়া পরিগ্রহাঃ॥ ১৪॥

ক্রোধের অগ্রে অহিংসাকে, আমার অগ্রে ব্রহ্মচর্য্যাদিকে, এবং লোভের অগ্রে সত্য, অচৌর্য্য, অপ্রতিগ্রহ, ইহারাইবা কে, অর্থাৎ যদি ক্রোধাদি থাকে তবে কদাচ অহিংসাদি সম্ভব হয় না॥ ১৪॥

এবং যম নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি ইহারা নির্ব্বিকার চিত্তসাধ্য হয়, অতএব অল্পায়াসেই ইহারদিগের মূলোৎপাটন হইতে পারে, তবে কি নিমিত্ত তুমি ভয় করিতেছ, এবং স্ত্রীলোকেরাই যম নিয়মাদির প্রতিবন্ধক অতএব ইহারা সর্ব্বদাই আমার অধীন হয়। যেহেতু।

সন্তু বিলোকন ভাষণ বিলাস, পরিহাস কেলি পরীরম্ভাঃ। স্মরণ মপি কামিনীনামলমিহ মনসো বিকারায়॥ ১৫॥

বিলোকন, সম্ভাষণ, বিলাস, পরিহাস, কেলি, ও আলিঙ্গন, এ সকল থাকুক, কামিনীদিগের স্মরণ ও মনের বিকার জন্মাইতে সমর্থ হয়॥ ১৫॥

বিশেষতঃ আমারদিগের রাজার বল্লভ যে মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, ও লোভাদি, তাহারদিগের সহিত যোগ হইলে শম, দম, বিবেক প্রভৃতি ও আমারদিগের নরপতি মহামোহের মন্ত্রী যে অধর্ম্ম তাহাকে আশ্রয় করে।

রতি, নিজকান্ত কামদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়! আমি শুনিয়াছি যে তোমারদিগের এবং শম দম ও বিবেক প্রভৃতির একই উৎপত্তি স্থান।

কামদেব, নিজ কান্তা রতিকে বেদান্ত মতানুসারে স্ববংশোৎপত্তির বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিলেন, হে প্রিয়ে আমারদিগেরও বিবেকাদির জনক এক, কিন্তু জননী পৃথক্, তুমি তাহা অবগতা হও।

> সম্ভূতঃ প্রথমমিহেশ্বরস্যসঙ্গান্মায়ায়াং মনইতি বিশ্রু-
> তস্তনূজঃ। ত্রৈলোক্যং সকলমিদং বিসৃজ্য ভূয়,
> স্তেনাথো জনিতমিদং কুলদ্বয়ং নঃ॥ ১৬॥

প্রথমতঃ পরমাত্মার আসঙ্গে তাঁহার নিজপত্নী মায়াতে মনঃ এই নামে ত্রিভুবন বিখ্যাত এক পুত্র উৎপপন্ন হয়েন সেই মনঃ এই সকল ত্রৈলোক্যের সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার আমারদিগের এই কুলদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন সেই মনের দুই পত্নী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি তাহার মধ্যে প্রবৃত্তিতে উৎপন্ন মহামোহ প্রধান এক কুল এবং নিবৃত্তিতে উৎপন্ন বিবেক প্রধান দ্বিতীয় কুল॥ ১৬॥

রতি জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়! যদি এমন তবে কিনিমিত্ত তোমারদিগের ভ্রাতৃবর্গের পরস্পর এরূপ শত্রুতা। কাম উত্তর করিলেন।

> একামিষ প্রভবমেব সহোদরাণা, মুজ্জৃম্ভতে জগতি
> বৈরমিতি প্রসিদ্ধং। পৃথ্বীনিমিত্ত মভবৎ কুরুপাণ্ড-
> বানাং, তীব্রস্তথাহি ভুবনক্ষয় কৃদ্বিরোধঃ॥ ১৭॥

হে প্রিয়ে, জগতে ভ্রাতৃবর্গের এক দ্রব্যাভিলাষিত্বই পরস্পর শত্রুতার কারণ ইহা প্রসিদ্ধ আছে, দেখ কুরু ও পাণ্ডবদিগের পৃথিবীর নিমিত্ত পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ হইয়াছিল, যাহাতে স্ববংশের ও পৃথিবীস্থ তাবৎ রাজবর্গের প্রায় সমূলে বিনাশ হয়॥ ১৭॥

আমারদিগের পিতার সোপার্জ্জিত এই ত্রিভুবন, আমরা প্রায় সকল অধিকার করিয়াছি, বিবেকাদির কিন্তু কোন কোন স্থানে অধিকার আছে না আছে, যেহেতু আমরা পিতার অত্যন্ত স্নেহপাত্র সেই হেতু সেই পাপিষ্ঠ বিবেকাদি, পিতাকে ও আমারদিগকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। রতি, হস্তদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হেপ্রিয়! সে পাপিষ্ঠ বিবেকাদি কি বিদ্বেষ নিমিত্ত এই মহৎপাপ আরম্ভ করিয়াছে। ভাল, তোমরা কোন উপায় চিন্তা করিয়াছ?। কাম, উত্তর করিলেন, হে প্রিয়ে! এই বিষয়ে কিঞ্চিন্নিগূঢ় বীজ আছে। রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হেপ্রিয়! সেই নিগূঢ় বীজ কেনআমাকে গোপন করিতেছ। কাম উত্তর করিলেন, তুমি স্ত্রীর স্বভাবপ্রযুক্ত ভয়শীলা অতএব সেই পাপিষ্ঠদিগের দারুণকর্ম্ম তোমার নিকটে গোপন করিতেছি। রতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়! সে কি? কাম উত্তর করিলেন, ভয়কি২ এ কেবল সেই হতভাগ্যদিগের আশামাত্র জানিবা, কিন্তু এই জনশ্রুতিমাত্র আছে, যে আমারদিগের এই কুলে বিদ্যা নামে সংহারকারিণী রাক্ষসী এক কন্যা জন্মিবে। রতি সভয়ে কহিলেন, হা ধিক্২, কি হেতু আমারদিগের কুলে রাক্ষসী জন্মিবে আমার হৃৎকম্প হইতেছে। কাম উত্তর করিলেন, হেপ্রিয়ে! এ কেবল জনশ্রুতিমাত্র। রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়! সেই রাক্ষসী জন্মিয়া কি কার্য্য করিবে।

কাম উত্তর করিলেন, হে প্রিয়ে! সেই বিষয়ে প্রজাপতির এই বাণী আছে॥

> পুংসঃ সঙ্গসমুজ্ঝিতস্য গৃহিণী মায়েতি তেনাপ্যহ্হ-সাবস্পৃষ্টাপি মনঃপ্রসূয় তনয়ং লোকানসূত ক্রমাৎ। তস্মাদেবজনিষ্যতে পুনরসৌ বিদ্যেতি কন্যা যয়া তাতস্তেচ সহোদরাশ্চ জননী সর্ব্বঞ্চ ভক্ষ্যং কুলং॥ ১৮॥

সঙ্গম রহিত যে পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা তাঁহার পত্নী মায়া অর্থাৎ প্রকৃতি, সেই মায়া, সেই পুরুষ কর্তৃক অস্পৃষ্টা হইয়া ও মনোরূপ পুত্রকে প্রসব করিয়া সেই মনোরূপ পুত্রেরদ্বারা ক্রমে প্রবৃত্তিতে ও নিবৃত্তিতে মহামোহাদি ও বিবেকাদি এই কুলদ্বয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব এই জগৎমায়িক, ও চিত্তবিকাররূপ হয়, ঈশ্বর যে পরমাত্মা তেঁহ মায়িক নহেন, কিন্তু মায়ার প্রেরক হয়েন, অতএব জনক সংহিতাতে প্রকৃতির উক্তি। [আমি গুণবতীভার্য্যা, আমার ভর্ত্তা নির্গুণ উভয়ে নির্জনে সর্ব্বদা বসতি করি, কিন্তু পরস্পর অঙ্গস্পার্শহয়না।] সেই মহামোহাদি ও বিবেকাদি এই কুলদ্বয়ের মধ্যে বিবেক হইতে তৎপত্নী উপনিষদ্দেবীতে বিদ্যা নাম্নী কন্যা, ও প্রবোধচন্দ্রোদয় নামা পুত্র, এই দুয়ের জন্মহইবে, যে বিদ্যানাম্নী কন্যা আমারদিগের পিতা অর্থাৎ মনঃ, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অর্থাৎ বিবেকাদি, সহোদর ভ্রাতাঅর্থাৎ মহামোহাদি এবং জননী অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই সকল কুলভক্ষণ করিবেক যেহেতু এই সকল অবিদ্যা জন্য হয়, অতএব অবিদ্যাবিনাশিনী যে বিদ্যা তাঁহার উৎপত্তি হইলে অবিদ্যার নাশ হেতুক অবিদ্যা সন্তানেরও সুতরাং নাশ হয়॥ ১৮॥

রতি এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন হেপ্রিয়! আমাকে পরিত্রাণকর২ এইকথা কহিতে২ত্রাসে কাঁপিতে২ নিজ কান্ত কামদেবকে আলিঙ্গন করিলেন। কামদেব, রতির আলিঙ্গন জন্য সুখের অনুভব করিয়া মনে২ চিন্তা করিলেন॥

স্ফুরদ্রোমোদ্ভেদস্তরল তরতারাকুলদৃশো ভয়োৎ
কম্পোত্তুঙ্গ স্তনযুগভরা সঙ্গসুভগঃ। অধীরাক্ষ্যা
গুঞ্জন্মণি বলয় দোর্বল্লি রচিতঃ পরীরম্ভো মোদং
জনয়তিচ সংমোহয়তিচ॥ ১৯॥

রোমাঞ্চিত তনু অথচ চঞ্চল নয়না যে কামিনী তাহার যে আলিঙ্গন, সে আমোদ ও সম্মোহন উভয়েরি কারণ, যে আলিঙ্গন, ভয়েতে কম্পিত যে উন্নতস্তনদ্বয় তাহার নির্ভর আসঙ্গে সুন্দর এবং শব্দায়মান মণিময় বলয়যুক্ত বাহুলতাযুগলে রচিত হয়॥ ১৯॥

তদনন্তর কামদেব, রতিকে বাহুলতাযুগলের দ্বারা গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে প্রিয়ে! ভয়কি২ আমরা জীবদ্দশায় থাকিতে কিপ্রকারে বিদ্যার উৎপত্তি হইবে। রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হেপ্রিয়! সেই বিদ্যানাম্নী রাক্ষসীর জন্ম তোমারদিগের বিপক্ষগণের সম্মত? কামদেব উত্তর করিলেন, সত্য সেই বিদ্যানাম্নী রাক্ষসী প্রবোধচন্দ্র নামক ভ্রাতার সহিত বিবেক হইতে উপনিষদ্দেবীতে উৎপন্না হইবে, তাহাতে শম দমাদি সকলেরি যথেষ্ট উদ্যোগ আছে। রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রিয়! কেন আপনার বিনাশকারিণী যে বিদ্যা তাহার উৎপত্তি সেই দুর্দান্ত শম দম প্রভৃতি, শ্লাঘ্য করিয়া জ্ঞান করিতেছে। কামদেব উত্তর করিলন, প্রিয়ে! কুলক্ষয়ে উদ্যত

সেই পাপকারী শম দম প্রভৃতির কিরূপে আত্মক্ষতি বিবেচনা হইবে। দেখ

সহজমলিন বক্রভাব ভাজাং ভবতি ভবঃ প্রভবাত্ম
নাশ হেতুঃ। জলধর পদবী মবাপ্য ধূমো জ্বলন বি-
নাশ মনুপ্রয়াতিনাশং॥ ২০॥

যে মলিন স্বভাব ও বক্রভাব তাহার জন্ম, জনকের ও আপনার বিনাশের হেতু হয়, যেমন মলিন স্বভাব যে ধূম সে জলধর হইয়া বৃষ্টি দ্বারা জ্বলন যে অগ্নি তাহার বিনাশ করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

নেপথ্যে বিবেক, কহিতেছেন। আঃ অরে পাপিষ্ঠ দুঃস্ব-ভাব! কি হেতুক আমারদিগকে পাপকারী করিতেছিস্! অরে শ্রবণ কর॥

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথ
প্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ২১॥

অহঙ্কৃত কার্য্যাকার্য্য বিবেচনারহিত কুপথগামী যে গুরু তাহারও পরিত্যাগ বিধেয় হয়॥ ২১॥

পূর্ব্বপণ্ডিতেরা এই পৌরাণিকী গাঁথা পাঠ করেন অর্থাৎ তোরদিগের যথোচিত দণ্ড ন্যায্য হয়। অরে আমারদিগের পিতা, যে অহঙ্কারের বশীভূত মনঃ তৎকর্ত্তৃক জগৎপতি আত্মা বদ্ধ হইয়াছেন সেই বন্ধন পুনর্ব্বার মহামোহাদি কর্ত্তৃক সুদৃঢ় হইয়াছে। কামদেব, ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া নিজ কান্তা রতিকে কহিলেন হে প্রিয়ে! আমারদিগের কুলজ্যেষ্ঠ বিবেক নিজ কান্তা মতির সহিত এই স্থানেই আছেন।

রাগাদিভিঃ স্ববশচারিভিরাত্তকান্তির্নির্ভৎস্যমান ইব মানধনঃ কৃশাঙ্গঃ। মত্যানিতান্ত কলুষী কৃতয়া শশাঙ্কঃ কান্ত্যেব সান্দ্রতুহিনান্তরিতো বিভাতি ॥ ২২ ॥

যে এই বিবেক নিতান্ত মলিনা যে নিজ কান্তা মতি তাঁহার সহিত অত্যন্ত দীনভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, যেমন নিবিড় হিমাবৃতচন্দ্র,নিজকান্তা কান্তির সহিত প্রকাশপায়েন,যেহেতু বিবেক, অনিবার্য্য যে বিষয়ানুরাগাদি তৎকর্ত্তৃক হতশ্রী হইয়াছেন, অতএব তিরস্কৃত লোকের ন্যায় এবং মানস্বরূপ ধনবিশিষ্ট অতএব মানহানি প্রযুক্ত কৃশাঙ্গ ॥ ২২ ॥

অতএব আমারদিগের এস্থানে অবস্থান অনুচিত হয়, এই বিবেচনা করিয়া কামদেব ও রতি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। এই বিষ্কম্ভক।

তদনন্তর মহারাজ বিবেক, ও মতি রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিলেন, মহারাজ বিবেক ক্ষণকাল চিন্তাকরিয়া নিজকান্তা মতিকে কহিলেন হেপ্রিয়ে ! তুমি এই দুর্ব্বিনীত বটুর সাহঙ্কারোক্তি শুনিয়াছ যে আমারদিগকে পাপকারী কহিতেছে। মতি, কহিলেন হেপ্রিয় ! আপনার দোষ কি লোকে জানে। বিবেক, কহিলেন তাহা সত্য বটে। দেখ

অসাবহঙ্কারপরৈর্দুরাত্মভির্নিবধ্যতৈঃপাশশতৈর্মদাদিভিঃ। চিরং চিদানন্দময়ো নিরঞ্জনো জগৎপতিদীন দশানীয়ত ॥

সেই অহঙ্কারপ্রধান কামাদি,মোহাদিস্বরূপ পাশ শতের দ্বারা চিদানন্দময় নিরঞ্জন ও জগৎপ্রভু আত্মাকে বদ্ধ করিয়া দীনদশা প্রাপ্ত করিয়াছে।

ইহাতে তাহারা পুণ্যকারী, সেই পাপ মোচনার্থ উদ্যত আমরা পাপকারী একি আশ্চর্য্য। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়! যদি সেই পরমেশ্বর, আত্মা, সৎ-জ্ঞানন্দ, সুন্দর স্বভাব, ও নিত্য, তাঁহার জ্যোতিতে ত্রিভুবন প্রকাশিত হইয়াছে এইরূপ শ্রবণ করিতেছি তবে কি প্রকারে সেই দুর্ব্বৃত্ত কামাদি তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া মহামোহ সাগরে নিক্ষেপ করিতেছে। বিবেক, উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর।

সত্তত্বধৃতি রপ্যুচ্চৈঃ শান্তোহপ্যবাপ্ত মহোদয়ো
হপ্যধিগতনয়োহপ্যন্তঃ স্বচ্ছোহপ্যুদীরিতধীরপি।
ত্যজতি সহজং ধৈর্য্যং স্ত্রীভিঃপ্রতারিত মানসঃ স্ব-
মপি যদয়ং মায়া সঙ্গাৎ পুমানিতি বিস্মৃতঃ॥ ২৩॥

যদ্যপি পুরুষ ধৈর্য্যশালী, শান্তিযুক্ত, মহামহোন্নতি বিশিষ্ট, নীতিজ্ঞ, নির্ম্মলান্তঃকরণ, ও সুবুদ্ধি হয়েন তথাপি স্ত্রীকর্ত্তৃক প্রতারিতমানস হইয়া স্বাভাবিক ধৈর্য্যও ত্যাগ করেন এই আত্মাও সেই রূপ হইয়াছেন যেহেতু মায়ার আসঙ্গেতে আত্মবিস্মৃত॥ ২৩॥

মতি কহিলেন হেপ্রিয় যেমন অন্ধকার সহস্র রশ্মি সূর্য্য আচ্ছন্ন হয়েন, তেমন জ্যোতির্ম্ময় আত্মা, মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়াছেন। বিবেক, কহিলেন হে প্রিয়ে! ইহা বিচারসিদ্ধ বটে যেমন, বেশ্যারা কপট কটাক্ষাদির দ্বারা কামুক-পুরুষ-সকলকে বঞ্চনা করে তেমন মায়া অসৎপদার্থ সকলের দর্শন দ্বারা এই আত্মাকে বঞ্চনা করিতেছেন। দর্শন কর

স্ফটিক মণিবদ্ভাস্বান্ দেবঃ প্রগাঢ় মনার্য্যয়া বিকৃতি
মনয়া নীতঃ কামপ্যসঙ্গতবিক্রিয়ঃ। নথলু তদুপ-

শ্লেষাদস্য ব্যপৈতি রুচি র্মনাক্ প্রভবতি তথাপ্যেষা
পুংসো বিধাতুমধীরতাং ॥ ২৪ ॥

শুদ্ধ স্ফটিক মণির ন্যায় প্রকাশশালী আত্মা অজ্ঞান স্বরূপা অতিজঘন্যা যে মায়া তৎকর্ত্তৃক অনির্ব্বচনীয় বিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তেঁহ সঙ্গ দোষে দূষিত, যদ্যপি মায়া সংসর্গদোষে তাঁহার প্রভার কিঞ্চিন্ন্যূনতাও হয় নাই তথাপি সেই মায়া এই আত্মাকে অত্যন্ত চঞ্চল করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

মতি, জিজ্ঞাসা করিলেন সে কারণ কি? যেকারণে সেই দুশ্চরিত্রা মায়া উদার চরিত্র আত্মাকে এরূপ প্রতারণা করিতেছেন। বিবেক, উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে! মায়ার আত্মাকে বঞ্চনা করিতে যে প্রবৃত্তি তাহার কোন কারণ কিম্বা কোন প্রয়োজন নাই কিন্তু স্ত্রীপিশাচী দিগের এই স্বভাব। দর্শন কর।

সম্মোহয়ন্তি মদয়ন্তি বিড়ম্বয়ন্তি নির্ভর্ৎসয়ন্তি রময়ন্তি বিষাদয়ন্তি। এতাঃপ্রবিশ্য হৃদয়ং সদয়ং নরাণাং
কিন্নাম বামনয়নান সমাচরন্তি ॥ ২৭ ॥

এই সকল কামিনী পুরুষের সদয় হৃদয়ে সহসা প্রবেশ করিয়া কি২ আচরণ না করিতেছে। দেখ, কখন সম্মোহন, কখন বা মত্ততা জন্মায়, কখনবা বিড়ম্বনা, কখনবা ভৎর্সনা করে, কখন বা রমণ করায়, কখন বা বিষাদ জন্মায় ইহার এক কারণ ও সম্ভব হয় ॥ ২৫ ॥

মতি, জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়! সে কারণ কি। বিবেক, উত্তর করিলেন হে প্রিয়ে! সেই দুশ্চরিত্রা মায়া এই প্রকার চিন্তা করিয়াছে। আমি গতযৌবনা বৃদ্ধা

এই আত্মাও বৃদ্ধ অথচ স্বভাবতে বিষয়রস বঞ্চিত অতএব আত্মতনয় মনকেই পরমেশ্বর আত্মার স্থানে নিবেশ করাই। মাতার সেই অভিপ্রায় বোধ করিয়া নিতান্ত নিকটবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত আত্মস্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া সেই মনঃ, নবদ্বার গৃহ অর্থাৎ শরীর নির্ম্মাণ করিলেন॥

একোঽপি বহুধা তেষ্ বিচ্ছিদ্যেব নিবেশিতঃ। স্বচেষ্টিতমথো তস্মিন্ বিদধাতি মনাবিব॥ ২৬॥

পশ্চাৎ আত্মা এক হইলেও তাঁহাকে যেন খণ্ডং নবদ্বার গৃহস্বরূপ প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা করিয়া সেই আত্মাতে স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান জন্মাইতেছেন, যেমন স্ফটিক মণিতে জবাপুষ্প, স্বকীয় লোহিত বর্ণের প্রকাশ জন্মায় অর্থাৎ যেমন জবাপুষ্প সন্নিধানে স্ফটিক মণিতে লোহিত বর্ণের প্রকাশ হয় তেমন পাপিষ্ঠ মনের সন্নিধানে আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান হয়॥ ২৬॥

বিবেক কহিলেন তদনন্তর এই সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আপনার পৌত্র যে মনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার তাহাতে আসক্ত হইয়াছেন॥

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং, পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসু বলং বিদ্যা সুহৃদ্বান্ধবাঃ। চিত্ত স্পন্দিতকল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং নিদ্রা মেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি॥ ২৭॥

এবং আত্মা অহঙ্কারের বশীভূত হেতুক বিদ্বান্, হইলেও মানসিক কল্পনা অনুভব করত অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে অভি-

ভূত হইয়া এই নানা প্রকার স্বপ্নদর্শন করিতেছেন যে আমি জাত, আমার এই জনক, এই জননী, এই ক্ষেত্র, এই কুল, এই পুত্র, এই মিত্র, এই শত্রু, এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা, এই সুহৃৎ, এই বান্ধব ॥ ২৭ ॥

মতিজিজ্ঞাসা করিলেন হেপ্রিয়! দীর্ঘতর অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে চৈতন্যরহিত আত্মার প্রবোধোৎপত্তি কিরূপে হইবে। বিবেক লজ্জাতে অধোমুখ হইলেন। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন হেপ্রিয়! তুমি কেন গুরুতর লজ্জাতেঅধোমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে। বিবেক কহিলেন প্রিয়ে! স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় প্রায় ঈর্ষাযুক্ত হয় অতএব আপনাকে অপরাধির ন্যায় আশঙ্কা করিতেছি অর্থাৎ আমি উপনিষদ্দেবীর সহিত সঙ্গমে প্রবোধরূপ পুত্রোৎপাদনদ্বারা মহামোহাদির বিনাশে সমর্থ হইলেও তোমার ভাবি অভিমানের আশঙ্কাতে আপনার অপরাধাশঙ্কা হইতেছি যেহেতু স্বামির সপত্নী সঙ্গমাভিলাষ মানিনী কামিনীর অত্যন্ত অসহ্য। মতি কহিলেন হে প্রিয়: অন্য স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছচারী অথবা ধর্ম্ম কার্য্যে উদ্যত স্বামির মনোঽভিলষিতার্থের প্রতিকূলাচরণ করে বটে কিন্তু আমি তেমন নহি। বিবেক কহিলেন।

> মানিন্যাশ্চিরবিপ্রয়োগজনিতাসূয়াকুলায়াভবেচ্ছা-
> ন্ত্যাদেরনুকূলনাদুপনিষদ্দেব্যা ময়া সঙ্গমঃ।
> তূষ্ণীং চেদ্বিষয়ানপাস্য ভবতী তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তং ততো
> জাগ্রৎ স্বপ্ন সুপ্তিধাম বিরহাৎপ্রাপ্তঃ প্রবোধো-
> দয়ঃ ॥ ২৮ ॥

হে প্রিয়ে! তুমি যদি ঈর্ষাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন কর তবে চিরকাল বিচ্ছেদজন্য অসূয়াতে ব্যাকুলা এবং মানিনী যে উপনিষদ্দেবী তাঁহার

এই আত্মাও বৃদ্ধ অথচ স্বভাবতৈ বিষয়রস বঞ্চিত অতএব আত্মতনয় মনকেই পরমেশ্বর আত্মার স্থানে নিবেশ করাই। মাতার সেই অভিপ্রায় বোধ করিয়া নিতান্ত নিকটবর্ত্তিত্ব প্রযুক্ত আত্মস্বরূপ প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া সেই মনঃ, নবদ্বার গৃহ অর্থাৎ শরীর নির্ম্মাণ করিলেন ॥

একোঽপি বহুধা তেষ্ বিচ্ছিদ্যেব নিবেশিতঃ। স্বচেষ্টিতমথো তস্মিন্ বিদধাতি মণাবিব ॥ ২৬ ॥

পশ্চাৎ আত্মা এক হইলেও তাঁহাকে যেন খণ্ডং নবদ্বার গৃহস্বরূপ প্রত্যেক শরীরের অধিষ্ঠাতা করিয়া সেই আত্মাতে স্বকীয় কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান জন্মাইতেছেন, যেমন স্ফটিক মণিতে জবাপুষ্প, স্বকীয় লোহিত বর্ণের প্রকাশ জন্মায় অর্থাৎ যেমন জবাপুষ্প সন্নিধানে স্ফটিক মণিতে লোহিত বর্ণের প্রকাশ হয় তেমন পাপিষ্ঠ মনের সন্নিধানে আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বের অভিমান হয় ॥ ২৬ ॥

বিবেক কহিলেন তদনন্তর এই সর্ব্বজ্ঞ আত্মা আপনার পৌত্র যে মনের জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার তাহাতে আসক্ত হইয়াছেন ॥

জাতোঽহং জনকো মমৈষ জননী ক্ষেত্রং কলত্রং কুলং, পুত্রামিত্রমরাতয়ো বসু বলং বিদ্যা সুহৃদ্বান্ধবাঃ। চিত্ত স্পন্দিতকল্পনামনুভবন্ মায়ামবিদ্যাময়ীং নিদ্রা মেত্য বিঘূর্ণিতো বহুবিধান্ স্বপ্নানিমান্ পশ্যতি ॥ ২৭ ॥

এবং আত্মা অহঙ্কারের বশীভূত হেতুক বিদ্বান্, হইলেও মানসিক কল্পনা অনুভব করত অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে অভি-

ভূত হইয়া এই নানা প্রকার স্বপ্নদর্শন করিতেছেন যে আমি জাত, আমার এই জনক, এই জননী, এই ক্ষেত্র, এই কুল, এই পুত্র, এই মিত্র, এই শত্রু,এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা, এই সুহৃৎ, এই বান্ধব ॥ ২৭ ॥

মতিজিজ্ঞাসা করিলেন হেপ্রিয়! দীর্ঘতর অবিদ্যাময়ী নিদ্রাতে চৈতন্যরহিত আত্মার প্রবোধোৎপত্তি কিরূপে হইবে। বিবেক লজ্জাতে অধোমুখ হইলেন। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন হেপ্রিয়! তুমি কেন গুরুতর লজ্জাতেঅধোমুখ হইয়া মৌনাবলম্বন করিলে। বিবেক কহিলেন প্রিয়ে! স্ত্রীলোকদিগের হৃদয় প্রায় ঈর্ষাযুক্ত হয় অতএব আপনাকে অপরাধির ন্যায় আশঙ্কা করিতেছি অর্থাৎ আমি উপনিষদ্দেবীর সহিত সঙ্গমে প্রবোধরূপ পুত্রোৎপাদনদ্বারা মহামোহাদির বিনাশে সমর্থ হইলেও তোমার ভাবি অভিমানের আশঙ্কাতে আপনার অপরাধাশঙ্কা হইতেছি যেহেতু স্বামির সপত্নী সঙ্গমাভিলাষ মানিনী কামিনীর অত্যন্ত অসহ্য। মতি কহিলেন হে প্রিয়! অন্য স্ত্রীলোকেরা স্বেচ্ছচারী অথবা ধর্ম্ম কার্য্যে উদ্যত স্বামির মনোঽভিলষিতার্থের প্রতিকূলাচরণ করে বটে কিন্তু আমি তেমন নহি। বিবেক কহিলেন।

> মানিন্যাশ্চিরবিপ্রয়োগজনিতাসূয়াকুলায়াভবেচ্ছা-
> ন্ত্যাদেরনুকূলনাদুপনিষদ্দেব্যা ময়া সঙ্গমঃ।
> তূষ্ণীং চেদ্বিষয়ানপাস্য ভবতী তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তং ততো
> জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিধাম বিরহাৎপ্রাপ্তঃ প্রবোধো-
> দয়ঃ ॥ ২৮ ॥

হে প্রিয়ে! তুমি যদি ঈর্ষাদি দোষ পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র ধৈর্য্যাবলম্বন কর তবে চিরকাল বিচ্ছেদজন্য অসূয়াতে ব্যাকুলা এবং মানিনী যে উপনিষদ্দেবী তাঁহার

সহিত আমার সঙ্গম হয় সেই সঙ্গমেতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের অভাব হেতুক আমার প্রবোধচন্দ্র স্বরূপ পুত্রের উৎপত্তি হইতে পারে ইহাতে তোমার সপত্নী শান্ত্যাদির ও আনুকুল্য আছে ॥ ২৮ ॥

মতি কহিলেন হে প্রিয়! যদি দৃঢ়তর গ্রন্থিতে বদ্ধ আমারদিগের কুলপ্রভু আত্মার বন্ধন মোচন হয় তবে তুমি উপনিষদ্দেবীতে চিরকাল সঙ্গম কর ইহাতে আমার হৃদয় সন্তুষ্ট আছে। বিবেক কহিলেন হে প্রিয়ে! তুমি যদি এরূপ প্রসন্না হও তবে শীঘ্র আমার মনোঽভিলাষ পূর্ণ হইবে। তাহা অবগতাহও ॥

বদ্ধ্বৈকো বহুধাবিভজ্য জগতামাদিঃ প্রভুঃশাশ্বতঃ ক্ষিপ্তাযৈঃপুরুষঃ পুরেষু পরমো মৃত্যোঃপদং প্রাপিতঃ। তেষাং ব্রহ্মভিদাং বিধায় বিধিবৎ প্রাণান্তিকং বিদ্যয়া প্রায়শ্চিত্তমিদং ময়া পুনরসৌ ব্রহ্মৈকতাং নীয়তে ॥ ২৯ ॥

জগতের আদি, সর্ব্বব্যাপি, নিত্য অদ্বিতীয় আত্মাকে বিষয়ানুরাগাদি স্বরূপ দৃঢ়তর রজ্জুতে বদ্ধ করিয়া ভিন্নং রূপে জনন মরণরূপ যাতনা দিতেছে যে মহামোহাদি তাহারদিগের বিদ্যারদ্বারা যথাবিধি প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া সেই আত্মাকে পুনর্ব্বার ব্রহ্মৈকত্ব পাওয়াই অর্থাৎ ব্রহ্মের একরূপত্ব, ফলতঃ ব্রহ্ম অদ্বিতীয় এক হয়েন এই জ্ঞানের বিষয় করি ॥ ২৯ ॥

তাহা হউক সংপ্রতি আমি উপনিষদ্দেবীর সহিত

সঙ্গমের নিমিত্ত প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়াদির বশীকরণার্থ শম দমাদিকে নিযুক্ত করি এই কথোপকথন পুর্ব্বক বিবেক ও মতি রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন॥

ইতি সংসারাবতারো প্রথমোঽঙ্কঃ।

বিবেকের এইরূপ যুদ্ধোদ্যোগ শ্রবণ করিয়া মহামোহ ও দেশ, কাল, পাত্র, বিবেচনা করিয়া তত্তৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত দম্ভাদিকে নিযুক্ত করিলেন। তদনন্তর রঙ্গভূমিতে দম্ভ প্রবেশ করিয়া কহিলেন, অদ্য আমাকে মহারাজ মহামোহ এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, হে বৎস দম্ভ আমারদিগের কুলক্ষয়ে উদ্যত, বিবেক অমাত্যের সহিত প্রবোধোদয়ের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিয়া সকল তীর্থে শম দমাদিকে প্রেরণ করিয়াছে অতএব তুমি কামাদির সহিত মিলিত হইয়া তাহারদিগের নিরাকরণার্থ পৃথিবীর মধ্যে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীতে গমন করিয়া ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ, ও যতি, এই চারি আশ্রমির আশ্রম ধর্ম্মাদির বিঘ্নার্থ প্রকৃষ্টরূপে যত্ন পাও অতএব আমি সংপ্রতি বারাণসীস্থ তাবৎ লোককে প্রায় বশীভূত করিয়াছি। তাহা অবগত হও।

বেশ্যাবেশ্মসু সীধুগন্ধি ললনাবক্ত্রসবামোদিতৈ,
র্নীত্বা নির্ভরমন্মথোৎসব রসৈ রুন্নিদ্রচন্দ্রাঃ ক্ষপাঃ।
সর্ব্বজ্ঞাইতি দীক্ষিতাইতি চিরাৎ প্রাপ্তাগ্নিহোত্রা
ইতি ব্রহ্মজ্ঞা ইতি তাপসা ইতি দিবাধূর্ত্তৈর্জ্জগদ্বঞ্চ্যতে॥

সংপ্রতি আমার বশীভূত ধূর্ত্তেরা অত্যন্ত কামাতুর হইয়া বেশ্যাগৃহে মদগন্ধা সুন্দরী যুবতীদিগের পানাবশিষ্ট বদন মদ্যপানে পরমানন্দ জন্মায় যে রতিমহোৎসব রস তাহার দ্বারা চন্দ্রকিরণোজ্জ্বলা রজনী যাপন করিয়া দিবাতে আমরা সর্ব্বজ্ঞ, দীক্ষিত চিরকাল অগ্নিহোত্রী, ব্রহ্মজ্ঞানী ও তপস্বী, এইরূপ কপট বচন রচনার দ্বারা জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে, তদনন্তর দম্ভ, অহঙ্কারকে অবলোকন করিয়া বিতর্ক করিতেছেন। এই পথিক কে বটে ভাগীরথী পার হইয়া বারাণসীতে আসিতেছেন।

জ্বলন্নিবাভিমানেন ত্রসন্নিব জগত্রয়ং। ভৎ´সয়ন্নিব
বাগ্জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসন্নিব ॥ ৩০ ॥

এই বটু যেন অহঙ্কারেতে অগ্নির ন্যায় জ্বলতঃ এবং যেন জগত্রয়কে সভয় করত বাগ্জালেরদ্বারা ভৎ´সনা করত এবং আপনার উৎকৃষ্টবোধের দ্বারা উপহাস করত আগমন করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

অতএব এহাঁকে যেরূপ দেখিতেছি সেইরূপ বিতর্ক হইতেছে যে এই বটু অবশ্য দক্ষিণ রাঢ়দেশ হইতে আগত হইবেন, ভাল এহাঁহইতে পিতামহ অহঙ্কারের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব এই কথা কহিয়া রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর অহঙ্কার রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন কি আশ্চর্য্য জগতের লোক প্রায় তাবৎ মূর্খ। তাহা অবগত হও।

নৈবাশ্রাবি গুরোর্ম্মতং নবিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং
তত্ত্বং জাতমহো ন শালিকগিরাং বাচস্পতেঃ কা-
কথা। সূক্তং নৈব মহোদধে রধিগতং মাহাব্রতী
নেক্ষিতা সূক্ষ্মা বস্তুবিচারণা নৃপশুভিঃ সুস্থৈঃ কথং
স্থীয়তে ॥ ৩১ ॥

কেহ প্রভাকরের মত শ্রবণ করে নাই ভট্টমত জ্ঞাত নহে ন্যায় দর্শন অধ্যয়ন করে নাই বৃহস্পতি কৃত মধ্যমাগম শাস্ত্রের কথা কি কহিব সামুদ্রিক গ্রন্থের মত অবগত নহে এবং সূক্ষ্ম বস্তু সকলের বিবেচনা করা যায় যে মীমাংসা শাস্ত্রে তাহাও দর্শন করে নাই অতএব পশুতুল্য মনুষ্যেরা কিরূপে সুস্থ আছে ॥ ৩১ ॥

অর্থাৎ তাবৎ লোকই মূর্খ কেবল আমি নির্ম্মল বুদ্ধি সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বারানসীস্থ তাবৎ লোককে অবলোকন করিয়া কহিলেন যে এই সকল লোকেরা অর্থোপার্জ্জনে ব্যাকুল স্বাধ্যায় মাত্রের অধ্যয়নে নিরত অর্থাৎ অল্পবিদ্য বেদের স্বকপোল রচিত অর্থ প্রকাশক। পুনর্ব্বার অন্যদিগে গমন করিয়া কহিলেন ইহারা কেবল ভিক্ষার নিমিত্ত যতিব্রতধারণ ও মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে এবং পণ্ডিতাভিমানী ও বেদান্ত শাস্ত্রকে ব্যাকুল করিতেছে। হাস্য করিয়া কহিলেন।

প্রত্যক্ষাদি প্রমাসিদ্ধ বিরুদ্ধার্থাভিধায়িনঃ। বেদান্তা
যদি শাস্ত্রাণি বৌদ্ধৈঃ কিমপরাধ্যতে॥ ৩২ ॥

প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ যে সকল পদার্থ তাহার বিরুদ্ধার্থবাদী যে বেদান্ত সে যদি শাস্ত্র হয় তবে বৌদ্ধেরা কেন অপরাধী হয় ॥ ৩২ ॥

অতএব ইহারদিগের সহিত কথোপকথনেও গুরুতর পাপ জন্মে। পুনর্ব্বার অন্যদিগে গমন করিয়া কহিলেন যে এই সকল শৈবপ্রভৃতি লোকেরা ন্যায় শাস্ত্রানভিজ্ঞ এবং পাষণ্ড ইহারদিগের সহিত আলাপেও মনুষ্যেরা নরকগামী হয় অতএব ইহারদিগকে দর্শন করা অনুচিত।

পুনর্ব্বার অন্যদিকে গমন করিয়া ও অবলোকন করিয়া কহিলেন।

গঙ্গাতীর তরঙ্গ শীতল শিলাবিন্যস্ত ভাস্বদৃষী, সন্নি-
ষ্টাঃ কুশ মুষ্টিমণ্ডিতমহাদণ্ডাঃ করণ্ডোজ্জ্বলাঃ। প-
র্য্যায় গ্রথিতাক্ষ সূত্রবলয় প্রত্যেক বীজগ্রহ, ব্যগ্রা-
গ্রাঙ্গুলয়ো হরন্তি ধনিনাং বিত্তান্যহো দাম্ভিকাঃ॥ ৩৩॥

এ কি আশ্চর্য্য! এই বারানসীতে এই দাম্ভিকেরা এই রূপ বিশ্বাসের কারণ কপট তপস্যার ছলেতে ধনিব্যক্তি-দিগের ধনাপহরণ করিতেছে যেহেতু এই সকল ধূর্ত্তেরা গঙ্গাতীর তরঙ্গের দ্বারা শীতল যে শিলা তাহাতে পাতিত উত্তম আসনে উপবিষ্ট এবং কুশমুষ্টিতে ভূষিত যে মহাদণ্ড ও কমণ্ডলু তাহাতে শোভিত এবং গোপুচ্ছাকারে গ্রথিত অথচ বলয়াকার যে জপমালা তাহার প্রত্যেকে মন্ত্রজপদ্বারা চঞ্চল হইয়াছে অঙ্গুলির অগ্রভাগ যাহারদিগের এবম্ভূত॥ ৩৩॥

পুনর্ব্বার অন্যদিকে গমন করিয়া কহিলেন যে, ইহারা জীবিকার্থ কপট যতিধর্ম্মাচারী এবং দ্বৈতাদ্বৈতমার্গেতে অনবস্থিতচিত্ত। পুনর্ব্বার অন্যদিগে গমন করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে অজ্ঞাত দম্ভের আশ্রম দর্শন করিয়া কহিলেন যে, গঙ্গাতীরে কোন্ ব্যক্তির ঐ আশ্রম প্রকাশ পাইতেছে যে আশ্রমের দ্বারের নিকটে ঊর্দ্ধীকৃত অতি উচ্চ যে বংশদণ্ড তাহাতে নির্ম্মল শ্বেতবর্ণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র সহস্র উড্ডীয়মান হইতেছে এবং যে আশ্রমের উভয় পার্শ্বে কৃষ্ণাজিন, পেষণী, হোমদণ্ড, ও উদূখল, মুষল, এই সকল দ্রব্য স্থাপিত হইয়াছে এবং যে, আশ্রমের দ্বারের নিকটে হোম ঘৃতের গন্ধযুক্ত যে ধূম তাহাতে গগণ মণ্ডল শ্যামবর্ণ

হইয়াছে অতএব এই আশ্রম অবশ্য কোন গৃহিলোকের হইবে। ভাল, এই স্থান অতি পবিত্র অতএব আমার দুইতিন দিবস বাসের উপযুক্ত হয় ইহা চিন্তা করিয়া সেই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করত অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলেন॥

মৃদ্বিন্দু লাঞ্ছিত ললাট ভুজোদরোরঃ, কণ্ঠোষ্ঠ পৃষ্ঠ
চিবুকোরু কপোলজানুঃ। চূড়াগ্রকর্ণ কটি পাণিবি-
রাজমান, দর্ভাঙ্কুরঃস্ফুরতি মূর্ত্তইবৈষ দম্ভঃ॥ ৩৪॥

এই ব্যক্তি সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান্ দম্ভের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে যে হেতু ইহার ললাট, কপোল, ওষ্ঠাধর, চিবুক, কণ্ঠ, বাহু, বক্ষঃস্থল, উদর, পৃষ্ঠ, উরু, ও জানু, এই সকল অঙ্গ, গঙ্গামৃত্তিকার তিলকে শোভিত হইয়াছে এবং ইহার চূড়ার অগ্রে, কর্ণদ্বয়ে, কটিদেশে, ও হস্তদ্বয়ে কুশাঙ্কুর বিরাজমান হইতেছে॥ ৩৪॥

ভাল, আমি ইহার নিকটে যাই। এই চিন্তা করত নিকটে গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমার মঙ্গল। দম্ভ, হুঙ্কারধ্বনি পূর্ব্বক তাহাকে নিবারণ করিলেন। ইতোমধ্যে দম্ভের পরিচারক কোন বটু উপস্থিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কহিল যে তুমি আশ্রমের বহির্দেশে অবস্থিতি কর যে হেতু পাদপ্রক্ষালন ব্যতিরেকে এ আশ্রমে প্রবেশ করা অনুচিত হয়। অহঙ্কার, ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন আঃ আমি অদ্য ম্লেচ্ছদেশে আসিয়াছি যে দেশে গৃহিলোকেরা শ্রোত্রিয় অতিথি সকলকে আসন ও পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করে না। দম্ভ, অহঙ্কারকে হস্তভঙ্গির দ্বারা আশ্বাস করিলেন। বটু, দম্ভের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিল এই পূজ্য আশ্রমিব্যক্তি মহাশয়কে নিবেদন

করিতেছেন যে আপনি দূর দেশহইতে আগত অতএব আমি আপনকার কুলশীলাদি অজ্ঞাত আছি। অহঙ্কার, ক্রোধ পুর্ব্বক কহিলেন। আঃ ত্রিলোক বিখ্যাত যে আমরা আমারদিগের কুলশীলের ও কি এক্ষণে পরিচয় দিতে হয়। অরে শ্রবণ কর।

গৌড়ংরাষ্ট্র মনুত্তমং নিরুপমা তত্রৈব রাঢ়া পুরী,
ভূরিশ্রেষ্ঠিক নাম ধাম পরমং তত্রোত্তমোনঃ পিতা।
তৎপুত্রাশ্চ মহাকুলীন বিদিতাঃ কেষাঞ্চ তেষামপি,
প্রজ্ঞাশীল বিবেক দান বিনয়াচারৈরহঞ্চো-
ত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥

গৌড়দেশ অতি উত্তম তাহার মধ্যে রাঢ়দেশ অত্যু-ত্তম তাহার মধ্যে ভুরিশ্রেষ্ঠ নামে গ্রাম অতি উৎকৃষ্ট সেই গ্রামে আমার পিতা সর্ব্বজন মান্য তাঁহার পু-ত্রেরা মহাকুলীন তাঁহারদিগকে কে না বিদিত আ-ছেন তাহার মধ্যেও জ্ঞানশীল বিবেচনা ধৈর্য্য বিনয় ও আচার এই সকল গুণেতে আমি সর্ব্বদেশে বিখ্যাত ও মান্য ॥ ৩৫ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া দম্ভ, বটুর প্রতি অবলোকন করিলেন। বটু, জলপূর্ণ তাম্রঘটী গ্রহণ করিয়া কহিল যে হে ভগবন্ পাদপ্রক্ষালন করুন। অহঙ্কার,বটু হস্ত হইতে জল পুর্ণ তাম্রঘটী গ্রহণ করিয়া কহিলেন যে তাহার বাধা কি, আমি পাদপ্রক্ষালন করি। পশ্চাৎ অহঙ্কার, পাদপ্রক্ষালন করিয়া দম্ভের নিকটে গমন করিতে উদ্যত হইলে দম্ভ, দন্তের কটমট ধ্বনি পুর্ব্বক বটুর প্রতি অবলোকন করিলেন বটু, স্বামির অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে কহিল, যে তুমি দূরে থাক, তোমার গাত্রের ঘর্ম্মকণা বায়ুদ্বারা উড্ডীয়মান

হইয়া প্রভুর গাত্রে যদি সংলগ্ন হয়। অহঙ্কার, কহিলেন একি আশ্চর্য্য, এ অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণ্য। বটু, কহিল আমার প্রভুর ব্রাহ্মণ্য এই প্রকারই। তাহা অবগত হও।

অস্পৃষ্টাচরণাঃ কস্য চূড়ামণি মরীচিভিঃ। নীরাজ-
য়ন্তি ভূপালাঃ পাদপীঠান্ত ভূতলং॥ ৩৬॥

প্রণত ভূপালগণেরা যাঁহার চরণ স্পর্শ না করিয়া চূড়ামণি সকলের কিরণ সমূহের দ্বারা চরণের সমীপস্থানে নীরাজন করেন অর্থাৎ ভূপালগণেরা যাঁহার চরণস্পর্শ করেন না কিন্তু চরণের নিকটে গললগ্নীকৃতবস্ত্র হইয়া প্রণাম করেন॥ ৩৬॥

অরে এইদেশ দম্ভের অধিকৃত, ভাল, আমি এই আসনে উপবিষ্ট হই এই চিন্তা করিয়া অহঙ্কার, দম্ভের আসনে উপবিষ্ট হইতে উদ্যত হইলে পর বটু, কহিল যে এই আসনে উপবিষ্ট হইবা না, যেহেতু এ আসন আমার প্রভু ব্যতিরিক্ত অন্যের অধিষ্ঠানের যোগ্য নহে। অহঙ্কার, কহিলেন আঃ পাপ, দক্ষিণ রাঢ়দেশে অতি প্রসিদ্ধ অথচ শুদ্ধবংশোদ্ভব যে আমরা আমরাও কি এ আসনে অধিষ্ঠানে অনুপযুক্ত হই। অরে মূর্খ শ্রবণ কর।

নাস্মাকং জননীতপোজ্জ্বলকুলা সচ্ছোত্রিয়াণাং
পুন, র্ঢ়া কাচন কন্যকা খলুময়া তেনাস্মি তাতা-
ধিকঃ। অস্মচ্ছ্যালকমিত্রমাতুলসুতা মিথ্যাভিশস্তা,
ভত, স্তৎসম্বন্ধ বশান্ময়া স্বগৃহিণী প্রেয়স্যপি প্রো-
জ্ঝিতা॥ ৩৭॥

আমি যেরূপ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহ করিয়াছি আমার মাতা সেরূপ শুদ্ধ শ্রোত্রিয়ের কন্যা নহেন, সেই হেতু আমার

পিতৃহইতেও আমি শ্রেষ্ঠ, এবং আমার যে শ্যালক তাহার যে মিত্র, তাহার যে মাতুল, তাহার যে কন্যা তাহার মিথ্যা পরিবাদ হইয়াছিল, সেই শ্যালকের সহিত আমার স্ত্রীর পরস্পর সম্বন্ধ আছে একারণ আমি আমার প্রিয়তমা গৃহিণীকেও ত্যাগ করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥

অতএব আমা হইতে শুদ্ধ কে আছে। দম্ভ, ক্রোধপূর্ব্বক স্বয়ং কহিলেন যে আপনি এইরূপ শুদ্ধ সত্ব বটেন কিন্তু আমারদিগের বৃত্তান্ত আপনি জ্ঞাত নহেন। আমি যেরূপ শুদ্ধ তাহা অবগত হও।

> সদনমুপগতোহহং পূর্ব্বমম্ভোজযোনেঃ, সদসিমুনিভিরুচ্চৈরাসনেষূজ্ঝিতেষু। সশপথ মনুনাথ্য ব্রহ্মণা গোময়াম্ভঃ, পরিমৃজ্জিত নিজোরা বাস্সম্বেশিতোস্মি ॥ ৩৮ ॥

পূর্ব্বে আমি ব্রহ্মার গৃহে গমন করিয়াছিলাম, ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ মুনিগণের সহিত আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া অনুনয় বিনয় পুর্ব্বক নিজ ঊরুদেশ গোময় যুক্তজল দ্বারা মার্জ্জন করিয়া শীঘ্র আমাকে আমার দিব্য এই বাক্য পুর্ব্বক বসাইয়াছিলেন অতএব আমা হইতে শুদ্ধ ও মান্য কে আছে ॥ ৩৮ ॥

দাম্ভিক ব্রাহ্মণের এ কি আশ্চর্য্য অত্যুক্তি কিম্বা দাম্ভিকের স্বভাবই এইরূপ এই চিন্তা করিয়া অহঙ্কার, ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন আঃ কি গর্ব্বকরিতেহিস্। অরে মূর্খ শ্রবণ কর।

কএষইহ বাসবঃ কথয় কোত্র পদ্মোদ্ভবো, বদপ্রভব ভূময়ো জগতি কা মুনীনামপি। অবৈহি তপসঃ ফলং মম পুরন্দরাণাং শতং, শতঞ্চ পরমেষ্ঠিনাং পতত্বুবা মুনীনাং শতং॥ ৩৯।

অনেক দেখি এই জগতে ইন্দ্র কে, ব্রহ্মাই বা কে, এবং মুনিগণের উৎপত্তি স্থানইবা কে, আমার তপস্যার বল জ্ঞাত হ, শত২ ইন্দ্রের, শত২ ব্রহ্মার এবং শত২ মুনির আমা হইতে উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে অর্থাৎ তাহারা কে আমার নিকটে অতি তুচ্ছ, আমি তপোবলের দ্বারা তেমন শত২ ইন্দ্রাদির সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারি॥ ৩৯॥

পরে দম্ভ, পরমানন্দে অবলোকন করিয়া অরে ইনি আমারদিগের পূজ্য পিতামহ অহঙ্কার, এই নিশ্চয় করিয়া কহিলেন যে হে পিতামহ প্রণাম করি আমি লোভের পুত্র দম্ভ। অহঙ্কার, কহিলেন অরে তুই দম্ভ, ভাল, চিরজীবী হ, তোরে দ্বাপর যুগের শেষে বালক দেখিয়াছিলাম, কলি-যুগে তুই যুবা হইয়াছিস্ আমার সংপ্রতি কালবশত বার্দ্ধক্যা-বস্থাপ্রযুক্ত আমার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে। অরে তোর পুত্র যে অসত্য সে ভাল আছে। দম্ভ, কহিলেন হে পিতামহ সেও আমার নিকটেই আছে তাহা ব্যতিরেকে একক্ষণও প্রাণধারণ করিতে পারি না। অহঙ্কার, কহিলেন অরে তোর পিতা ও মাতা লোভ ও তৃষ্ণা তাহারাও কি এস্থানে আছে। দম্ভ, কহিলেন হে পিতামহ মহারাজ মহামোহের আজ্ঞানুসারে তাঁহারাও নিকটেই আছেন। মহামোহ কর্ত্তৃক কোন কার্য্যার্থ আমরা প্রেরিত হইয়াছি। অহঙ্কার কহিলেন যে, বিবেক হইতে মহারাজ মহামোহের অত্যন্ত অহিত শ্রবণ করিয়াছি অতএব আমিও তাহা জ্ঞাত হইবার

নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছি। দম্ভ, কহিলেন মহাশয় সুখে আসিয়াছেন আমি শুনিয়াছি যে মহারাজ মহামোহ ইন্দ্রলোক হইতে বারানসীতে আগমন করিবেন এবং এই জনশ্রুতিও আছে যে মহারাজ মহামোহ আগমন করিয়া বারানসীতে রাজধানী করিবেন। অহঙ্কার, জিজ্ঞাসা করিলেন যে মহারাজ মহামোহের সর্ব্বারম্ভে বারানসীতে বাসকরণে কি কারণ। দম্ভ, উত্তর করিলেন হে পিতামহ তাহার কারণ বিবেকের নিবারণ। তাহা অবগত হউন্।

বিদ্যাপ্রবোধোদয় জন্মভূমি র্বারানসী ব্রহ্মপুরী
নিরত্যয়া। অতঃ কুলোচ্ছেদবিধিং বিধিৎসুর্নিবেষ্টু
মন্ত্রেচ্ছতি নিত্যমেব সঃ॥ ৪০॥

যেহেতু এই বারানসী বিদ্যা ও প্রবোধোদয়ের জন্মভূমি কাম ক্রোধাদির প্রাদুর্ভাব রহিতা এবং ব্রহ্মপুরী হয়েন অতএব এই বারানসীতে মহামোহাদির কুলক্ষয়াকাংক্ষী বিবেক, নিরন্তর বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছে, অথবা বিবেকের কুলক্ষয়াকাংক্ষী সেই মহামোহ বাস করিতে ইচ্ছা করিতেছেন অর্থাৎ বারানসীতে নিরন্তর মহামোহের বাস হইলে বিদ্যা ও প্রবোধের উৎপত্তি কদাচ হইবে না॥ ৪০॥

অহঙ্কার, সভয়ে কহিলেন যে যদ্যপি এ রূপে এবিষয়ের প্রতীকার করা দুঃসাধ্য হয়।

পরমবিদুষাং পদং নরাণাং, পুরবিজয়ী করুণাবিধেয় চেতাঃ। কথয়তি ভগবানিহান্তকালে, ভবভয় কাতর তারকং প্রবোধং॥ ৪১॥

যেহেতু এই বারানসী আত্মতত্ত্ব জ্ঞানরহিত মনুষ্য-দিগের কর্ণে করুণাসাগর স্বয়ং ভগবান মহাদেব, অন্তকালে ভবভয় নিস্তারক তত্ত্বজ্ঞানজনক তত্ত্বমসি ইত্যাদি মহাবাক্য কহেন অথবা মহামন্ত্র প্রদান করেন ॥ ৪১ ॥

দম্ভ, কহিলেন ইহা সত্য বটে। তথাপি কাম ক্রোধা-দিতে অভিভূত মনুষ্যদিগের ইহা সম্ভব হয়না। তাহা অব-গত হও।

যস্য হস্তৌচ পাদৌচ মনশ্চৈব সুসংযতং। বিদ্যা
তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থ ফলমশ্নুতে ॥ ৪২ ॥

যাহারদিগের হস্ত, পাদ, ও মনঃ, সুসংযত অর্থাৎ অসৎ-প্রতিগ্রহ অগম্য দেশ গমন ও পরস্ত্রী লোভাদি হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যাহারদিগের বিদ্যা তপস্যা ও কীর্ত্তি অর্থাৎ তত্তৎ তীর্থ মাহাত্ম্য প্রকাশক শাস্ত্রের জ্ঞান তত্তত্তীর্থ বি-হিত নিয়ম ও ধার্ম্মিকত্বরূপে খ্যাতি থাকে তাহারদিগের তত্তত্তীর্থের সংপূর্ণ ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৪২ ॥

ইতিমধ্যে নেপথ্যে কল কল এইরূপ শব্দ হইলে মহামোহের কোন সেনা কহিল অহে পুরবাসি লোক সকল তোমরা সাবধান হও এই বারানসীতে নিশ্চয় মহারাজ মহামোহ আসিতেছেন।

নিস্যন্দৈশ্চন্দনানাং স্ফটিকমণিশিলাবেদিকা সং-
স্ক্রিয়ন্তাং, মোচান্তাং যন্ত্রমার্গাঃ প্রসরতু পরিতো
বারিধারা গৃহেষু। উচ্ছ্রীয়ন্তাং সমন্তাৎ স্ফুর-
দুরুমণয়ঃ শ্রেণয় স্তোরণানাং, ধূয়ন্তাং সৌধমূর্দ্ধ্নি
ত্রিদশপতি ধনুর্ধামচিত্রাঃ পতাকাঃ ॥ ৪৩ ॥

অতএব তোমরা স্ফটিক মণিরচিত বেদিকা সকলের অর্থাৎ রাজসিংহাসনাদির ঘৃষ্টচন্দনের দ্বারা সংস্কার-কর এবং জলপতন যন্ত্র সকলের দ্বার মোচন কর, যে সকল গৃহে নদীহইতে বারীধারা পতন হউক এবং বৃহৎমণিগণেতে উজ্জ্বলিত যে বহির্দ্বার সকল তাহা উত্তোলিত কর এবং অট্টালিকার উপরে পতাকা সকল উড্ডীয়মান কর যে পতাকা সকল ইন্দ্রধনুর কিরণেতে নানা বর্ণযুক্ত অর্থাৎ প্রায় ইন্দ্রধনু স্পর্শ করে ॥ ৪৩ ॥

দম্ভ কহিলেন হে পিতামহ! সংপ্রতি মহারাজ মহামোহ নিকটবর্ত্তী হইলেন মহাশয় অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করুন। অহঙ্কার, ভাল এই প্রকার হউক এই কথা কহিয়া অহঙ্কার ও দম্ভ রঙ্গভূমি হইতে নির্গত হইলেন। ইতিমধ্যে মহারাজ মহামোহের কোন অগ্রগামী প্রবেশক উপস্থিত হইল। তদনন্তর মহারাজ মহামোহ রাজার ঐশ্বর্য্যানুসারে সপরিবার বেষ্টিত হইয়া রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া ঈষৎহাস্যপূর্ব্বক স্বমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

আত্মাস্তি দেহাদতিরিক্ত মূর্ত্তি, র্ভোক্তা স লোকা-
ন্তরিতঃ ফলানাং। আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূ-
নাৎ, প্রথীয়সঃ স্বাদুফলপ্রসূতৌ ॥ ৪৪ ॥

এ কি আশ্চর্য্য নিরঙ্কুশ এবং জড়বুদ্ধি অর্থাৎ দমন কর্ত্তৃ রহিত এবং প্রত্যক্ষাতিরিক্ত পদার্থ কল্পনাদ্বারা জগদ্বঞ্চক ধূর্ত্তেরা কহে যে দেহ হইতে ভিন্ন এক আত্মা আছে, সে দেহ ত্যাগানন্তর পরকালে স্বর্গ নরকাদিরূপ ফল ভোগ করে তাহারদিগের এ আশা এই রূপ জানিবা যে আকাশ তরুর বৃহৎ পুষ্প হইতে স্বাদু ফল হইবে তাহা আমরা ভোগ

করিব অর্থাৎ যেমন আকাশতরু অলীক তাহার পুষ্পও অলীক এবং তাহা হইতে জাত স্বাদুফলও অলীক, তেমন দেহভিন্ন আত্মা অলীক পরলোকও অলীক এবং স্বর্গ নরকও অলীক ॥ ৪৪ ॥

তথাপি দুর্ব্বিদগ্ধ পৌরাণিকেরা ও দার্শনিকেরা স্বকপোল কল্পিত অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের লোভাদি ছলে এই জগৎকে বঞ্চনা করিতেছেন। তাহা অবগত হও।

যন্নাস্ত্যেব তদস্তি বস্ত্বিতি মৃষাজল্পন্ত এবাস্তিকা,
বাচালৈর্বহুভিশ্চ সত্য বচসো নিন্দাঃ কৃতা নাস্তিকাঃ। হং হো পশ্যত তত্ত্বতো যদি পুনশ্ছিন্নাদিতো বর্ম্মনো, দৃষ্টঃ কিং পরিণামরূষিতচিতে জীবঃ পৃথক্ কৈরপি। ৪৫ ॥

যে বস্তু নাই সেই বস্তু আছে এই কথা যাহারা কহে তাহারদিগকে সেইরূপ বাচাল লোকেরা আস্তিক বলিয়া প্রশংসা করে কিন্তু সত্যবাদী যে আমরা, আমারদিগকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করে যে হেতু আমরা অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা না করিয়া সদ্বস্তুর উপদেশ করি আঃ একি তোমরা বিবেচনা কর দেখি, যেমন দুগ্ধ অম্ল সংযোগে পরিণামে দধি হয়, তেমন পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ের পরস্পর সংযোগে পরিণামে স্বতই চৈতন্যস্বরূপ হয়, যে দেহ তাহা হইতে পৃথক এক আত্মা, কেহ কি কখন দেখিয়াছে যে তোমরা কহিতেছ দেহ হইতে ভিন্ন এক আত্মা আছেন, যদি বল সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা দিব্যজ্ঞান কারণ দৃষ্ট হয়েন, তবে জীবৎশরীর কারণ ও তোমরা আত্মাকে কেন দেখিতে না পাও ॥ ৪৫ ॥

এবং এই অপ্রত্যক্ষ পদার্থবাদী আস্তিকেরা, কেবল জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে এমত নহে আপনাকেও বঞ্চনা করিতেছে। তাহা অবগত হও।

তুল্যত্বেবপুষাং মুখাদ্যবয়বৈ বর্ণঃক্রমঃ কীদৃশো, যোষেয়ং বস্তুবা পরস্য যদমুং ভেদং ন বিদ্মো বয়ং। হিংসায়া মথবা যথেষ্ট গমনে স্ত্রীণাং পরস্ব গ্রহে, কার্য্যাকার্য্যকথা স্তথাপি যদমী নিষ্পৌরুষাঃ কুর্ব্বতে॥ ৪৬॥

মুখ, নাসিকা, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হস্ত ও পদাদি অবয়বের অভেদ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রাদির শরীরের কোন বৈলক্ষণ্য নাই অতএব এ ব্রাহ্মণ এ শূদ্র ইত্যাদি বর্ণবিচার উন্মত্ত প্রলাপমাত্র যে হেতু আমরা এই পরস্ত্রী এই পরের ধন এইরূপ ভেদজ্ঞান করি না এবং হিংসাতে অভিলাষানুসারে স্ত্রীগমনে, ও পরধন গ্রহণেও বিচার করিনা তথাপি আস্তিকেরা যে হেতু ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এই কথা কহে অতএব তাহারা পুরুষার্থ রহিত এবং আপনাকেও বঞ্চনা করিতেছে॥ ৪৬॥

পরে মহারাজ মহামোহ, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া আত্মশ্লাঘার সহিত বাক্য কহিলেন যে বৌদ্ধ শাস্ত্রই সর্ব্ব প্রকারে উত্তম, যে শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ, এবং পৃথিবী, জল, তেজঃ, ও বায়ু এই চারিভুত এবং অর্থ ও কাম এই দুই পুরুষার্থ এবং পৃথিব্যাদি ভূত চতুষ্টয়ই পরস্পর সংযোগে দেহের চৈতন্য জন্মায় অর্থাৎ দেহই সচেতন এবং পরলোক নাই মৃত্যুই মুক্তি। অতএব আমারদিগের অভিপ্রায় বোদ্ধা বৃহস্পতি পুর্ব্বে এই শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া চার্ব্বাকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন পরে চার্ব্বাক শিষ্যোপশি-

ষ্যের দ্বারা পৃথিবীতে বাহুল্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তদনন্তর চার্ব্বাক শিষ্যের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া নিজ শিষ্যকে কহিলেন হে বৎস তুমি জান যে অর্থ শাস্ত্রই প্রকৃত বিদ্যা ইতিহাসাদি শাস্ত্র ও তাহারি অন্তর্গত বেদাদি শাস্ত্র ধূর্ত্তের পলাপ মাত্র। তাহা দর্শন কর।

স্বর্গঃ কর্ত্তৃ ক্রিয়াদ্রব্য নাশেপি যদি যজ্বনাং। ততো
দাবাগ্নি দগ্ধানাং ফলং স্যাৎ ভূরি ভূরুহাং॥ ৪৭॥

কর্ত্তা ক্রিয়া ও দ্রব্যের নাশ হইলে ও যদি যাগকর্ত্তার স্বর্গ হয় তবে দাবাগ্নি দগ্ধ বৃক্ষের ও ফল হউক অর্থাৎ যেমন দাবাগ্নি দগ্ধবৃক্ষের ফল অলীক। তেমন কর্ত্তাক্রিয়াও দ্রব্যের নাশ হইলে স্বর্গও অলীক॥ ৪৭॥

আরও দেখ।

মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধঞ্চেৎ তৃপ্তিকারকং।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সম্বর্দ্ধয়েচ্ছিখাং॥ ৪৮॥

মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি যদি তৃপ্তিজনক হয় তবে কেন তৈল নির্ব্বাণ প্রদীপের শিখা বৃদ্ধিকারক না হয় অর্থাৎ যেমন নির্ব্বাণ প্রদীপ তৈলেতে প্রজ্জ্বলিত হয় না তেমন মৃত মনুষ্যও শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে তৃপ্ত হয় না॥ ৪৮॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন হে গুরো! যদি কেবল অভিলষিত দ্রব্য ভোজন ও পান পরমার্থ হয় তবে কেন তীর্থবাসী লোকেরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া পরাক ব্রত প্রভৃতি ঘোরতর দুঃখের দ্বারা শরীরকে ক্ষয় করে। চার্ব্বাক, উত্তর করিলেন প্রতারকলোক কর্ত্তৃক স্বকপোল কল্পিত পুরাণাদি শাস্ত্রের দ্বারা প্রতারিত মূর্খ লোকদিগের আশা

মোদকের দ্বারা তৃপ্তি হয় অর্থাৎ যেমন পিতা ও মাতা, অবোধ বালকসকলকে মোদকদানের আশার দ্বারা প্রতারণা করেন, তেমন পৌরাণিক প্রভৃতি প্রতারকেরা মূর্খ সকল লোককে ভাবি স্বর্গাদি ফলস্বরূপ মোদক প্রাপ্তির আশার দ্বারা প্রতারণা করিতেছে। দেখ।

ক্বালিঙ্গনং ভুজনিপীড়িত বাহুমূল, ভুগ্নোন্নতস্তন মনোহরমায়তাক্ষ্যাঃ। ভিক্ষোপবাস নিয়মার্কমরীচিদাহৈ, র্দেহোপশোষণবিধিঃ কুধিয়াং ক্বচৈষঃ ॥ ৪৯ ॥

যুবতীদিগের ভুজনিপীড়ন দ্বারা বাহুমূলেতে সংলগ্ন যে উন্নত স্তন তাহার দ্বারা মনোহর যে আলিঙ্গন সে আলিঙ্গন কুবুদ্ধি লোকদিগের কোথায় এবং ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত, ও সূর্য্যকিরণে শরীর দাহ এই সকলের দ্বারা শরীর শোষণই বা কোথায় অর্থাৎ যুবতীর আলিঙ্গনে কি সুখ তপস্যাতেই বা কি দুঃখ তাহা কুবুদ্ধি লোকেরা জ্ঞাত নহে, অতএব প্রতারক লোক কর্ত্তৃক প্রতারিত মূর্খ লোকেরা অতি মনোহর প্রত্যক্ষ সুখজনক যে যুবতীর তাদৃশ আলিঙ্গন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অপ্রত্যক্ষ সুখস্বরূপ স্বর্গাদির মিথ্যা আশাতে অত্যন্ত দুঃখজনক তপস্যার দ্বারা কেবল শরীর শোষণ করিতেছে ॥ ৪৯ ॥

শিষ্য, কহিলেন হে গুরো! তীর্থবাসী লোকেরা পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতেছে যে এই দুঃখমিশ্রিত সাংসারিক সুখ আমারদিগের সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য হয়। চার্ব্বাক, হাস্য করিয়া কহিলেন আঃ মূর্খদিগের এই অভিলাষ কেবল দুর্ব্বুদ্ধিপ্রযুক্ত। দেখ।

ত্যাজ্যং সুখং বিষয় সঙ্গমজং হি পুংসাং, দুঃখোপ-
সৃষ্টমিতি মূর্খবিচারণৈষা। ব্রীহীন্ জিহাসতি
সিতোত্তম তণ্ডুলাঢ্যান্, কো নাম ভো স্তুষকণোপ-
হিতান্ হিতার্থী ॥ ৫০ ॥

মূর্খলোকদিগের এইরূপ বিচার বটে যে সাংসারিক সুখ ত্যাজ্য হয়, যেহেতু দুঃখমিশ্রিত, ভাল, তুমি বলদেখি কোন আত্মহিতার্থী ব্যক্তি তুষকণাতে আবৃত এই হেতু শুক্লবর্ণ উত্তম তণ্ডুলযুক্ত ধান্য ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে অর্থাৎ যেমন এতাদৃশ ধান্য অত্যাজ্য হয়, তেমন দুঃখ মিশ্রিত সাংসারিক সুখও সুবুদ্ধি লোকদিগের অত্যাজ্য হয় ॥ ৫০ ॥

ইতিমধ্যে মহারাজ মহামোহ, চার্ব্বাক মুখে আত্ম মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যে চিরকালের পরে অদ্য এই সপ্রমাণ বচনামৃত শ্রবণ করিয়া আমার কর্ণ-সুখ জন্মিল পরে আনন্দসহিত অবলোকন করিয়া কহি-লেন অহে ইনি আমার প্রিয় সুহৃৎচার্ব্বাক। চার্ব্বাক, অব-লোকন করিয়া ইনি মহারাজ মহামোহ, ভাল, আমি, নিকটে গমন করি এ চিন্তাপূর্ব্বক নিকটস্থ হইয়া কহিলেন যে মহারাজের, জয় হউক২, মহারাজ, আমি, চার্ব্বাক, প্রণাম করি। মহারাজ মহামোহ, কহিলেন চার্ব্বাক তুমি সুখে আসিয়াছ এই আসনে উপবিষ্ট হও। চার্ব্বাক, রাজ-দত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া কহিলেন যে, মহারাজকে কলি অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়াছেন। মহামোহ, জিজ্ঞাসা করিলেন কলির নির্ব্বিঘ্নে মঙ্গল, চার্ব্বাক, উত্তর করিলেন মহারাজের চরণ প্রসাদে সর্ব্বত্রই মঙ্গল এবং যাহা. কর্ত্তব্য তাহা সকলি সম্পন্ন করিয়াছেন সংপ্রতি মহারাজের চরণ যুগল দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥

আজ্ঞামবাপ্য মহতীং দ্বিষতাং নিপাতান্নির্ব-
র্ত্ত্যতাং সপদি লব্ধসুখপ্রসাদঃ। উচ্চৈঃ প্রমোদ
মনুমোদিত দর্শনঃ সনুধন্যোনমস্যতি পদাম্বুরুহং
প্রভূনাং॥ ৫১॥

যেহেতু শত্রু নিপাতনার্থ মহারাজের যে মহতী আজ্ঞা তাহার বিষয় সিদ্ধ করিয়া সংপ্রতি হর্ষেতে সুপ্রসন্ন বদন হইয়াছেন অতএব ধন্য অথচ মহারাজের চরণ দর্শনে কৌতুকী সেই কলি, প্রভুর শ্রীচরণ কমল যুগলে পরমাহ্লাদে নমস্কার করিবেন॥ ৫১॥

মহামোহ, কহিলেন সে স্থানে কি পর্য্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে। চার্ব্বাক, উত্তর করিলেন।

ব্যতীতবেদার্থ পথঃ প্রথীয়সীং যথেষ্টচেষ্টাং গমি-
তোমহাজনঃ। তদত্রহেতুর্নকলির্নচাপ্যহং প্রভু প্রসা-
দোহিতনোতি পৌরুষং॥ ৫২॥

মহারাজ, শ্রবণ করুন। আমি সাধুলোক সকলকে মহৎ যথেষ্টাচার করাইয়াছি। অতএব তাহারা সকলে বেদবিরুদ্ধ পথে গমন করিতেছে কিন্তু তাহার কারণ কলিও নহে আমিও নহি তবে যে আমারদিগের পুরুষার্থ প্রকাশ সে কেবল মহারাজের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ॥ ৫২॥

সে স্থানে উত্তরদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় লোক সকলকে বেদত্রয় ত্যাগ করাইয়াছেন এবং শম দমাদির কথাও নাই এবং অন্য২ স্থানেও বেদবিদ্যা প্রায় জীবিকা হইয়াছে। আচার্য্য সেই প্রকার কহিয়াছেন।

অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনং। বুদ্ধি পৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ ॥ ৫৩ ॥

অগ্নিহোত্র যাগ সামাদি তিন বেদ ভস্মলেপন এবং ত্রিদণ্ড অর্থাৎ দণ্ড, কমণ্ডলু, বহির্ব্বাস ধারণ এই সকল, ধর্ম্ম বুদ্ধি পৌরুষহীন লোক সকলের জীবিকার্থ হয়, ইহা বৃহস্পতি কহিয়াছেন ॥ ৫৩ ॥

অতএব মহারাজ কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থে স্বপ্নেও বিদ্যা ও প্রবোধোদয়ের আশঙ্কা করিবেন না। মহামোহ, সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে তবে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে যেহেতু সেই প্রধান২ তীর্থেও সাধুলোকেরা বেদবিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছে। চার্ব্বাক, কহিলেন মহারাজ অন্য এক নিবেদন আছে। মহামোহ জিজ্ঞাসা করিলেন যে সে নিবেদন কি। চার্ব্বাক, নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলেন যে বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাব এক যোগিনী আছে যদ্যপি কলির প্রভাবে তাহার সর্ব্বত্রপ্রচার নাই তথাপি তাহার অনুগৃহীত লোক সকলকে আমরা অবলোকন করিতেও অসমর্থ হই মহারাজ ইহা নিশ্চয় জানিবেন। মহামোহ, ভীত হইয়া অতিখেদে মনে চিন্তা করিলেন যে বিষ্ণুভক্তি নামে সেই প্রসিদ্ধা মহাপ্রভাবা যোগিনী আমারদিগের স্বভাবতঃ শত্রু এবং দুঃখেতে বিনাশের যোগ্যা হয়, এবং প্রকাশ করিয়া কহিলেন যে ভাল এ শঙ্কা বৃথা কামক্রোধাদি রিপুসত্ত্বে কোন্ স্থানে বিষ্ণুভক্তির উদয় হইবে। চার্ব্বাক, নিবেদন করিলেন যদ্যপি কামক্রোধাদি রিপুসত্ত্বে বিষ্ণুভক্তির উদয় হইতে পারিবেনা তথাপি ক্ষুদ্র শত্রুসত্ত্বেও জয়েচ্ছুলোক সতত শঙ্কিত হইবেন এই নীতি শাস্ত্র আছে।

বিপাক দারুণোরাজ্ঞাং রিপুরল্পোপ্যরুন্তুদঃ।
উদ্বেজয়তি সূক্ষ্মোপি চরণং কন্টকাঙ্কুরঃ ॥ ৫৪ ॥

যেহেতু ক্ষুদ্র যে শত্রু সেও পশ্চাৎ প্রবল হইয়া মর্ম্মান্তিক পীড়াদায়ক হয় যেমন পাদলগ্ন কন্টকাঙ্কুর অতি ক্ষুদ্র হইলেও চরণের পীড়াকারক হয় ॥ ৫৪ ॥

পরে মহারাজমহামোহ এই সকল বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা করিলেন অরে কে কোথায় আছিস, এই সময়ে অসৎসঙ্গ নামে দৌবারিক শীঘ্র নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল যে মহারাজ আজ্ঞা করুন। মহামোহ, দৌবারিককে আজ্ঞা করিলেন অরে অসৎসঙ্গ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মান, মাৎসর্য্য প্রভৃতিকে আজ্ঞা কর যে তোমরা সকলে মিলিত হইয়া যেরূপে বিষ্ণুভক্তির বিনাশ হয় তাহাতে যত্ন পাও। দৌবারিক, যে আজ্ঞা মহারাজ এই বাক্যের দ্বারা রাজ আজ্ঞা মস্তকে করিয়া গমন করিল। তদনন্তর মদ, মানের প্রেরিত পত্রহস্ত এক পুরুষ, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিল অহে আমি উৎকল দেশ হইতে আসিয়াছি সেস্থানে সাগরতীরে পুরুষোত্তম নামে দেবস্থান আছে তথাহইতে দম্ভ ও অহঙ্কার কর্তৃক মহারাজের নিকট প্রেরিত হইয়াছি। ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া চিন্তা করিল যে এই বারানসী, এই রাজকুল আমি প্রবেশ করি! রাজপুরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিল যে এই মহারাজ চার্ব্বাকের সহিত কি মন্ত্রণা করিতেছেন অতএব আমি এই সময়ে নিকটে উপস্থিত হই। নিকটে উপস্থিত হইয়া মহারাজের জয় হউক২ এই বাক্যপূর্ব্বক নিবেদন করিল যে মহারাজ এইপত্র অবলোকন করুন। মহারাজ, পত্রগ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, দূত

নিবেদন করিল মহারাজ আমি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রহইতে আসিতেছি,মহারাজ, চিন্তা করিলেন যে কোন মঙ্গল কার্য্য হইয়া থাকিবে এবং প্রকাশরূপে কোনছলে চার্ব্বাকের প্রতি আজ্ঞা করিলেন তুমি এখন গমন কর কর্ত্তব্য বিষয়ে সচেষ্ট হও। চার্ব্বাক, যে আজ্ঞা মহারাজ এই কথা কহিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মহামোহ, পত্রপাঠ করাইলেন পত্রের পাঠ এই, বারানসীতে মহারাজের মঙ্গল হউক পুরুষোত্তম ক্ষেত্রহইতে দম্ভ ও অহঙ্কার মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর শ্রীমন্মহামোহের চরণাম্ভোজদ্বয়ে সাষ্টাঙ্গপাত প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছেন যে শ্রীমন্মহারাজের চরণ প্রসাদে আমারদিগের সমস্ত মঙ্গল জানিবেন। এবং শান্তিদেবীর মাতা শ্রদ্ধার সহিত বিবেকের দূতীহইয়া বিবেকের সহিত মিলনের নিমিত্ত উপনিষদ্দেবীকে নিরন্তর বুঝাইতেছে, এবং সকাম কর্ম্ম সকলকে নিষ্কাম করিবার নিমিত্ত বৈরাগ্যপ্রভৃতি বুঝি মন্ত্রণা দিতেছে যেহেতু নিষ্কাম কর্ম্ম মোক্ষের কারণ হয় এইরূপ জ্ঞান হইতেছে অতএব নিষ্কাম কর্ম্মের কোন২ স্থানে গূঢ়ভাবে প্রচার দেখিতেছি এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া শ্রীমন্মহারাজের শ্রীচরণ যুগলে নিবেদন ও প্রণাম করিলাম ইতি মহামোহ, ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন আঃ মূখেরা শান্তি হইতেও কেন এই প্রকার ভয় পাইতেছে কামাদি রিপুসত্বে কিরূপে শান্তির উদ্ভব হইবে। তাহা অবগত হও।

ধাতা বিশ্ববিসৃষ্টি মাত্র নিরতো দেবোহপি গৌরী
ভুজাশ্লেষানন্দ বিঘূর্ণমাননয়নো দক্ষাধ্বরধ্বংসকৃৎ।
দৈত্যারিঃ কমলাকপোল মকরীমুদ্রাঙ্কিতোরঃস্থলঃ,
শেতেষ্বাবিতরেষু জন্তুষু পুনঃকাঃ নাম শান্তেঃ-
কথা॥ ৩৫॥

ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টিকরণে নিরন্তর ব্যগ্রচিত্ত আছেন, এবং দুর্গার ভুজদ্বয়ের আলিঙ্গন জন্য যে আনন্দ তাহাতে মহাদেবের ও নয়ন ঘূর্ণায়মান হইতেছে অর্থাৎ মহাদেব ও নিজকান্তার আলিঙ্গনজন্য সুখস্বরূপ যে মদিরা তাহার পানে মত্ত এবং দক্ষযজ্ঞবিনাশী এবং বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর কপোলস্থল পর্য্যন্ত সংলগ্ন যে মকরাকার কর্ণালঙ্কার তাহার চিহ্নযুক্ত বক্ষঃস্থল হইয়া অর্থাৎ প্রেমভরে অলসা কমলাকে বক্ষঃস্থলে শয়ন করাইয়া সমুদ্রেতে শয়ন করিতেছেন অতএবঅন্য সামান্য মনুষ্যদিগের শান্তির কথা কি কহিব ॥ ৫৫।

পরে মহারাজ,আগত দূতের প্রতি আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি শীঘ্র কামের নিকট গমন করিয়া আমার এই আজ্ঞা তাঁহাকে জ্ঞাত কর যে সেই নিষ্কাম কর্ম্ম যে প্রকার অনিষ্টকারী তাহা আমরা জ্ঞাত হইয়াছি একারণ সেই নিষ্কাম কর্ম্মের প্রতি এক মুহূর্ত্তও তুমি বিশ্বাস করিবা না তাহাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া শীঘ্র আমার নিকটে আসিবা। দূত, যে আজ্ঞা মহারাজ এই কথাদ্বারা আজ্ঞাগ্রহণ করিয়া গমন করিল। শান্তির বৃদ্ধির প্রসঙ্গ কি, কিম্বা যদ্যপি কোনরূপে শান্তির বৃদ্ধিসম্ভব হয় তথাপি উপায়ান্তরের চেষ্টায় প্রয়োজন নাই ক্রোধ ও লোভের দ্বারাই তাহার প্রতীকার হইতে পারিবে এই চিন্তা করিয়া মহামোহ, দ্বারাভিমুখ হইয়া কহিলেন অরে, কে কোথায় আছিস। দৌবারিক শীঘ্র নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল। যে মহারাজ, আজ্ঞা করুন। মহারাজ, আজ্ঞা করিলেন অরে ক্রোধ ও লোভকে আহ্বান কর। দৌবারিক যে আজ্ঞা মহারাজ বলিয়া ক্রোধ ও লোভের নিকট গমন করিল। তদনন্তর ক্রোধ ও লোভ মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ

ক্রোধ নিবেদন করিলেন মহারাজ আমি তাহা শ্রবণ করিয়াছি শান্তি, শ্রদ্ধা, ও বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি মহারাজের যেরূপ বিপক্ষতাচরণ করিতেছে। পরে ক্রোধ, হাস্য করিয়া কহিলেন যে আমি বিদ্যমানে কিরূপে শান্তি, শ্রদ্ধাদির ধৈর্য্য ব্যতিরেকে চেষ্টিত কর্ম্মসিদ্ধ হইবে। তাহা অবগত হউন।

> অন্ধীকরোমি ভুবনং বধিরী করোমি, ধীরং সচেতন মচেতনতাং নয়ামি। কৃত্যং ন পশ্যতি যতো নহিতং শৃণোতি, ধীমান ধীতমপিন প্রতি সন্ধধাতি ॥ ৫৬ ॥

আমি ভুবনত্রয়কে অন্ধ করি, ধীরকে বধির করি এবং সচেতন ব্যক্তিকে অচেতন করি যাহাতে বুদ্ধিমান লোক ও কার্য্য দর্শন, হিতবাক্য শ্রবণ করেন না এবং পঠিত শাস্ত্রের স্মরণ করেন না ॥ ৫৬ ॥

ইতিমধ্যে লোভ আত্ম পরাক্রম প্রকাশ করিতেছেন, অরে শ্রবণ কর, আমার বশীভূত অর্থাৎ লুব্ধলোকেরা স্বকীয় মনোরথ স্বরূপ নদীর স্রোত কখন পার হইতে পারিবেক না শান্ত্যাদি চিন্তা কিরূপে করিবে। হে সখে! ক্রোধ তুমি দর্শন কর।

> সন্ত্যেতে মদদন্তিনো মদজল প্রম্লান গণ্ডস্থলা, বাতব্যায়ত পাতিনশ্চ তুরগা ভূয়োঽপি লপ্স্যেহপরান্। এতল্লব্ধ মিদং লভেপুনরিদং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং, চিন্তা জর্জ্জরচেতসাং বত নৃণাং কা নাম শান্তেঃ কথা ॥ ৫৭ ॥

আমার এই সকল মত্তহস্তী ও বায়ুতুল্য বেগবান ঘোটক আছে এবং পুনর্ব্বার ও এই রূপ অন্য হস্তী ও ঘোটক লব্ধ হইবে এবং এইধন লব্ধ হইয়াছে এইধন লব্ধ হইতেছে

ও এইধন লব্ধ হইবে প্রত্যহ নিরন্তর এইরূপ চিন্তাতে জর্জ্জর মানস মনুষ্যদিগের শান্তির কথা কি অর্থাৎ কখন শান্তি হইতে পারিবেক না ॥ ৫৭ ॥

পরে ক্রোধ, লোভের প্রতি কহিলেন যে হে সখে লোভ তুমি আমার ক্ষমতা জ্ঞাত আছ তথাপি শ্রবণ কর।

> ত্বাষ্ট্রং বৃত্রমঘাতয়ৎ সুরপতিশ্চন্দ্রার্দ্ধচূড়োচ্ছিন-
> দ্দেবো ব্রহ্মশিরো বশিষ্টতনয়ানাঘাতয়ৎ কৌ-
> শিকঃ। অপিচাহং। বিদ্যাবন্ত্যপি কীর্ত্তিমন্ত্যপি
> সদাচারা বদাতান্যপি, প্রোচ্চৈঃ পৌরুষভূষণা-
> ন্যপি কুলান্যুদ্ধর্ত্তু মীশঃক্ষণাৎ ॥ ৫৮ ॥

আমার বশীভূত হইয়া ইন্দ্র, বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছেন এবং পঞ্চানন মহাদেব, ব্রহ্মাকে আত্ম সদৃশ দেখিয়া পঞ্চম মস্তক ছেদন করিয়াছেন এবং বিশ্বামিত্র মুনি, বশিষ্ট তনয় সকলকে বধ করিয়াছেন। এই কথা কহিয়া লোভের হস্তগ্রহণ করিলেন আরও শ্রবণ কর। বিদ্যাবন্ত কীর্ত্তিমন্ত এবং সদাচার স্বরূপ চন্দ্রকিরণের দ্বারা নির্ম্মল ও পৌরুষান্বিত যে কুল সকল তাহা আমি ক্ষণমাত্রেই বিনাশ করিতে সমর্থ হই ॥ ৫৮ ॥

পরে লোভ, নেপথ্যের প্রতি অবলোকন করিয়া নিজ কান্তা তৃষ্ণাকে আহ্বান করিলেনহে তৃষ্ণে! তুমি এস্থানে আগমন কর। তৃষ্ণা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন হে প্রিয়! কি আজ্ঞা করিতেছেন? লোভ, কহিলেন হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর।

> ক্ষেত্রগ্রাম বনাদ্রিপত্তন পুরীদ্বীপ ক্ষমামণ্ডল,প্রত্যা-
> শাঘন সূত্রবদ্ধ মনসাং লব্ধাধিকং ধ্যায়তাং। তৃষ্ণে

দেবি যদি প্রসীদসি তনোস্যঙ্গানি তুঙ্গানি চে-
ত্তন্তোঃ, প্রাণভৃতাং কুতঃশমকথা ব্রহ্মাণ্ডলক্ষৈ-
রপি ॥ ৫৯॥

হে তৃষ্ণে! তুমি যদি প্রসন্না হইয়া নিজ অঙ্গ সকল স্থূল কর, অর্থাৎ তুমি যদি বৃদ্ধিকে পাও তবে মনুষ্যদিগের লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড লাভেতেও শান্তির কথা কখন কোন রূপে সম্ভব হইতে পারে না যেহেতু মনুষ্যেরা ক্ষেত্র গ্রাম বন পর্ব্বত নূতন বসতিস্থান নগর দ্বীপ ও পৃথিবীমণ্ডল এই সকলের লাভের প্রত্যাশা স্বরূপ যে নিবিড় ও দৃঢ় রজ্জু তাহাতে দৃঢ় বদ্ধ এবং প্রত্যহ নূতন নূতন লাভের ধ্যানে ব্যাকুল ॥ ৫৯ ॥

তৃষ্ণা, লোভের প্রতি নিবেদন করিলেন হে প্রিয়! আপনিই এই সকল বিষয়ের কর্ত্তা সংপ্রতি আমি প্রভুর আজ্ঞানুসারে এ কার্য্যে নিত্য নিযুক্তা আছি ব্রহ্মাণ্ডকোটির দ্বারাও আমার উদর কেহ পূর্ণ করিতে পারিবেক না। এই সময়ে ক্রোধ নিজ কান্তা হিংসাকে আহ্বান করিলেন হে প্রিয়ে হিংসে! তুমি আমার নিকটে আগমন কর। হিংসা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিলেন হে প্রিয়! এই আমি আজ্ঞা করুন। ক্রোধ, কহিলেন হে প্রিয়ে হিংসে! তোমার সহিত আমি যাবৎকাল পর্য্যন্ত সহবাস করি তাবৎ কাল পর্য্যন্ত মাতৃ পিতৃ বধ ও অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়। তাহা অবগতা হও।

কেয়ং মাতা পিশাচীবকইব জনকো ভ্রাতরঃ কেচ
কীটা, বধ্যোঽয়ং বন্ধুবর্গঃ কুটিল বিটসুহৃচ্চেষ্টিতা
জ্ঞাতয়োঽমী। হস্তৌনিষ্পীড্য। আগর্ভং যাব-

দেষাং কুলমিদ মখিলং নৈব নিঃশেষয়ামি স্ফুর্জ্জ-
ন্তঃ ক্রোপবহ্নে র্নদধতি বিরতিং তাবদঙ্গে স্ফু-
লিঙ্গাঃ ॥ ৬০ ॥

মাতা কে, সে পিশাচীর ন্যায়, পিতাই বা কে সে বকের ন্যায়, ভ্রাতারাই বা কে তাহারা কীটের ন্যায়, বন্ধু-বর্গেরাই বা কে তাহারা বধ্য এবং জ্ঞাতিরাই বা কে, যে হেতু তাহারা কুটিল অথচ মূর্খ যে সুহৃৎ তাহার ন্যায় আচরণ করে।—এই কথা কহিয়া নিজ হস্তদ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া হিংসাকে পুনর্ব্বার কহিলেন যে।—আমি যাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবর্গ প্রভৃতির কি জাত কি গর্ভস্থ সকল কুল নিঃশেষে নষ্ট না করি তাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার শরীরে ক্রোধ স্বরূপ অগ্নির উজ্জ্বল স্ফুলিঙ্গ সকল প্রজ্জ্বলিত আছে ॥ ৬০ ॥

পরে ক্রোধ ও লোভ নিজ কান্তার সহিত চতুর্দ্দিক অব-লোকন করিয়া এই আমারদিগের রাজা মহামোহ,চল আম-রা সকলে নিকটে যাই পরস্পর এই কথোপকথন পূর্ব্বক স-কলে নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজের জয়হউক জয় হউক। মহামোহ, তাহারদিগ্‌কে আজ্ঞা করিলেন যে শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি সে আমারদিগের শত্রুতাচরণ করিতেছে অতএব তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাহার নিগ্রহ করিবা পরে ক্রোধাদি সকলেই যে আজ্ঞা মহারাজ এই বাক্য-দ্বারা আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করি-লেন। তদনন্তর মহামোহ কহিলেন যে শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি এই বাক্যেতে শান্তির বিনাশের অন্য এক উপায় আমার মনে উপস্থিত হইতেছে তাহা অবগত হও। শান্তি, শ্রদ্ধার অধীনা অতএব কোন উপায়ের দ্বারা উপনি-ষদ্দেবীর নিকট হইতে শ্রদ্ধার আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য তদ-

নন্তর মাতৃ বিয়োগ দুঃখেতে অতি ক্ষীণতা প্রযুক্ত এই শান্তিরও সকল বিষয় হইতে নিবৃত্তি হইবেক কিম্বা অত্যন্ত অবসন্নতাপ্রযুক্ত শীঘ্র মৃত্যু পাইবেক। শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করিতে কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টি নামে বেশ্যাই উপযুক্ত হয়, অতএব এই বিষয়ে তাহাকেই নিয়োগকরা উচিত এই বিবেচনা পুর্ব্বক পার্শ্বেতে অবলোকন করিয়া বিভ্রমাবতী দাসীকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি অতি শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টি নামে বেশ্যাকে আহ্বান কর। বিভ্রমাবতী সম্মুখে আসিয়া যে আজ্ঞা মহারাজ এই বাক্যের দ্বারা আজ্ঞা গ্রহণ পুর্ব্বক গমন করিয়া মিথ্যাদৃষ্টির সহিত রঙ্গভুমিতে প্রবেশ করিল। মিথ্যাদৃষ্টি বিভ্রমাবতীকে কহিল হে সখি! বহুকাল রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই অতএব আমি কি রূপে মহারাজের মুখাবলোকন করিব, মহারাজ নিশ্চয় আমার সহিত আলাপ করিবেন না। বিভ্রমাবতী কহিল সখি! তোমার দর্শন মাত্রেই মহারাজ আপনিই অচেতন হইবেন অতএব কি রূপে তোমার সহিত আলাপ করিবেন। মিথ্যাদৃষ্টি, কহিল সখি! তুমি কেন আমার রূপ লাবণ্যের সম্ভাবনা করিয়া উপহাস করিতেছ। বিভ্রমাবতী কহিল সখি! তোমার রূপ লাবণ্য আছে কি না তাহা গত মাত্রেই দর্শন করিবা। সখি! আর এক কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার দুই নয়ন যেন নিদ্রাকুল দেখিতেছি তোমার অনিদ্রার কারণ কি? মিথ্যাদৃষ্টি কহিল সখি! একজন বল্লভা যে স্ত্রী তাহারও নিদ্রা দুর্লভা, অতএব সকল জন বল্লভা যে আমি আমার নিদ্রা কি রূপে সম্ভব হয়। বিভ্রমাবতী কহিল সখি! কে কে তোমার বল্লভ? মিথ্যা-

উত্তর করিল সখি! আমার বল্লভ মহারাজ মহামোহ, অহঙ্কার, কাম, ক্রোধ, ও লোভ, আর বিশেষ পরিচয়ে কি প্রয়োজন এবং এই মহামোহের কুলে যাহার যাহার জন্ম হইয়াছে তাহারাও, তাহারদিগের হৃদয় মধ্যস্থিতা যে আমি আমার সহিত দিবা রাত্রি রমণ করিতেছে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, কেহ আমা ব্যতিরেকে ক্ষণকাল স্থির হইতে পারে না। বিভ্রমাবতী, কহিল যে কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা, এবং অন্য অন্য পুরুষেরও অন্য অন্য স্ত্রী আছে শুনিতেছি অতএব জিজ্ঞাসা করি তাহারদিগের প্রিয়তমকে তুমি কি রূপে নিত্য রমণ কর তাহারদিগের কি ঈর্ষা জন্মে না। মিথ্যাদৃষ্টি কহিল সখি! ঈর্ষার কথা কি কহিতেছ সেই সকল স্ত্রীলোকেরাও আমা ব্যতিরেকে মুহূর্ত্ত কালও আহ্লাদে থাকে না। বিভ্রমাবতী, কহিল সখি আমি এই নিমিত্তে কহিতেছি যে পৃথিবীতে তোমার সমান সুভগা স্ত্রী আর কে আছে যাহার সৌভাগ্য সন্দর্শনে অতিশয় কাতরা সপত্নীরাও যাহার অনুগ্রহ ইচ্ছা করে। সখি! আমি আরও এক কথা বলি। এইরূপ নিদ্রাতে ব্যাকুলা এবং চরণদ্বয়ের প্রতিক্ষণ পরস্পর সংলগ্ন রত্ন নূপুরের মধুর ঝঙ্কার হেতুক চঞ্চল ও মনোহর যে গমন তাহার দ্বারা মহারাজকে বোধ জন্মাইতেছ অতএব তুমি মহারাজকে শঙ্কিতচিত্ত করিবে আমি এই বিতর্ক করিতেছি। মিথ্যাদৃষ্টি, কহিল এবিষয়ে মহারাজ কেন শঙ্কা করিবেন যেহেতু এই বিষয়ে মহারাজ কর্ত্তৃক নিযুক্তা যে আমরা আমারদিগের প্রতি এইরূপই আজ্ঞা আছে এবং আনন্দিত পুরুষ সকলের আমারদিগের দর্শনে কেন ভয় হইবে। তদনন্তর মহামোহ, মিথ্যা-

দৃষ্টিকে সানন্দে অবলোকন করিয়া কহিলেন অরে আজি আমি মিথ্যাদৃষ্টিকে পাইলাম।

শ্রোণীভার ভরালসা দরগলন্মালাপবৃত্তিচ্ছলাল্লী-
লোৎক্ষিপ্ত ভুজোপ দর্শিত কুচোন্মীলন্নখাঙ্কাবলিঃ।
নীলেন্দী বরদামদীর্ঘতরয়া দৃষ্ট্যাধয়ন্তী মনো দোরা-
ন্দোলন লোল কঙ্কণ ঝনৎকারোত্তরং সর্পতি॥ ৬১॥

যে এই মিথ্যাদৃষ্টি গুরুতর নিতম্বের ভারভরে অলসা এবং অল্পস্খলিত সুগন্ধি কুসুম রচিত যে কবরীর মাল্য তাহার বন্ধন ছলেতে লীলাতে উৰ্দ্ধীকৃত ভুজদ্বয়ের দ্বারা পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়ে প্রকাশমান নখচিহ্ন সকল দর্শন করাইতেছে এবং নীলেন্দীবরের দলের ন্যায় দীর্ঘতর দৃষ্টি স্বরূপ যে কালভুজঙ্গী তাহার দ্বারা মনোরূপ অনিলকে পান করিতেছে এবং যে রূপে প্রথমতঃ ভুজদ্বয়ের আন্দোলনের দ্বারা চঞ্চল কঙ্কণের ধ্বনি হয় এরূপে আগমন করিতেছে॥ ৬১॥

বিভ্রমাবতী, কহিল এই মহারাজ মহামোহ, প্রিয়সখি তুমি নিকটে গমন কর। মিথ্যাদৃষ্টি, মহারাজের নিকটে গমন করিয়া কহিল যে মহারাজের জয় হউক২।

দলিত কুচনখাঙ্কমঙ্কপালীং রচয় মমাঙ্ক মুপেত্য পীবরোরু। অনুহর হরিণাক্ষি শঙ্করাঙ্গস্থিতহিম শৈলসুতাবিলাস লক্ষ্মীং॥ ৬২॥

মহামোহ, মিথ্যাদৃষ্টিকে কহিলেন হে প্রিয়ে! তুমি আমার ক্রোড়ে বসিয়া আমাকে আলিঙ্গন কর যে আলি-

ঙ্গনে কুচদ্বয়ের নখচিহ্ন আমার বক্ষঃস্থলে প্রকাশিত হয়, হে মৃগলোচনে! তুমি আমার ক্রোড়ে সেই রূপ শোভা-কর যেমন মহাদেবের ক্রোড়ে পার্ব্বতীর শোভা ॥ ৬২ ॥

মিথ্যাদৃষ্টি, মন্দ মন্দ হাস্য পুর্ব্বক মহারাজ মহামোহের ক্রোড়ে বসিয়া সেই রূপ আলিঙ্গন ও শোভা করিল। মহা-মোহ, আলিঙ্গন জন্য সুখের অনুভব করিয়া কহিলেন এ কি আশ্চর্য্য প্রিয়ার আলিঙ্গনে অদ্য আমার পুনর্ব্বার নব যৌবন উপস্থিত হইল, সেই রূপ জ্ঞান হইতে। তাহা অবগত হও।

> যঃ প্রাগাসীদভিনববয়ো বিভ্রমাবাপ্তজন্মা চিত্তো-
> ন্মাথী বিগতবিষয়োপপ্লবানন্দসান্দ্রঃ। বৃত্তীরান্তস্তি-
> রয়তিতবাশ্লেষজন্মা স কোঽপি পৌঢ় প্রেমা নবইব
> পুনর্মামথোমে বিকারঃ ॥ ৬৩ ॥

তোমার আলিঙ্গন জন্য সেই অনির্ব্বচনীয় মন্মথ সম্বন্ধীয় বিকার পুনর্ব্বার নূতনের ন্যায় আমার মনের অন্য অন্য বিষয় সকলকে আবৃত করিতেছে অর্থাৎ আমার মনকে শৃঙ্গাররসসাগরে নিমগ্ন করিতেছে যে বিকার, পুর্ব্বে অভিনব বয়সে শৃঙ্গার চেষ্টা জন্য চিত্তের উন্মাদক অথচ বিষয়ান্তর জ্ঞানের প্রতিবন্ধক যে আনন্দ তাহা জন্মায় ॥ ৬৩ ॥

মিথ্যাদৃষ্টি, নিবেদন করিল আমিও তোমার দর্শনে সংপ্রতি নবযৌবনসম্পন্নার ন্যায় হইয়াছি যেহেতু অকপট যে প্রেম তাহা বহুকালেও অন্যথা হয় না। সে যাহা হউক এক্ষণে মহারাজ আজ্ঞা করুন্ কি নিমিত্তে আমাকে স্মরণ করিয়াছেন।

স্মর্য্যতেসহি বামোরুস্থিতো যোহৃদয়াদ্বহিঃ। মচ্চিত্ত
ভিত্তৌ ভবতীশাল ভঞ্জীব রাজতে॥ ৬৪॥

মহারাজ মহামোহ, কহিলেন হে প্রিয়ে! সেই বস্তুর স্মরণ হয় যে বস্তু হৃদয়ের বাহ্যে বর্ত্তমান তুমি কিন্তু আমার চিত্তরূপ নির্ম্মল পটে চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে অর্থাৎ মনের অপ্রত্যক্ষ যে বস্তু তাহারই স্মরণ সম্ভব হয়, অতএব সর্ব্বদা মনের প্রত্যক্ষ বিষয় যে তুমি, তোমার সুতরাং স্মরণ হইতে পারে না॥ ৬৪॥

মিথ্যাদৃষ্টি, নিবেদন করিলেন মহারাজ এ আমার প্রতি অতি অনুগ্রহ অনুগ্রহ। মহামোহ, আজ্ঞা করিলেন দাসীর কন্যা শ্রদ্ধা বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীর মিলনের নিমিত্ত কুট্টনীভাবে অবস্থিতি করিতেছে অতএব সেই প্রতিকূলা নীচা পাপীয়সী রণ্ডা শ্রদ্ধাকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক পাষণ্ড হস্তে সমর্পণ কর। মিথ্যাদৃষ্টি, নিবেদন করিল এই তুচ্ছ বিষয়ে মহারাজের মনোযোগের আবশ্যকতা নাই মহারাজের আজ্ঞা মাত্রেই এই দাসী হইতেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, এবং শাস্ত্র সকল মিথ্যা প্রলাপ মাত্র, কেবল সুখের বিঘ্নকারী এই কথা কহিতে২ যে রূপে সেই শ্রদ্ধা শীঘ্র বেদমার্গ পরিত্যাগ করে তাহা আমি করাইব অর্থাৎ উপনিষৎ কে, সে অতি তুচ্ছ, যেহেতু বেদের এক দেশ এবং বিষয়ানন্দ রহিত যে মোক্ষ তাহাতে অনেক দোষ দর্শন করাইয়া আমি শ্রদ্ধা ও উপনিষদের পরস্পর বিচ্ছেদ জন্মাইব। যদি এরূপ হয় তবে আমার মনোগত প্রিয়কার্য্য প্রায় সুন্দররূপে স্বৎকর্ত্তৃক সম্পন্ন হইল, এই কথা কহিয়া মহারাজ মহামোহ, মিথ্যাদৃষ্টিকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন

করিলেন। মিথ্যাদৃষ্টি, কহিল মহারাজ ছি! সভার মধ্যে এ কি কর যাও আমি লজ্জা পাই ভাল চল আমরা সকলে রাসগৃহে প্রবেশ করি এই কথা কহিয়া মহামোহ প্রভৃতি সকলে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি মহামোহ প্রধানো নাম দ্বিতীয় অঙ্কঃ।

তদনন্তর শান্তি ও করুণা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া শান্তি শ্রদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া সজল নয়নে আর্ত্তস্বরে কহিলেন হে মাতঃ২! তুমি কোথায় আছ আমাকে দর্শন ও প্রতিবচন দেও।

মুক্তাতঙ্ক কুরঙ্গ কানন ভুবঃশৈলাঃ স্খলদ্বারয়ঃ পুণ্যা-
ন্যায় তনানি সন্তততপো নিষ্ঠাশ্চ বৈখানসাঃ।
যস্যাঃ প্রীতিরমীষু সাদ্য ভবতীচাণ্ডাল বেশ্মোদরং
প্রাপ্তা গৌঃ কপিলেব জীবতি কথং পাষণ্ডহস্তং
গতা॥ ১॥

সংপ্রতি চণ্ডালগৃহে উপস্থিতা গোর ন্যায় তুমি পাষণ্ড হস্তগতা হইয়া কি রূপে জীবদ্দশায় আছ যে তোমার এই সকল স্থানেতেই সর্ব্বদাই প্রীতি যে কাননে মৃগগণ নির্ভয়ে কাল যাপন করে অর্থাৎ হিংসা রহিত স্থানে এবং যে শৈল হইতে বারিধারা পতন হয় অর্থাৎ গঙ্গাদ্বারে, এবং পুণ্যজনক স্থানে অর্থাৎ বারানস্যাদি তীর্থে এবং নিরন্তর তপস্যা পরায়ণ মুনিগণে অথবা তোমার জীবনের সম্ভাবনা মিথ্যা॥ ১॥

সামনালোক্য ন স্নাতি নভুঙ্‌ক্তে নস্বপিত্যপি।
ন ময়া রহিতা শ্রদ্ধা ক্ষণার্দ্ধমপি জীবতি॥ ২॥

যেহেতু তুমি আমাকে অবলোকন না করিয়া স্নান ও ভোজন কর না এবং নিদ্রাও যাও না এবং আমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রাণ ধারণ কর না, অতএব শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও শান্তির প্রাণ ধারণ কেবল বিড়ম্বনা ॥ ২ ॥

হে সখি করুণে! তুমি চিতা নির্ম্মাণ কর আমি যাহাতে শীঘ্র অগ্নি প্রবেশ দ্বারা মাতা শ্রদ্ধার সহচরী হই। করুণা, সজল নয়নে রোদন করিতে করিতে শান্তিকে কহিলেন হে সখি! এরূপ বিষম অগ্নি জ্বালার ন্যায় দুঃসহ বাক্যেতে তুমি আমাকে সর্ব্বদা মৃত তুল্যা করিতেছ অতএব তুমি প্রসন্না হও এক মুহূর্ত্ত প্রাণ ধারণ কর যাবৎকাল পর্য্যন্ত আমি ইতস্ততঃ সকল পুণ্যতীর্থে ভাগীরথীতীরে এবং মুনিগণের সমাজে সুন্দররূপে অন্বেষণ করি যদি মহামোহের ভয়ে কোন স্থানে প্রচ্ছন্নরূপে থাকেন। শান্তি, করুণাকে কহিলেন সখি! তুমি অন্বেষণ করিবা?।

> নীবারাঙ্কিত সৈকতানি সরিতাং কূলানি বৈখান
> সৈরাক্রান্তানি সমিচ্চসাল চমস ব্যাপ্তা গৃহা যজ্বনাং।
> প্রত্যেকঞ্চ নিরূপিতাঃ প্রতিপদং চত্বার এবাশ্রমাঃ
> শ্রাদ্ধায়াঃ কৃচিদপ্যহো সখিময়া বার্ত্তাপিনাক-
> র্ণিতা ॥ ৩ ॥

আমি প্রত্যেকে, প্রতিস্থানে ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও যতি এই চারি আশ্রমী দর্শন করিয়াছি কিন্তু কুত্রাপি শ্রদ্ধার বার্ত্তাও শ্রবণ করিলাম না যদি বল অন্য কোন পুণ্যস্থানে আছেন তাহা শ্রবণ কর যে সকল নদীতীর মুনিগণেতে শোভিত ছিল এক্ষণে সেই সকল নদীতীর

ধান্য বিশেষে ব্যাপ্ত হইয়াছে এবং যাজ্ঞিকদিগের গৃহে যজ্ঞাদির প্রসঙ্গও নাই কেবল সকল সমিৎ প্রভৃতি যজ্ঞীয় দ্রব্য আছে অন্য স্থানের কথা কি কহিব ॥ ৩ ॥

করুণা, শান্তিকে কহিতেছেন এ কেমন কথা কহিতেছ সে শ্রদ্ধা যদি সাত্ত্বিকী হইতেন তবে তাঁহার এরূপ দুর্গতি হইত না যেহেতু তাদৃশ পুণ্যশীলা স্ত্রী এরূপ অসম্ভাবনীয় বিপত্তির অনুভব করেন না। শান্তি, করুণাকে কহিলেন হে সখি! বলদেখি বিধাতা প্রতিকূল হইলে কি না সম্ভাবনা হয়। তাহা দেখ।

শ্রীর্দেবী জনকাত্মজা দশমুখস্যাসীদ্গৃহে রক্ষসো
নীতাচৈব রসাতলং ভগবতী পূর্ব্বং ত্রয়ীদানবৈঃ।
গন্ধর্ব্বস্য মদালসাঞ্চ তনয়াং পাতালকেতুশ্ছলাৎ
দৈত্যেন্দ্রোঽপি জহার হন্ত বিষমা বামাবিধের্বৃত্তয়॥ ৪ ॥

রামপত্নী সীতাদেবী রাবণগৃহে বাস করিয়াছিলেন এবং বেদত্রয়রূপা ভগবতী দানব কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া পাতালে বাস করিয়াছিলেন এবং পাতালকেতু নামে দৈত্যরাজ গন্ধর্ব্ব রাজের মদালসা নাম্নী কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিল অতএব বিধাতার ঘটনা সকলি বিপরীত ॥ ৪ ॥

তাহা হউক তবে চল আমরা পাষণ্ডের গৃহেতেই শ্রদ্ধার অন্বেষণ করি। সখি! এইরূপ হউক২ এই কথা কহিয়া করুণা ও শান্তি শ্রদ্ধার অন্বেষণার্থে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। করুণা, কোন বিকটাকার মূর্ত্তি দেখিয়া সভয়ে কহিলেন সখি রাক্ষস রাক্ষস! শান্তি কহি-

লেন সখি রাক্ষস কোথায়? করুণা, কহিলেন দেখ দেখ একটা পুরুষ ময়ূরপিচ্ছ হস্তে করিয়া এখানে আসিতেছে যাহার শরীর গলদ্বিষ্ঠাতে পিচ্ছিল হইয়াছে ও দেখিতে অতি বীভৎসাকার, মুক্তকেশ, উলঙ্গ, এবং ভয়ঙ্কর। শান্তি, কহিলেন সখি! এ রাক্ষস নহে যেহেতু ইহাকে বীর্য্য রহিত দেখিতেছি। করুণা, কহিলেন সখি! তবে এ কে হইবে? শান্তি কহিলেন সখি! ইহাকে পিশাচের ন্যায় জ্ঞান হইতেছে। করুণা কহিলেন সখি! প্রজ্জ্বলিত প্রচণ্ড সূর্য্যমণ্ডলে পিশাচের নিবাস কি রূপে সম্ভব হয়, যে সূর্য্যমণ্ডলের খরতর কিরণ সমূহের দ্বারা ত্রিভুবন প্রতপ্ত হইতেছে। শান্তি, কহিলেন তবে বুঝি নরক হইতে আগত কোন নারকী হইবে পশ্চাৎ দর্শন ও চিন্তন করিয়া কহিতেছেন সখি! আমি জ্ঞাতা হইয়াছি এব্যক্তি মহা-মোহের প্রেরিত দিগম্বরসিদ্ধান্ত হইবে ইহাকে দর্শন করা আমারদিগের সর্ব্বপ্রকারে অনুচিত এই কথা কহিয়া শান্তি ও করুণা বিমুখী হইয়া থাকিলেন। করুণা কহি-লেন সখি! কিঞ্চিৎকাল বিলম্ব কর যাবৎ পর্য্যন্ত এস্থানে আমি শ্রদ্ধার অন্বেষণ করি। শান্তি, ও করুণা উভয়ে সেই সেই রূপে অবস্থিতি করিলে পরে মহামোহ প্রেরিত দিগম্বরসিদ্ধান্ত, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ পূজ্য যে জীবাত্মা তাঁহাকে নমস্কার এই মন্ত্র করণক স্বাভিমত দেবতাকে নমস্কার করিয়া স্বমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন যে এই জীবাত্মা শরীররূপ নবদ্বার গৃহ মধ্যে প্রজ্জ্বলিত দীপের ন্যায় দেদীপ্যমান ও পরমার্থ সুখ ও মোক্ষের দাতা ইহা বৌদ্ধশাস্ত্রে বৌদ্ধরাজ কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে এই কথা কহিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। আকাশে অবলোকন করিয়া কহিলেন অরে

সাধকেরা শ্রবণ কর। এই মলময় শরীর সমল জলের দ্বারা কি রূপে শুদ্ধ হইতে পারে, আত্মা যে স্বভাবতঃ নির্ম্মল হয়েন তাহা বৌদ্ধশাস্ত্রের দ্বারা অবগত হইবে, পুনর্ব্বার আকাশে অবলোকন করিয়া অরে সাধকেরা কি কহিতেছ বৌদ্ধশাস্ত্র কি প্রকার তাহা শ্রবণ কর, এই কথা কহিয়া দূর হইতে বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন যে দশ দণ্ড মধ্যে অভিলষিত দ্রব্য ভোজন কর, ঈর্ষা করিবা না, মুনিপত্নী সকলকে রমণ কর, অর্থাৎ দশ দণ্ড মধ্যে ভোজন, ও মুনিপত্নী গমন ইত্যাদি ঐহিক সুখজনক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও ঐহিক দুঃখজনক অশ্বমেধ যাগাদির চিন্তাও করিবা না, যেহেতু তাহাতে প্রমাণাভাব কিন্তু প্রাণি মাত্রের হিংসা করিবা না এই শ্রুতি প্রমাণ জানিবা। পরে দিগম্বর সিদ্ধান্ত নেপথ্যের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন হে শ্রদ্ধে! তুমি এস্থানে আগমন কর। এই কথা শুনিয়া শান্তি ও করুণা উভয়ে সভয়ে গুপ্তভাবে অবলোকন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর দিগম্বর সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশধারিণী শ্রদ্ধা রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া দিগম্বর সিদ্ধান্তকে নিবেদন করিলেন প্রভু কি আজ্ঞা করেন। তাহাকে দেখিয়া শান্তি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিতা হইলেন। দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কহিলেন শ্রদ্ধে! নাস্তিকেরা তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রাণ ধারণ করিতে পারেন না। পরে যে আজ্ঞা প্রভু এই কথা কহিয়া তামসী শ্রদ্ধা রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। করুণা, শান্তিকে কহিলেন প্রিয়সখি! তুমি মূর্চ্ছা পরিত্যাগ কর, নাম মাত্রতই ভয় করা উচিত নহে যেহেতু আমি অহিংসার নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে পাষণ্ডদিগের তামসী এক শ্রদ্ধা আছে অতএব এ সেই তামসী শ্রদ্ধা

হইবে। পরে শান্তি, করুণাকে আশ্বাস জন্মাইয়া কহিলেন সখি তবে এ তামসী শ্রদ্ধা হইবে। সেইরূপ জ্ঞান হয়।

দুরাচার সদাচারং দুর্দ্দর্শা প্রিয়দর্শনাং। অম্বামনু হরত্যেষা দুরাশা ন কথঞ্চন ॥ ৫ ॥

এই দুরাশা তামসী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যে আমার মাতা তাঁহার সদৃশী কোন রূপে হইতে পারে না যেহেতু তামসী শ্রদ্ধা দুরাচারা ও দুর্দ্দর্শনীয়া হয়, আমার মাতা কিন্তু সদাচারা ও প্রিয় দর্শনীয়া হয়েন ॥ ৫ ॥

তাহা হউক বৌদ্ধদিগের মধ্যে তাঁহার অন্বেষণ কর, এই কথা কহিয়া শান্তি, ও করুণা ইতস্ততঃ গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর বুদ্ধাগম নামা এক পুস্তক হস্ত ভিক্ষুক রঙ্গভুমিতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক বৌদ্ধমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সাক্ষাৎ ক্ষণক্ষয়িণ এব নিরাত্মকাশ্চ যত্রার্পিতাবহিরিব প্রতিভান্তি ভাবাঃ। সৈবাধুনা বিগলিতা খিল বাসনত্বাদ্ধীসন্ততিঃ স্ফুরতি নির্ব্বিষয়োপরাগা ॥ ৬ ॥

সেই বুদ্ধি সকল এক্ষণে বিষয় সম্বন্ধ রহিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে যেহেতু নিঃশেষে বাসনা রহিত হইয়াছে যে সকল বুদ্ধিতে বিষয়ীভূত হইয়া ঘট পটাদি ভাব পদার্থ বাহ্য বস্তুর ন্যায় অর্থাৎ অজ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, যেহেতু অনাদি ভ্রম স্বরূপ বাসনার সহকারে ঘট পটাদি তাবৎ ভাব পদার্থ ঘটত্ব পটত্বাদি রূপে বিষয় হয় এবং

তাদৃশ বাসনার অভাবে তাদৃশ রূপে বিষয় হয় না যে সকল ভাব পদার্থ ক্ষণমাত্র স্থায়ী অর্থাৎ উৎপত্তি ক্ষণের দ্বিতীয় ক্ষণ বিনাশী এবং আত্ম ভিন্ন হয়॥ ৬॥

পশ্চাৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া আত্মশ্লাঘা যুক্ত বাক্য কহিলেন যে কি আশ্চর্য্য! এই বৌদ্ধধর্ম্মই সাধু যে ধর্ম্মে সুখ ও মোক্ষ দুই সুলভ। তাহা অবগত হও।

আবাসো নগরং মনোহর মভিপ্রায়ানুকূলা বণিক্,
কার্য্যো বাঞ্ছিত কালমিষ্ট মশনং শয্যা মৃদুস্রস্তরা।
শ্রদ্ধাপূর্ব্ব মুপাসিতা যুবতিভিঃ কৢপ্তাঙ্গরাগাৎ স্মর,
ক্রীড়ানন্দভরৈ ব্র্জন্তি বিলসৎ জ্যোৎস্নোজ্জ্বলা
রাত্রয়ঃ॥ ৭॥

যে মতাবলম্বি মনুষ্যদিগের এই এই প্রকার সুখভোগ হয় কি কি সুখভোগ হয় তাহা শ্রবণ কর মনোহর নগর গৃহ হয়, অর্থাৎ সর্ব্বদা চিত্তের আনন্দজনক নানাবিধ কুসুম সৌরভামোদিত রমণীয় স্থানে বাস হয়, এবং মনোহর নগর নাগরী সকল আজ্ঞানুবর্ত্তিনী অথচ মনোগত কর্ম্মকারিণী হয়, এবং ভোজনের ইচ্ছাকালে অভিলষিত দ্রব্য ভোজন হয়, এবং কোমল আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত শয্যাতে শয়ন হয়, এবং নিয়ত অঙ্গরাগ হেতুক যুবতীগণেরা শ্রদ্ধাপুর্ব্বক উপাসনা করে, এবং চন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল রজনী সকল কামক্রীড়াজনিত আনন্দে যাপন করে॥ ৭॥

করুণা, শান্তিকে কহিলেন সখি! কে ইনি এস্থানে আসিতেছেন? দেখ তরুণ তালতরুর ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট, প্রলম্বমান কষায়বসনধারী, এবং মুণ্ডিত অথচ শিখাবিশিষ্ট।

শান্তি, করুণাকে কহিলেন সখি! জাননা ইনি বুদ্ধাগম-নামা ভিক্ষুক, আকাশাভিমুখ হইয়া উপাসক ও ভিক্ষুক-দিগের প্রতি কহিলেন তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আমি ভগবান্ বৌদ্ধদেবের বাক্যামৃত পুস্তক পাঠ করি। আমি দিব্য চক্ষুতে লোকেরদিগের সুগতি ও দুর্গতি দেখিতেছি, সকল ভাব পদার্থ ক্ষণিক হয়, এবং আত্মাও স্থায়ী নহেন, সেই হেতু ভিক্ষুকেরা পরদার গমন করিলে তোমরা ঈর্ষা করিবা না, যেহেতু সকল ভাবপদার্থের ক্ষণে ক্ষণে উৎ-পত্তি ও বিনাশ হইতেছে অতএব যে ক্ষণে যে স্ত্রীতে যে পুরুষ গমন করে সেক্ষণে সেই স্ত্রী পুরুষের স্বজাতীয় অন্য স্ত্রী ও অন্য পুরুষের উৎপত্তি হয়। এবং ঈর্ষা কেবল চিত্তের মল। তদনন্তর সেই ভিক্ষুক নেপথ্যাভিমুখ অব-লোকন করিয়া শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিলেন। হে শ্রদ্ধে! তুমি এস্থানে আগমন কর, শ্রদ্ধা নাট্যশালাতে প্রবেশ করিয়া নিবেদন করিলেন যে প্রভু আজ্ঞা করুন্ আমাকে কি নিমিত্তে আহ্বান করিয়াছেন। ভিক্ষুক, আজ্ঞা করি-লেন যে উপাসক ও ভিক্ষুক সকলকে গাঢ় আলিঙ্গন কর। শ্রদ্ধা, যে আজ্ঞা প্রভু এই কথা কহিয়া রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। শান্তি, করুণাকে কহিলেন সখি! এও তামসী শ্রদ্ধা হইবেক। করুণা, কহিলেন সখি! এই বটে। তদনন্তর দিগম্বর সিদ্ধান্ত, সেই ভিক্ষুককে অব-লোকন করিয়া উচ্চৈঃশব্দে কহিলেন অরে ভিক্ষুক নিকটে আয়, আমি তোরে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি, ভিক্ষুক ক্রোধ পূর্ব্বক দিগম্বর সিদ্ধান্তকে কহিলেন আঃ পাপ! পিশাচ, তোর এ কি প্রলাপ? দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে ক্রোধ ত্যাগ কর কোন শাস্ত্রীয় কথা জিজ্ঞাসা করি। ভিক্ষুক, উপহাস করিলেন অরে দিগম্বর! তুই শাস্ত্রীয়

কথাও জানিস্? ভাল, বড় তুষ্ট হইলাম আমি তাবৎ শাস্ত্র জানি এই বাক্যপুর্ব্বক দিগম্বর সিদ্ধান্তের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন তোর কি জিজ্ঞাস্য তাহা জিজ্ঞাসা কর। দিগম্বর সিদ্ধান্ত, জিজ্ঞাসা করিলেন অরে ক দেখি তুই ক্ষণবিনাশী তবে কি নিমিত্তে এরূপ কষ্টব্রত ধারণ করিতেছিস্। ভিক্ষুক, উত্তর করিলেন অরে শ্রবণ কর আমারদের মতাবলম্বী কোন জন যে কালে অনাদি ভ্রমরূপ বাসনা রহিত অথচ জ্ঞানস্বরূপ হইবেন সেই কালেই মোক্ষ পাইবেন। দিগম্বর সিদ্ধান্ত, উত্তর করিলেন অরে মূর্খ যদি কোন মন্বন্তরে কোন ব্যক্তি মুক্ত হইবেন তবে সংপ্রতি নষ্ট যে তোরা, তোরদিগের এ ব্রতে কি উপকার করিবে, আরও এক কথা তোরে জিজ্ঞাসা করি যে তোরদিগের প্রতি কে এমন উপদেশ দিয়াছে? ভিক্ষুক উত্তর করিলেন, অরে শ্রবণ কর, সর্ব্বজ্ঞ যে ভগবান্ বুদ্ধ তৎকর্ত্তৃক আমরা উপদিষ্ট হইয়াছি, অর্থাৎ যদি বল তোমারদের মতে আত্মত্বের ক্ষণিক জ্ঞান বৃত্তিত্ব প্রযুক্ত আত্মা ক্ষণ বিনাশী হয়েন অতএব কোন মন্বন্তরে কোন ব্যক্তির মুক্তি হইবেক এই কথা কহিতেছ যে তোমরা তোমারদিগের মধ্যে সংপ্রতি নষ্ট ব্যক্তির কি রূপে মুক্তি হইবে তাহার উত্তর আত্মা ক্ষণ বিনাশী হইলেও চৈত্তত্ব দেবদত্তত্বাদির ধারাকার জ্ঞান পুঞ্জক বৃত্তিত্ব প্রযুক্ত চৈত্তত্বাদি বহুকাল স্থায়ী হয়, অতএব চৈত্তাদি যে আমরা আমারদিগের অবিনাশিত্ব প্রযুক্ত সময় বিশেষে মুক্তি হইতে পারিবে যেহেতু আমারদিগের মতে তদ্ব্যক্তির মুক্তির প্রতি তদ্ব্যক্তির এতাদৃশ ব্রতাচরণ কারণ হয় এই রূপ কার্য্য কারণ ভাব। দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ তাহা কি রূপে তুই জানিয়াছিস্। ভিক্ষুক

উত্তর করিলেন শ্রবণ কর, বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে এই লোক প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ হয়েন। দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কহিলেন উজ্জ্বল বুদ্ধি যে তুমি তোমার বাক্যে-তেই যদি সর্ব্বজ্ঞত্ব সিদ্ধ হয় তবে আমিও সর্ব্বজ্ঞ কেন না হই এবং তুমি ও তোমার পিতৃ পিতামোহের সহিত সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত আমার দাস হও। ভিক্ষুক, ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন আঃ! পাপিষ্ঠ পিশাচ, আমি তোর দাস রে! দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে ভিক্ষুক তুই দাসী লম্পট অতএব আশ্রম ভ্রষ্ট, তাহার দৃষ্টান্ত তামসী শ্রদ্ধা, এবং তোর শ্রদ্ধেয় অন্য এক উপদেশ কহি, যে তুই বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া আমারদিগের মতাবলম্বী হন দিগম্বর ব্রত ধারণ কর। ভিক্ষুক উত্তর করিলেন, আঃ! অরে পাপিষ্ঠ, তুই আপনি নষ্ট পরকেও নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতেছিস?।

> স্বারাজ্যং প্রাপ্য লোকেঽস্মিন্, লোকনিন্দা মনি-
> ন্দিতঃ। অভিবাঞ্ছতি কো নাম, ভবানিব পিশা-
> চতাং॥ ৮॥

স্বর্গীয় সুখ সদৃশ সুখদায়ক যে এই বুদ্ধমত তাহা পরি-ত্যাগ করিয়া কোন্ উত্তম লোক তোমার ন্যায় পিশাচত্ব বাঞ্ছা করে, যাহা সকল লোকের নিন্দনীয়॥ ৮॥

এই বৌদ্ধধর্ম্ম হইতেও আর উত্তম কি ধর্ম্ম আছে যে লোকে তাহা শ্রদ্ধা করে। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, উত্তর করিলেন, আমারদিগের প্রভুর যে সর্ব্বজ্ঞত্ব, তাহা গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ, উল্কাপাত ও নষ্টদ্রব্য লাভ ইত্যাদির যথার্থ নিরূপ-ণের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। ভিক্ষুক, হাস্য করিয়া উত্তর করি-

লেন, অরে প্রতারক লোক কর্ত্তৃক স্বকপোল রচিত জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের দ্বারা অতীন্দ্রিয় জ্ঞানেতে প্রতারিত হইয়া তোরা এই কষ্টব্রত আচরণ করিতেছিস্। তাহা জ্ঞাত হ।

> জ্ঞাতুং বপুঃপরিমিতঃ ক্ষমতে ত্রিলোকীং, জীবঃকথং কথয় সঙ্গতি মন্তরেণ। শক্নোতি কুম্ভনিহিতঃ সুশিখো ন দীপো, ভাবান্ প্রকাশয়িতু মপ্যুদরে গৃহস্য ॥ ৯ ॥

তুই ক দেখি শরীরমধ্যবর্ত্তী যে জীব সে কি রূপে প্রত্যক্ষের সামগ্রী ব্যতিরেকে ত্রিলোকের জ্ঞান করিতে শক্ত হয়, তুই দেখ জাজ্বল্যমান প্রদীপ কলসমধ্যবর্ত্তী হইলে গৃহের মধ্যেও কোন পদার্থের প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, ॥ ৯ ॥

সেই হেতু লোকদ্বয় বিরুদ্ধ যে তোরদিগের প্রভুর মতসিদ্ধব্রত তাহা হইতেও বৌদ্ধমতই সাক্ষাৎ সুখজনক হয়, অতএব আমরা সেইমত উত্তম করিয়া দেখিতেছি। শান্তি, করুণাকে কহিলেন সখি! চল আমরা অন্য স্থানে গমন করি। করুণা, কহিলেন সখি! চল কোথায় যাবে এই কথা কহিয়া শান্তি ও করুণা স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন। গমন করতঃ সম্মুখে অবলোকন করিয়া শান্তি, কহিলেন সখি! এই সম্মুখে সোমসিদ্ধান্ত, ভাল, চল আমরা এস্থান হইতেও অন্য স্থানে যাই। তদনন্তর সোমসিদ্ধান্ত, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে কহিলেন।

নরাস্থিমালা কৃতচারুভূষণঃ, শ্মশানবাসী নৃকপাল

ভোজনঃ। পশ্যামি যোগঞ্জনশুদ্ধদর্শনো, জগন্মিথো
ভিন্ন মভিন্নমীশ্বরাৎ॥ ১০॥

আমি যোগস্বরূপ অঞ্জনের দ্বারা শুদ্ধ যে চক্ষু তাহাতে দর্শন করিতেছি যে এই জগৎ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন হয়, যেহেতু আমি মৃত মনুষ্যের অস্থি নির্ম্মিত মালাতে ভূষিত, শ্মশানবাসী, এবং মৃত মনুষ্যের কপালে ভোজন করি, অর্থাৎ পরম যোগী হই। ॥ ১০॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে এই পুরুষ কাপালিক ব্রত ধারণ করিতেছে, ভাল আমি জিজ্ঞাসা করি এই চিন্তাপূর্ব্বক নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন অরে কাপালিক তোর সুখ ও মোক্ষ কি প্রকার? সোমসিদ্ধান্ত, উত্তর করিলেন অহে দিগম্বরসিদ্ধান্ত! আমারদিগের মত শ্রবণ কর।

মস্তিষ্কাক্ত বসাভিঘারিত মহামাংসাতুর্জ্জুহ্বতাং,
বহ্নৌ ব্রহ্ম কপাল কল্পিতসুরা পানেন নঃ পারণা।
সদ্যঃকৃত্ত কঠোরকণ্ঠবিগলৎ কীলাল ধারোল্বনৈ-
রর্চ্যো নঃ পুরুষোপচারবলিভি র্দেবো মহা-
ভৈরবঃ॥ ১১॥

মনুষ্যদিগের সদ্যশ্ছিন্ন কণ্ঠ হইতে গলিত রুধিরধারাতে আর্দ্র যে বলি তাহার দ্বারা কেবল মহাভৈরব দেব আমারদিগের পূজনীয় হয়েন, যে আমরা নরতৈলাক্ত অথচ মজ্জধাতুতে সিক্ত যে মহামাংস তাহার দ্বারা অগ্নিতে হোম, এবং নরকপালস্থ সুরার দ্বারা পারণা করি॥ ১১॥

ভিক্ষুক করদ্বয় দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া হে বুদ্ধ২! এই নামোচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন যে কি আশ্চর্য্য! ইহারদিগের ধর্ম্মাচরণ অতি ভয়ঙ্কর। স্বাভিমত দেবতার স্মরণ-

পূর্ব্বক দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন কোন্ পাপিষ্ঠ কর্ত্তৃক এই জঘন্য ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত ক্রোধপূর্ব্বক কহিলেন, আঃ! অরে পাষণ্ডশ্রেষ্ঠ! মুণ্ডিতমুণ্ড চণ্ডাল-বেশ, ক্ষুদ্রকেশ, অরে দেবনিন্দক! ভগবান্ ভবানীপতি যে মহাদেব তেঁহ চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্তা হয়েন, এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্য বেদান্ত সিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধ হয়, শ্রবণ কর সেই ধর্ম্মের মহিমা দর্শন করাই।

হরি হর সুরজ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠানহমাহ্বয়ে, বিয়তি চরতাং নক্ষত্রাণাং রুণদ্মি গতীরপি। স নগনগরা মন্তঃ পূর্ণাং বিধায় মহীমিমাং, কলয় সকলং ভূয়স্তোয়ং ক্ষণে ন পিবামিতৎ॥ ১২॥

হরি হর ও ব্রহ্মা এবং প্রধান ২ দেবতা সকলকে নিকটে আনয়ন করিতে পারি এবং আকাশবিহারী নক্ষত্রগণের গতিরোধ করিতে পারি, এবং সনগরা ও সপর্ব্বতা এই পৃথিবীকে জল পূর্ণা করিয়া পুনর্ব্বার সেই জল একক্ষণে পান করিতে পারি॥ ১২॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরেসোমসিদ্ধান্ত আমি অত-এব তোরে বলি শ্রবণ কর। কোন ইন্দ্রজাল বিদ্যার দ্বারা অলীক চমৎকৃত ব্যাপার সকল দেখাইয়া সিদ্ধ পুরুষস্বরূপে তুই গর্ব্বিত হইয়াছিস্। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন আঃ! অরে পাপিষ্ঠ! পুনঃ পুনঃ পরমেশ্বরকে ঐন্দ্রজালিক কহিতেছিস্, অতএব আমি কদাচ তোর অপরাধ ক্ষমা করিব না। খড়্গ আকর্ষণ করিয়া কহিলেন।

এতৎ করালকরবাল নিকৃত্তকণ্ঠ,নালোচ্ছলদ্বহল বুদ্বু-
দফেণিলৌঘৈঃ। সার্দ্ধং ডমৎ ডমরু ডংকৃতি হূতভূত,
বর্গেন ভর্গগৃহিণীং রুধিরৈর্ধিনোমি ॥ ১৩ ॥

অতএব আমি ইহার রুধিরের দ্বারা মহাদেবের সহিত মহাদেবীর তর্পণ করি, যে মহাদেব, শব্দায়মান ডমরুর ডংকৃতি শব্দের দ্বারা ভূতগণকে আহ্বান করেন এবং যে রুধিরেতে এই ভয়ঙ্কর অসিতে ছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে উদ্গত যে বুদ্বুদ সমূহ তাহার দ্বারা ফেণা সমূহ উৎপন্ন হইতেছে ॥ ১৩

সোমসিদ্ধান্ত, খড়্গ উদ্যত করিয়া গমন করিলেন এই সময়ে দিগম্বরসিদ্ধান্ত, সভয়ে অহিংসা পরম ধর্ম্ম হয় এই কথা কহিতে ২ ভিক্ষুকের শরণাপন্ন হইলেন। ভিক্ষুক, সোমসিদ্ধান্তকে নিবারণ করতঃ উপহাস করিলেন অরে ধার্ম্মিক মহাশয় কৌতুকপ্রযুক্ত বাক কলহেতে এই তপস্বিকে প্রহার করা উপযুক্ত হয় বটে। এই কথা শুনিয়া সোমসিদ্ধান্ত, খড়্গ অধোমুখ করিলেন। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, অভয় হইয়া কহিলেন হে মহাশয়! তুমি যদি ঘোরতর ক্রোধরহিত হইয়া স্থির হইলে তবে আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করি। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন আমি তোমারদিগের পরম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছি সংপ্রতি তোমারদিগের সুখ ও মোক্ষ কি প্রকার তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে শ্রবণ কর।

দৃষ্টং ক্বাপি সুখং বিনা ন বিষয়ৈরানন্দ বোধো-
জ্ঝিতো, জীবস্য স্থিতিরেব মুক্তি রূপলাবস্থা
কথং প্রর্থ্যতে। পার্ব্বত্যা প্রতিরূপয়া দয়িতয়া সা-

নন্দ মালিঙ্গিতো, মুক্তঃক্রীড়তি চন্দ্রচূড়বপুরিত্যুচে মৃড়ানী পতিঃ ॥ ১৪ ॥

বিষয় ব্যতিরেকে কখন কাহারও সুখ দৃষ্ট নহে, তবে কেন তোরা এরূপ মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিস্ যে মুক্তিতে আনন্দ ও জ্ঞান রহিত হইয়া পাষাণ স্বরূপে জীবের অবস্থিতি হয়, তথাচ আনন্দ ও জ্ঞান রহিত যে জীবের অবস্থান তাহার নাম মুক্তি নহে যেহেতু তোরদিগের মতসিদ্ধ তাদৃশ মুক্তিতে জ্ঞানাদির অভাব প্রযুক্ত জীব পাষাণ তুল্য হয়, কিন্তু দুঃখলেশাভাব বিশিষ্ট দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগ জনিত যে সুখ তাহার নাম মুক্তি, অতএব আগম শাস্ত্রে জীবন্মুক্ত মহাদেব এইরূপ মুক্তি কহিয়াছেন, এবং প্রিয়তমা অথচ সুসদৃশী যে পার্ব্বতী তৎ কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

ভিক্ষুক, কহিলেন ওহে মহাশয়, তোমার এই মোক্ষ শ্রদ্ধা করণের যোগ্য নহে, যেহেতু রাগিব্যক্তিদিগের সম্মত হয়। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে কাপালিক যদি তুই রুষ্ট না হইস্ তবে বলি, যে শরীরী হয় সে মুক্ত ইহা অতি বিরুদ্ধ। সোমসিদ্ধান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, যে ইহারদিগের দুই জনের অন্তঃকরণ অশ্রদ্ধাতে আক্রমণ করিয়াছে, ভাল, আমি শ্রদ্ধাকে আহ্বান করি, এই বিবেচনা করিয়া কহিলেন হে প্রিয়ে শ্রদ্ধে! তুমি এই স্থানে আগমন কর। তদনন্তর কাপালিনীর রূপধারিণী রাজসী শ্রদ্ধা রঙ্গভূমিতে আগমন করিলেন। তাহা দেখিয়া করুণা শান্তিকে কহিলেন সখি! দেখ দেখ এই রাজসী শ্রদ্ধা।

বিস্পষ্ট নীলোৎপললোললোচনা, নরাস্থিমালকৃত
চারু ভূষণা। নিতম্ব পীনস্তনভারমন্থর', বিভাতি
পূর্ণেন্দুমুখী বিলাসিনী ॥ ১৫ ॥

যে এই শ্রদ্ধা, বিলাসিনী পুর্ণচন্দ্রমুখী নিতম্ব ও পীন স্তনের ভরেতে মন্দগমনা, এবং যাহার লোচন, প্রফুল্ল নীলোৎপলের ন্যায়, এবং যাহার ভুষণ নরের অস্থি নির্ম্মিত ॥ ১৫ ॥

রাজসী শ্রদ্ধা সোমসিদ্ধান্তের নিকটে উপস্থিতা হইয়া নিবেদন করিলেন, প্রভু এই আমি আজ্ঞা করুন্। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন হে প্রিয়ে! এই দুরহংকৃত ভিক্ষুক্কে আলিঙ্গন কর। শ্রদ্ধা, যে আজ্ঞা প্রভু এই কথা কহিয়া ভিক্ষুক্কে আলিঙ্গন করিলেন। ভিক্ষুক, সেই রাজসী শ্রদ্ধাকে পরমানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চাদি প্রাপ্ত হইয়া গদ্গদভাবে কহিলেন এ কি আশ্চর্য্য! এ কাপালিনী অতি সুখস্পর্শা হয় ॥

রণ্ডাঃপীন পয়োধরাঃ কতিময়া চণ্ডানুরাগ।দ্ভুজ,দ্বন্দ্বা
পীড়িত পীবরস্তনভরা নোদ্গাঢ় মালিঙ্গিতাঃ।
বুদ্ধেভ্যঃ শতশঃ শপে যদি পুনঃ কুত্রাপি কাপা-
লিনী, পীনোত্তুঙ্গ কুচাব গূহনভবঃ প্রাপ্তঃ প্রমো-
দোদয় ॥ ১৬ ॥

পীনোন্নত পয়োধরা এবং করতল যুগলের দ্বারা পীড়িত যে স্থুল উন্নত স্তনদ্বয় তাহার ভরেতে অলসা, কত ২

রণ্ডাকে অত্যন্ত অনুরাগেতে আমি কি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়াছি, কিন্তু কাপালিনীর স্থূল অথচ উন্নত স্তনদ্বয়ের মর্দ্দন সহিত আলিঙ্গন জন্য যে আমোদ তাহা যদি কুত্রাপি প্রাপ্ত হইয়া থাকি তবে শত শত বার বুদ্ধের দিব্য আমি করিতে পারি ॥ ১৬ ॥

পুনর্ব্বার ভিক্ষুক, কহিলেন কাপালিকের চরিত্র কি আশ্চর্য্য পুণ্যজনক সোমসিদ্ধান্তই সকল হইতে শ্লাঘ্য এই ধর্ম্মই আশ্চর্য্য, অহে মহাশয় আমি সর্ব্বথ বুদ্ধমত পরিত্যাগ করিলাম পরমেশ্বব মহাভৈরবের পদে প্রবিষ্ট হইলাম তুমি আমার গুরু, আমি তোমার শিষ্য পরমেশ্বর মহাভৈরবের মন্ত্র আমাকে গ্রহণ করাও। এই কথা শ্রবণ করিয়া দিগম্বরসিদ্ধান্ত, ক্রোধ পুর্ব্বক কহিলেন, অরে ভিক্ষুক তুই কাপালিনীর স্পর্শেতে দুষ্ট হইয়াছিস্, অতএব তুই এস্থান হইতে দূর হ। ভিক্ষুক, কহিলেন অরে পাপাত্মা দিগম্বরসিদ্ধান্ত, তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন জন্য যে পরমানন্দ তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিস্। এই সময়ে সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন হে প্রিয়ে কাপালিনি! এই দুর্দ্দর্পেতে দর্পিত দিগম্বরসিদ্ধান্তকে, আপনার বশীভূত কর। পরে কাপালিনী, স্বামির আজ্ঞাক্রমে দিগম্বরসিদ্ধান্তকে মনোহর গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, রোমাঞ্চিত হইয়া কহিলেন হে ঈশ্বর২! কাপালিনীর স্পর্শ সুখ কি আশ্চর্য্য হে সুন্দরি! কাপালিনী পুনর্ব্বার আমাকে হর্ষেতে আলিঙ্গন কর, অরে আমার অতিশয় ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হইলে অতএব এখন কি কর্ত্তব্য হয়। কাপালিনী কহিলেন, আমি তোমাকে পৃষ্ঠদেশের দ্বারা লুক্কায়িত করি। দিগম্বরসিদ্ধান্ত কহিলেন।

অয়ি পীনঘনস্তনি শোভনে, পরিত্রস্ত কুরঙ্গ বিলো-
চনে। যদি রমসে কাপালিনি তদা, কিং করিষ্যতি
সা তামসী ॥ ১৭ ॥

হে কাপালিনি! হে পীন ঘনস্তনি! হে শোভনে! হে চঞ্চল কুরঙ্গ নয়নে! যদি তুমি আমাকে সেই প্রকার করিয়া রমণ করাও তবে আমারদিগের সেই তামসী শ্রদ্ধা কি করিবে ॥ ১৭ ॥

কি আশ্চর্য্য! কাপালিনীর দর্শন, অপূর্ব্ব সুখ ও মোক্ষের সাধন হয়, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন হে আচার্য্য সোমসিদ্ধান্ত, আমিও তোমার দাস হইলাম আমাকেও মহাভৈরবের মন্ত্র গ্রহণ করাও। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন তোমরা দুই জনে এই আসনে উপবিষ্ট হও। দিগম্বর-সিদ্ধান্ত, ও ভিক্ষুক উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। সোমসিদ্ধান্ত পানপাত্র গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিতে২ করতলস্থিত সেই পানপাত্র পুনঃ২ চঞ্চল করিতে লাগিলেন। কাপালিনী, কহিলেন হে নাথ! পানপাত্র সুরাতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। সোমসিদ্ধান্ত, সুরাপূর্ণ পানপাত্র অবলোকন পূর্ব্বক পান করিয়া ভিক্ষুক ও দিগম্বরসিদ্ধান্তকে সমর্পণ করিলেন, এই পবিত্র সংসার স্বরূপ ব্যাধির ঔষধ এবং ভাবরূপ রস সৃজন এবং পশুপাশ উচ্ছেদনের কারণ ইহা মহাভৈরব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে অতএব এই অমৃত তোমরা পান কর। এই কথা শুনিয়া তাঁহারা বিমর্ষ হইয়া প্রথমতঃ দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন যে আমারদিগের মতে সুরাপান অবিহিত হয়। পশ্চাৎ ভিক্ষুক কহিলেন এই কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত উচ্ছিষ্ট সুরা কি রূপে পান করিব। ইতিমধ্যে সোমসি-

দ্ধান্ত, জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা পরস্পর কি পরামর্শ করিতেছ? এই কথা কহিয়া কাপালিনীকে আজ্ঞা করিলেন হে কাপালিনি! অদ্যাপি এই দুই জনের পশুত্ব দূর হয় নাই যেহেতু আমার বদন সংসর্গদোষ প্রযুক্ত এই অমৃতকে অপবিত্র জ্ঞান করিতেছে, অতএব তুমি আপনার বদনের দ্বারা পবিত্র করিয়া ইহারদিগকে পান করাও, যেহেতু তীর্থবাসিরা কহে যে স্ত্রীমুখ সর্ব্বদা শুচি হয়। সেই কাপালিনী রূপধারিণী রাজসী শ্রদ্ধা নিজ নায়কের প্রতি যে আজ্ঞা এই বাক্য পূর্ব্বক পানপাত্র গ্রহণ করিয়া আপনার পানাবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগম্বরসিদ্ধান্তকে সমর্পণ করিলেন, ভিক্ষুক সেই পানাবশিষ্ট সুরা মহাপ্রসাদ জ্ঞান পূর্ব্বক পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পান করিতে করিতে কহিলেন যে সুরার কি আশ্চর্য্য সৌরভ।

> নিপীতা বেশ্যাভিঃসহ ন কতি বারান্ সুবদন,
> মুখোচ্ছিষ্টাস্মাভি বিকচবকুলামোদমধুরা। কাপা-
> লিন্যাবক্ত্রাসব সুরভিমেতাস্তু মদিরা, মলব্ধা জ্ঞা-
> নীমঃ স্পৃহয়তি সুধায়ৈ সুরগণঃ ॥ ১৮ ॥

আমরা সুবদনা ললনার বদনোচ্ছিষ্টা অথচ বকুল পুষ্পের গন্ধেতে মধুরা সুরা বেশ্যাদিগের সহিত কি, কত কত বার পান করি নাই? অর্থাৎ কত কত বার পান করিয়াছি, কিন্তু কাপালিনীর বদনোচ্ছিষ্টা মদিরার ন্যায় মধুরা সুরা কখন পান করি নাই, তবে যে দেবগণেরা সুধার ইচ্ছা করেন সে কেবল কাপালিনীর বদন সুধাসৌরভে মধুরা এই মদিরার অভাবে আমারদিগের এইরূপ বোধ হইতেছে॥ ১৮॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অহে ভিক্ষুক! কাপালিনীর বদনোচ্ছিষ্ট মদ্য তুমি সকল পান করিও না আমাকেও কিঞ্চিৎ দেও। ভিক্ষুক, দিগম্বরসিদ্ধান্তকে সুরার সহিত পানপাত্র সমর্পণ করিলেন। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন সুরার কি আশ্চর্য্য মধুরত্ব, আশ্চর্য্য স্বাদ, ও আশ্চর্য্য গন্ধ, আমরা চিরকাল আমারদিগের গুরুমতে পতিত হইয়া সুখ মোক্ষ সাধন যে এই সুরারস তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছি, পুনর্ব্বার পান করিয়া কহিলেন অহে ভিক্ষুক! আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণায়মান হইতেছে অতএব শয়ন করি, ভিক্ষুক কহিলেন আইস আমরা দুই জনে শয়ন করি। সোমসিদ্ধান্ত কহিলেন হে প্রিয়ে কাপালিনি! মূল্য ব্যতিরেকে অদ্য এই ক্রীতদাসদ্বয় আমার লাভ হইয়াছে অতএব আমরা নৃত্য করি এই কথা কহিয়া সোমসিদ্ধান্ত ও কাপালিনী নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন অরে ভিক্ষুক, এই আচার্য্য সোমসিদ্ধান্ত কাপালিনীর সহিত সুন্দর নৃত্য করিতেছেন অতএব আমরাও এই কাপালিনীর সহিত নৃত্য করি। ভিক্ষুক, ভাল এই কথা কহিয়া অস্থির চরণে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং দিগম্বরসিদ্ধান্ত, এই গান করিতে আরম্ভ করিলেন হে পীনস্তনি কাপালিনি সুন্দরি! চঞ্চল কুরঙ্গ নয়নে তুমি যদি আমাকে রমণ করাও তবে তামসী শ্রদ্ধা আমার কি করিবে। ভিক্ষুক, নিবেদন করিলেন হে আচার্য্য! এ নৃত্যাদি দর্শন অতি আশ্চর্য্য তাহার দর্শনে অক্লেশে অভিলষিত ফল সিদ্ধ হয়। সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন এই আশ্চর্য্য কি পর্য্যন্ত তাহা দেখ।

যত্রানুজ্ঝিত বাঞ্ছিতার্থ বিষয়াসঙ্গেঽপি সিদ্ধান্ত্যমূ,
রত্ন্যাসন্ন মহোদয় প্রণয়িনা মষ্টৌ মহাসিদ্ধয়ঃ।

বশ্যাকর্ষণ মোহন প্রশমন প্রক্ষোভণোচ্চাটন,
প্রায়ঃপ্রাকৃতসিদ্ধয়স্তু বিভুষাং যোগান্তরায়াঃ
পরং ॥ ১৯ ॥

যে আগম শাস্ত্রে অতি নিকটবর্ত্তী মহাসুখের অভি-
লাষী লোকদিগের স্রক্ চন্দন দিব্যাঙ্গনা সম্ভোগাদি স্বরূপ
বিষয় সুখের সম্বন্ধ সত্ত্বেও অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি সিদ্ধা
হয় এবং যোগের অন্তে জন্মে বশীকরণ আকর্ষণ সম্মো-
হন, স্তম্ভন, প্রক্ষোভণ, উচ্চাটন ইত্যাদি প্রাকৃত সিদ্ধি
সকল তাহাও সিদ্ধ হয় ॥ ১৯ ॥

দিগম্বরসিদ্ধান্ত, মদবিহ্বল হইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন
অরে কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত ! অরে আচার্য্য ! অরে শ্রেষ্ঠ !
ভিক্ষুক হাস্য করিয়া কহিলেন যে এই তপস্বী অতি-
শয় সুরাপান করিয়া অনভ্যাসপ্রযুক্ত উন্মত্ত হইয়াছে
অতএব ইহার মত্ততা দূর কর। ভাল এই কথা
কহিয়া সোমসিদ্ধান্ত, আপনার মুখের উচ্ছিষ্ট তাম্বূল
দিগম্বরসিদ্ধান্তের মুখে সমর্পণ করিলেন। দিগম্বর-
সিদ্ধান্ত, সুস্থচিত্ত হইয়া কহিলেন যে হে সোমসিদ্ধান্ত !
হে আচার্য্য ! আমি এই জিজ্ঞাসা করি, তোমার সুরার
আহরণ যেরূপ বশীভূত স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণও কি সেই
রূপ বশীভূত হয়। সোমসিদ্ধান্ত, উত্তর করিলেন আমি
তোমাকে বিশেষ করিয়া কহি শ্রবণ কর।

বিদ্যাধরীংবা প্যসুরাঙ্গনাম্বা, নাগাঙ্গনাম্বা প্যথ
যক্ষকন্যাং। যদ্যন্মমেষ্টং ভুবনত্রয়েস্মিন্, বিদ্যাব-
লাত্তত্তদুপাহরামি ॥ ২০ ॥

বিদ্যাধরী কিম্বা অসুরাঙ্গনা কিম্বা নাগাঙ্গনা কিম্বা যক্ষকন্যা এবং ত্রিভুবনের মধ্যে যে যে বস্তু আমার বাঞ্ছিত হয় বিদ্যার বলেতে তাহার আকর্ষণ করিতে পারি ।। ২০

দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন হে আচার্য্য ! আমি জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের গণনাদ্বারা ইহা জ্ঞাত হইয়াছি যে আমরা সকলে মহামোহের দাস। সোমসিদ্ধান্ত ও ভিক্ষুক, কহিলেন তুমি যাহা জ্ঞাত হইয়াছ তাহাই সত্য বটে। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, কহিলেন তবে সকলে রাজকার্য্যের মন্ত্রণা কর। সোম-সিদ্ধান্ত, কহিলেন সে রাজকার্য্য কি? দিগম্বরসিদ্ধান্ত, নিবেদন করিলেন মহারাজ মহামোহের আজ্ঞায় সাত্বিকী শ্রদ্ধাকে আনয়ন কর। সোমসিদ্ধান্ত, জিজ্ঞাসা করিলেন সেই দাসীর কন্যা সাত্বিকী শ্রদ্ধা কোথায় আছে তাহা কহ আমি বিদ্যাবলেতে অতি শীঘ্র তাহাকে আকর্ষণ করি। হে আচার্য্য ! আমি গণনাদ্বারা মহাশয়কে জ্ঞাত করি, এই নিবেদন করিয়া দিগম্বরসিদ্ধান্ত, খড়ি লইয়া গণিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে শান্তি, করুণাকে কহিলেন হে সখি ! এই সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির মুখে আমারদিগের মঙ্গল আলাপ শ্রবণ করিতেছি অতএব আইস আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক তাবৎ শ্রবণ করি। করুণা, পরমানন্দে কহিলেন হে সখি ! ভাল, এ অতি মঙ্গল সম্বাদ এক্ষণে আমরা অতি মনোযোগে গুপ্তভাবে থাকি। দিগম্বরসিদ্ধান্ত, গণনা করিয়া কহিলেন সেই সাত্বিকী শ্রদ্ধা না জলে, না স্থলে, না গিরিগহ্বরে, এবং না পাতালে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তির সহিত কোন কোন মহাত্মার নির্ম্মলান্তঃকরণে আছে। করুণা, পরমানন্দে কহিলেন সখি ! আর শুনিয়াছ আমার-দিগের ভাগ্যক্রমে কোন কোন যোগীর হৃদয়ে মাতা শ্রদ্ধা

বিষ্ণুভক্তি দেবীর পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া আছেন। শান্তি, অতি হর্ষেতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সোমসিদ্ধান্ত, কহিলেন নিষ্কামধর্ম্ম কোথায় আছে? দিগম্বরসিদ্ধান্ত, পুনর্ব্বার গণনা করিয়া নিবেদন করিলেন সেই নিষ্কামধর্ম্ম না জলে, না স্থলে, না গিরিগহ্বরে, এবং না পাতালে, কিন্তু বিষ্ণুভক্তির সহিত কোন কোন মহাত্মার নির্ম্মল অন্তঃকরণে বাস করিতেছে। সোমসিদ্ধান্ত, বিষণ্ণ হইয়া কহিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! মহারাজ মহামোহের অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হইল। তাহা অবগত হও।

মূলং দেবীসিদ্ধয়ে বিষ্ণুভক্তি, স্ত্রী চ শ্রদ্ধানুব্রতা সত্ত্ব-
কন্যা। কামোন্মুক্তস্তত্র ধর্ম্মোঽপ্যভূচ্চেৎ, সিদ্ধং
মন্যে তদ্বিবেকস্য সাধ্যং ॥ ২১ ॥

যোগীদিগের হৃদয়ে বিষ্ণুভক্তি দেবীর সিদ্ধির আদি কারণ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা যদি সেই শ্রদ্ধা বিষ্ণুভক্তির অনুগতা এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম ও তাহার অনুগত হইয়াছে তবে সেই হেতু বিবেকের বাঞ্ছিত বিষয়কে সিদ্ধরূপে আমার জ্ঞান হইতেছে ॥ ২১ ॥

ভাল, তথাপি প্রাণপণেতেও মহারাজের কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য হয়, অতএব আমরা নিষ্কামধর্ম্ম ও সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধার আকর্ষণের নিমিত্ত মহাভৈরবীকে প্রস্থান করাই এই কথা কহিয়া সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি রঙ্গভূমি হইতে

প্রস্থান করিলেন। শান্তি, করুণাকে কহিলেন সখি! চল আমরাও এই দুশ্চেষ্ট সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির দুশ্চেষ্টা, বিষ্ণুভক্তি দেবীকে নিবেদন করি এই কথা কহিয়া শান্তি ও করুণা রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

ইতি পাষণ্ড বিড়ম্বনোনাম তৃতীয়োঽঙ্ক।

তদনন্তর মৈত্রী রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া এই কথা কহিতে কহিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, আমি মুদিতার মুখে শুনিয়াছি যে প্রিয়সখী শ্রদ্ধা, মহাভৈরবীর সন্দর্শন নিমিত্ত ভয় হইতে ভগবতী বিষ্ণুভক্তির পরিত্রাণ কর্ত্রী হয়েন অতএব আমার চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে আমি প্রিয়সখীকে দর্শন করি, পরে শ্রদ্ধা রঙ্গভূমিতে প্রবেশানন্তর চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া ভয়েতে কম্পান্বিতা হইয়া কহিলেন।

ঘোরাং নারকপালকুণ্ডলবতীং বিদ্যুচ্ছটাং দৃষ্টিভি,
র্মুঞ্চন্তীংবিকরালমূর্ত্তি, মনলজ্বালাপিশঙ্গৈঃ কচৈঃ।
দংষ্ট্রাচন্দ্রকলাঙ্কুরান্তর ললজ্জিহ্বাং মহাভৈরবীং,
পশ্যন্ত্যাইব মেমনঃ কদলিকে বাদ্যাপ্যহো-
বেপতে ॥ ১ ॥

সেই মহাভৈরবীকে দর্শন করিয়া অদ্যাপি আমার মনঃ যেন কদলীপত্রের ন্যায় কম্পান্বিত হইতেছে যে মহাভৈরবী ঘোররূপা এবং নৃকপাল নির্ম্মিত কুণ্ডলধারিণী বিদ্যুল্লতা সদৃশ দৃষ্টিবিশিষ্টা অতি ভয়ঙ্করমূর্ত্তিধারিণী অনলশিখা সদৃশ পিঙ্গল বর্ণ কেশ সমূহেতে শোভিতা,

এবং দন্তশ্রেণীর স্বরূপ চন্দ্রকলা শ্রেণীতে শোভিত যে আকাশ তাহাতে লোলজিহ্বা ॥ ১ ॥

মৈত্রী, শ্রদ্ধাকে অবলোকন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে এই আমার প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়েতে কদলীদলের ন্যায় চঞ্চলা ও ব্যাকুলা হইয়া কোন মন্ত্রণা করিতেছেন একারণ আমি সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইলেও আমাকে অবলোকন করিতেছেন না, অতএব আপনিই ইহাঁর সহিত আলাপ করি। পরে মৈত্রী, প্রকাশ করিয়া কহিলেন হে প্রিয়সখি শ্রদ্ধে! তুমি কেন চিন্তাকুলা হইয়া আমাকেও অবলোকন না করিতেছ। শ্রদ্ধা, মৈত্রীকে দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবলোকন করিয়া কহিলেন।

কালরাত্রি করালাস্য দন্তান্তর্গতয়া ময়া। দৃষ্টাসি
সখি সৈবত্বং পুনরত্রৈব জন্মনি ॥ ২ ॥

হে সখি মৈত্রি! আমি এই জন্মেতেই সেই তোমাকে পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম, যে আমি সেই মহাভৈরবীর ভয়ঙ্কর মুখের দন্তপংক্তির অন্তর্গতা হইয়াছিলাম অতএব তুমি আমার নিকটে আসিয়া নির্ভর আলিঙ্গন কর ॥ ২ ॥

তদনন্তর মৈত্রী, শ্রদ্ধাকে আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে সখি শ্রদ্ধে! বিষ্ণুভক্তি দেবী কর্ত্তৃক সেই মহাভৈরবীর ভয়েতে তোমার অঙ্গ সকল অদ্যাপি কি কম্পান্বিত হইতেছে। শ্রদ্ধা, পুনর্ব্বার ঘোররূপা ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্রদ্ধার এই রূপ বাক্য শ্রবণ

করিয়া মৈত্রী ভীতা ও খেদান্বিতা হইয়া কহিলেন যে মিথ্যা আশাবায়ুতে ঘূর্ণায়মান মহাভয়ঙ্করী সেই কালভৈরবী আগতা হইয়া আমার প্রিয়সখী শ্রদ্ধার কি দশা করিয়াছে। শ্রদ্ধা, মৈত্রীকে কহিলেন সখি শ্রবণ কর।

শ্যেনাভিপাত মভিপত্য পদদ্বয়ে মা, মাদায় ধর্ম্মন পরেণ করেণ ঘোরা। বেগেন সা গগণ মুৎপতিতা নখাগ্র, কোটিস্ফুরৎ পিশিত পিণ্ড যুতেব গৃধ্রী॥ ৩॥

যেমন শ্যেন পক্ষী অন্য সামান্য পক্ষিতে পতিত হয় তেমন সেই ভয়ঙ্করী মহাভৈরবী একদা দুই চরণেতে আমার স্কন্ধে পতিতা হইয়া একহস্তে সাধুলোকের হৃদয়স্থিতা আমাকে এবং অন্য হস্তে সেই নিষ্কাম ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়া অতিবেগে গগণেতে গমন করিয়াছিলেন, যেমন গৃধ্রী করদ্বয়ের নখাগ্রে মাংস গ্রহণ করিয়া গগণ মণ্ডলে গমন করে॥ ৩॥

শ্রদ্ধার এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া হায় হায়! ধিক ধিক! এই বাক্য কহিয়া মৈত্রী মূর্চ্ছিতা হইলেন। শ্রদ্ধা, কহিলেন হে সখি মৈত্রী! ভয় কি ভয় কি? মৈত্রী, মূর্চ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন সখি! তাহার পর তাহার পর? শ্রদ্ধা উত্তর করিলেন।

ভ্রূভঙ্গভীমপরিপাটলদৃষ্টিপাত, মুদ্গাঢ় কোপ কুটিলঞ্চ তথা বালোকি। সা বজ্রপাত হতশৈল শিলেব ভূমৌ, ব্যাভুগ্নজর্জ্জরতরাস্থি যথা পপাত॥ ৪

হে সখি মৈত্রি! তদনন্তর আমারদিগের আর্ত্ত স্বরে সদয়া সেই বিষ্ণুভক্তি দেবী সেই মহাভৈরবীর প্রতি ভ্রূভঙ্গিতে ভয়ঙ্কর অথচ আরক্তবর্ণ যে কটাক্ষ তাহাতে দুর্দ্দর্শনীয় এবং অত্যন্ত ক্রোধভেে কুটিল এইরূপ অবলোকন করিয়াছিলেন যে অবলোকনেতে সেই মহাভৈরবী বজ্রপাতে ভগ্ন পর্ব্বতশিলার ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইয়াছিল যে পতনেতে অস্থির সহিত সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণায়মান হয় ॥ ৪ ॥

আহা! তবে আমার প্রিয়সখী শ্রদ্ধা, ভাগ্যবশতঃ কত পুণ্যেতে দুষ্ট ব্যাঘ্রীর মুখ হইতে মৃগীরন্যায় পুনঃজন্ম পাইয়াছেন, এই কথা কহিয়া মৈত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন হে প্রিয়সখি শ্রদ্ধে! তার পর তার পর? শ্রদ্ধা উত্তর করিলেন সখি! তদনন্তর দেবী বিষ্ণুভক্তি সুন্দর মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক কথা কহিয়াছেন যে মহামোহের বশীভূত এবং আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বিরুদ্ধ কর্ম্মে প্রবর্ত্তমান এই কামাদির অদ্য মূলের সহিত উন্মূল করিব এবং দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে, হে শ্রদ্ধে! তুমি বিবেকের নিকট গমন করিয়া কহ, যে তুমি কামক্রোধাদির পরাজয় নিমিত্ত উদ্যোগ কর, তাহাতেই বৈরাগ্য প্রাদুর্ভাব হইবে আমিও শম, দম প্রাণায়াম প্রভৃতি তোমার সৈন্য সঞ্চয় করি। এবং দেবী সত্যবাণী প্রভৃতি শান্তি প্রভৃতি দ্বারা উপনিষদ্দেবীর সহিত সঙ্গত যে তুমি তোমার প্রবোধোদয়ের অনুসন্ধান করিতেছেন অতএব সেই বিষ্ণুভক্তিআদেশ প্রযুক্ত আমি এইক্ষণে বিবেকের নিকট গমন করি, সখি মৈত্রি! তুমি এক্ষণে কি রূপে কাল যাপন করিবে। মৈত্রী, কহিলেন সখি শ্রদ্ধে! আমরাও চারি ভগিনী বিষ্ণুভক্তির দ্বারা বিবেকের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্তে মহাত্মাদিগের হৃদয়ে অবস্থিতি করি।

ধ্যায়ন্তি মাংসুখিনি দুঃখিনিচানুকম্পাং, পুণ্য-
ক্রিয়েষু মুদিতাং কুমতাবুপেক্ষাং। এবং প্রসাদ
মুপযাতি হি রাগলোভ, দ্বেষাদি দোষ কলুষোঽ-
প্যয়মন্তরাত্মা ॥ ৫ ॥

যেহেতু মহাত্মারা সুখীজনে আমাকে, দুঃখীজনে করু-
ণাকে, পুণ্যশীললোকে মুদিতাকে, কুমতি লোকে ক্ষমাকে
ধ্যান করিতেছেন যেহেতু এইরূপে ধ্যান করিলে রাগ
লোভ দ্বেষাদি দোষেতে মলিন হইলেও মন বিবেকী
হয়। অতএব এই প্রকারে আমরা চারি ভগিনী সেই বিবে-
কের মঙ্গল চেষ্টাতে কালযাপন করি ॥ ৫ ॥

মৈত্রী, কহিলেন হে প্রিয় সখি শ্রদ্ধে! আমি এক্ষণে কোন্
স্থানে মহারাজ বিবেকের দর্শন পাইব?শ্রদ্ধা,মৈত্রীকে বেদের
বাক্য শ্রবণ করাইলেন যে, বারানসী নামে এক পুণ্য স্থান
আছে তাহাতে ভাগীরথীতীরের জল সান্নিধ্যস্থানেতেঅল-
ঙ্কৃত যে শিলোচ্চয়নামে চক্রতীর্থ তাহাতে কর্ম্মকাণ্ডীয়বেদা-
র্থের অনুগত বুদ্ধির দ্বারা কোন রূপে প্রাণ ধারণ পূর্ব্বক
ব্যাকুল চিত্তেতে উপনিষদ্দেবীর সহিত মিলন তদর্থ তপস্যা
করিতেছেন। মৈত্রী কহিলেন হে প্রিয় সখি শ্রদ্ধে! তুমি
গমন কর আমিও আজ্ঞানুসারে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি।
শ্রদ্ধা, কহিলেন ভাল আমি যাই এই কথা কহিয়া শ্রদ্ধা
ও মৈত্রী রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর প্রবে-
শক রঙ্গভূমিতে বিবেকের আগমন সম্বাদ করিলেন।
পরে মহারাজ বিবেক মীমাংসানুগতামতির সহিত রঙ্গ-
ভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন আঃ অরে পাপিষ্ঠ মহা-

মোহ! তুই আপনি নষ্ট আমাকেও সর্ব্ব প্রকারে নষ্ট করিলি।

শান্তেঽনন্তমহিম্নি নির্ম্মল চিদানন্দে তরঙ্গাবলী, নির্ম্মুক্তেঽমৃতসাগরাম্ভসি মনাঙ্মগ্নোঽপি নাচামতি। নিঃসারে মৃগতৃষ্ণিকার্ণবজলে ভ্রান্তোবিমূঢ় পিব, ত্যাচামত্যবগাহতেঽভিরমতে মজ্জত্যথোন্মজ্জতি ॥ ৬ ॥

যেহেতু শান্তরস স্বরূপ অনন্ত মহিমাবিশিষ্ট এবং নির্ম্মল চৈতন্য ও আনন্দের জনক এবং তরঙ্গ রহিত যে অমৃতসাগরের সলিল তাহাতে নিমগ্ন হইয়াও আমি তাহার কিঞ্চিৎ রসাস্বাদন করিলাম না। কিন্তু সার রহিত বিষয় মৃগতৃষ্ণা স্বরূপ সমুদ্রের জলে ভ্রান্ত ও মুগ্ধ হইয়া পান, আচমন, অবগাহন, ক্রীড়ন, মজ্জন, ও উন্মজ্জন, করিতেছি ॥ ৬ ॥

সংসাররূপ চক্রেরদ্বারা জীবের যে ভ্রমণ তাহার কারণ অজ্ঞান কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানেতে তাহার নিবৃত্তি হয়।

অমুষ্য সংসারতরো রবোধ, মূলস্য নামূল নিপাতনায়। বিশ্বেশ্বরারাধনবীজজাত, স্তত্ত্বাববোধাদ পরোঽভ্যুপায়ঃ ॥ ৭ ॥

এই অজ্ঞান মূলক সংসারতরুর মূলের সহিত বিনাশে বিশ্বেশ্বরের আরাধনা স্বরূপ জীবজাত জ্ঞান ব্যতিরেকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিনা অন্য কোন উপায় নাই ॥ ৭ ॥

পরে এইসময়ে মীমাংসানুগতামতি নিবেদন করিলেন মহারাজ তত্ত্বজ্ঞানীরা এই কথা কহেন যে পুণ্যশীল মনুষ্য-

ষ্যদিগের কর্ম্মে প্রায় দেবতারা সহায় হয়েন, অতএব কাম জয়ার্থ বিষ্ণুভক্তি দেবীর যে আদেশ তাহাতে তুমি যত্ন কর, আমিও তোমার নিমিত্তে বিষ্ণুভক্তি দেবীকে সহায় করিয়াছি সেই মহামোহাদির প্রধান বীর কাম, প্রথমতঃ বস্তু বিচারের দ্বারা তাহাকে জয় করা উচিত হয় বিবেক উত্তর করিলেন ভাল তবে আমি কামকে জয় করিবার নিমিত্ত বস্তুবিচারকে প্রেরণ করি হে বেদবতী! মীমাংসানুগতামতি তুমি বস্তুবিচারকে আহ্বান কর। পরে মীমাংসানুগতামতি যে আজ্ঞা মহারাজ এই নিবেদন করিয়া প্রস্থান করিলেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে বস্তুবিবেকের সহিত মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন কি আশ্চর্য্য কামান্ধ লোকেরা এই জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে যাহারদিগের বস্তুতঃ অসুন্দর বস্তুতে বস্তুবিচারাভাব প্রযুক্ত সুন্দরত্বের অভিমান জন্মিতেছে অর্থাৎ যুবতীর শরীর রক্ত মাংস নির্ম্মিত, স্তনদ্বয় মাংসপিণ্ডমাত্র ইত্যাদি বিবেচনা করিলে কি কখন যুবতীদিগের সৌন্দর্য্য সম্ভব হয়। অথবা দুঃস্বভাব মহামোহান্ধ লোকেরা এই জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। তাহা অবগত হও।

> কান্তেত্যুৎপললোচনেতি পৃথুলশ্রোণীভরেত্যুল্লসৎ,
> পীনোত্তুঙ্গ পয়োধরেতি সুমুখাম্ভোজেতি সুভ্রূরিতি। দৃষ্ট্বামাদ্যতি মোদতেঽভিরমতে প্রস্তৌতি বিদ্বানপি, প্রত্যক্ষা শুচিপুত্রিকাং স্ত্রিয় মহোমোহস্য দুশ্চেষ্টিতং॥ ৮॥

মোহের কি আশ্চর্য্য কার্য্য দেখ এই প্রত্যক্ষ সিদ্ধ রক্ত মাংসময়ী ও চিত্রপুত্তলিকারন্যায় কামিনীকে কমনীয়া ইন্দীবরনয়না গুরুতর নিতম্বভার ভরে অলসা স্থূল অথচ অতিউচ্চ

কুচ কমলকলিকা যুগলে শোভিতা সুকমলবদনা এবং সুচারু ভ্রূলতাতে ভূষিতা এইরূপ দর্শন করিয়া পণ্ডিতলোকেরাও মত্ত ও আমোদিত হইতেছেন এবং রমণ ও স্তব করিতেছেন এবং নারীর দেহ মাংসস্বরূপ পঙ্কেতে লিপ্ত যে অস্থি ও পঞ্জর তাহাতে নির্ম্মিত স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ ও বীভৎসবেশ হয় এইরূপ যথার্থ বস্তুবিচার করেন যে জ্ঞানিলোক সকল তাঁহারদিগের ও বিরতি হয়না। যে হেতু নারীতে মোহবশতঃ পরম সৌন্দর্য্যাদি গুণের ভ্রম জন্মে ॥ ৮ ॥

তাহা অবগত হও।

মুক্তাহার লতারণন্মণিময়া হৈমা স্তুলাকোটয়ো,
রাগঃকুঙ্কুম সম্ভবঃ সুরভয়ঃ পৌষ্প্যা বিচিত্রাঃ স্রজঃ।
বাসশ্চিত্র দুকুল মল্পমতিভির্নার্য্যা মহো কল্পিতং,
বাহ্যান্তঃ পরিপশ্যতাস্তুনিরয়ো নারীতি নাম্নাকৃতঃ ॥ ৯ ॥

এ কি আশ্চর্য্য অজ্ঞানি লোকেরা অজ্ঞান দৃষ্টিতে নারীতে কিং আরোপিত না করিতেছে দেখ মুক্তা রচিত হার, শব্দায়মান মণিময় স্বর্ণনূপুর, কুঙ্কুমের রাগ সুগন্ধি কুসুম রচিত আশ্চর্য্য মাল্য, এবং আশ্চর্য্য বসন পরিধান, অর্থাৎ মুক্তাহারাদির শোভাতে শোভিতা কিন্তু ফলতঃ রক্ত মাংসময়ী যে নারী তাহাকে দর্শন করিয়া এই নারী কি পরমাসুন্দরী এইরূপ ভ্রান্তিতে ভ্রান্ত লোকেরা মুগ্ধ হইতেছে কিন্তু জ্ঞানিলোকেরা জ্ঞানদৃষ্টিতে সেই নারীকে নরকরূপ দর্শন করিতেছেন যে হেতু তাঁহারা তাবৎ বস্তুর বাহ্য ও অন্তর জ্ঞাত আছেন এবং নারীর কনকচম্পক সদৃশ যে শরীর তাহাও ফলতঃ মলমূত্রাদিতে পরিপূর্ণ আছে ॥ ৯ ॥

পুনর্ব্বার বস্তুবিবেক আকাশে অবলোকন করিয়া কহিলেন অরে পাপিষ্ঠ কাম চণ্ডাল তুই নিরন্তর মনোবর্ত্তি হইয়া সাধুলোক সকলকে ব্যাকুল করিতেছিস্। তাহা অবগত হ।

বালামামিয়মিচ্ছতীন্দুবদনা সানন্দ মুদ্বীক্ষতে নীলে-
ন্দীবরলোচনা পৃথুকুচোৎপীড়ং পরীরিপ্সতে।
কাত্রামিচ্ছতি কাচপশ্যতি পশো মাংসাস্থিভি
নির্ম্মিতা, নারীবেদ ন কিঞ্চিদত্র সপুনঃ পশ্যাত্যমূর্ত্তিঃ
পুমান্॥ ১০॥

তুই জ্ঞানিলোক সকলকেও এইরূপ অভিমানী করিতেছিস্ যে এই বালা আমাকে অভিলাষ করিতেছে এই ইন্দুবদনা আমাকে আনন্দের সহিত কটাক্ষ করিতেছে এবং এই নীলেন্দীবরলোচনা পীনোন্নত পয়োধরদ্বয়ের পীড়া যেরূপ হয় এইরূপে আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করিতেছে, অরে মূর্খ শ্রবণ কর, কে তোরে ইচ্ছা করে, কে তোরে কটাক্ষ করে, কে তোরে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা করে, অরে পশু তুই ইহার কিছুই জানিস্ না, তুই যাহাকে মাংসাস্থি নির্ম্মিতা নারী কহিতেছিস্ সে নারী নহে কিন্তু তেঁহ অমূর্ত্ত পুরুষ, ফলতঃ আত্মা হয়েন অর্থাৎ নারীত্ব জাতি কেবল মাংসাস্থি বৃত্তি হয় সেই নারীত্ব জাতির আশ্রয় যে মাংসাস্থি তাহাতে জ্ঞানাদি সম্ভব হয় না কিন্তু যিনি জ্ঞানবান্ তেঁহ নিরাকার হয়েন তাঁহার আনন্দ সহিত কটাক্ষ সম্ভব হয়না যে হেতু তাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি হয় অতএব মাংসাস্থি নির্ম্মিত নারীর আসঙ্গে তোর কি প্রয়োজন॥ ১০॥

পরে, এস্থান হইতে আইস আইস এই কথা বস্তু-বিবেককে কহিয়া মীমাংসানুগতামতি বস্তুবিবেকের সহিত রাজার নিকটে গমন করিলেন। তদনন্তর মীমাংসানুগতামতি, বস্তুবিবেককে কহিলেন যে এই মহারাজ উদ্বিগ্নচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন তুমি নিকটে গমন কর। বস্তুবিবেক, সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন মহারাজের জয় হউক জয় হউক আমি বস্তুবিবেক মহারাজকে প্রণাম করি, রাজা, বস্তুবিবেককে কহিলেন তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট হও। বস্তুবিবেক, উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন মহারাজ এই তোমার কিঙ্কর উপস্থিত আছে আজ্ঞাদ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। রাজা কহিলেন অহে বস্তুবিবেক শুনিয়াছ মহামোহের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে অতএব এই সংগ্রামে মহামোহের প্রধান বীর কাম, তাহার প্রতিপক্ষ বীর তোমাকে আমরা স্থির করিয়াছি। বস্তুবিবেক, নিবেদন করিলেন, মহারাজ আমি ধন্য যে হেতু মহারাজ আমাকে কামের প্রতিপক্ষ বীর সম্ভাবনা করিয়াছেন। অনন্তর মহারাজ বিবেক, জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন অস্ত্রবিদ্যাদ্বারা কামকে জয় করিবে। বস্তুবিবেক, নিবেদন করিলেন আঃ যাহার পুষ্পের ধনুঃ, পঞ্চবাণ, তাহাকে জয় করিতেও কি অস্ত্রবিদ্যা অপেক্ষা করে। দর্শন করুন।

দৃঢ়তরমপিধায়দ্বার মারাৎ কথঞ্চিৎ, স্মরণ বিপরি
বৃত্তৌ যোষিতাং দর্শনে বা। পরিণতি বিরসত্বং দেহ
বীভৎসতাং বা, প্রতিমুহুরনুচিন্ত্যোন্মূলয়িষ্যামি
কামং॥ ১১॥

ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারকে দৃঢ়রূপে অবরুদ্ধ করিয়া আমি কামকে সমূলে উৎপাটন করিব, যে হেতু ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত করিলে কামিনীর স্মরণ হইতে পারে না যেহেতু স্মরণের প্রতি সংস্কার ও উদ্বোধক কারণ হয় অতএব যদ্যপি কামিনী বিষয়ক পূর্ব্ব সংস্কার সম্ভব হয়, তথাপি ইন্দ্রিয়ের অবরোধ হেতুক বিষয়াবলোকনাভাব প্রযুক্ত উদ্বোধকের অভাব হেতুক কোনরূপে কামিনী বিষয়ক স্মরণ হইতে পারিবে না, কিম্বা যদি কোনরূপে সম্মুখে কামিনীর সন্দর্শন হয় তবে কামিনী সঙ্গ পরিণামে বিরস অর্থাৎ ঘৃণাজনক, এবং কামিনীর শরীর বীভৎস অর্থাৎ রক্তমাংসময়, বার২ এইরূপ চিন্তা করিয়া কামের সেই দশা করিব ।। ১১ ।।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহারাজ বিবেক, বস্তুবিবেককে পুনঃ২ সাধুবাদ করিলেন। বস্তুবিবেক, পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন।

> বিপুলপুলিনাঃ কল্লোলিন্যো নিতান্তপতজ্ঝরা, মসৃ
> নিতশিলাঃ শৈলাঃ সান্দ্রদ্রুমা বনরাজয়ঃ। যদি সম
> গিরো বৈয়াসিক্যো বুধৈশ্চসমাগমঃ, ক্বপিশিত বশা-
> ময্যো নার্য্যস্তুপ্যা ক্ব চ মন্মথঃ ।। ১২ ।।

পতিত হইতেছে জলপ্রবাহ যাহা হইতে এবম্ভূত ভাগীরথীর তীর, এবং শীতল শিলা বিশিষ্ট শৈল, এবং নিবিড় তরুগণেতে শোভিত কানন, এবং বেদব্যাসের শান্তিরসের কথা এবং সাধুসঙ্গ সম্ভব হয় তবে মাংসক্লেদাদিময়ী যে নারী সে কোথায় এবং কামই বা কোথায় ।। ১২ ।।

পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন। কামের প্রধান অস্ত্র নারী অতএব সেই নারীকে জয় করিলে সেই কামের নকল সহায়

পরাজিত হইয়া নিষ্ফল ও ভগ্নোদ্যম হইবে। সেইরূপ জ্ঞান হইতেছে।

চন্দ্রশ্চন্দনমিন্দুধাম ধবলা রাত্র্যো দ্বিরেফাবলী, ঝঙ্কারোম্মুখরা বিলাসবিপিনোপান্তা বসন্তোৎসবাঃ। মন্দ্রধ্বান ঘনো দয়াশ্চ দিবসামন্দাঃ কদম্বানিলাঃ, শৃঙ্গার প্রমুখাশ্চ কামসুহৃদো নার্য্যাং জিতায়াং জিতাঃ॥ ১৩॥

যদি নারীকে জয় করা যায় তবে ইন্দুচন্দন পূর্ণেন্দু কিরণেতে উজ্জ্বলা রজনী, মধুকর নিকরের শব্দায়মান ক্রীড়া কানন, বসন্ত ঋতু, গম্ভীরধ্বনি বিশিষ্ট সজলজলদাবলীতে শীতল দিবস, কদম্বকুসুম সৌরভেতে মন্দ২ অনিল, এবং শৃঙ্গাররস প্রভৃতি কামের প্রিয় সুহৃৎ, ইহারা সুতরাং পরাজিত হয়॥ ১৩॥

অতএব অতিশয় বিলম্বে প্রয়োজন নাই মহারাজ শীঘ্র আমাকে আজ্ঞা করুন।

সোহহং প্রকীর্ণৈঃ পরিতো বিচারৈঃ,শরৈ রিবোন্মথ্য বলংপরেষাং। সৈন্যং কুরূণামিব সিন্ধুরাজং,গাণ্ডীব ধন্বেব নিহন্মি কামং॥ ১৪॥

আমি নিরন্তর বস্তুবিচারদ্বারা শত্রুগণের সৈন্য সকলকে পরাজয় করিয়া অবিলম্বে কামকে বধ করিব, যেমন অর্জ্জুন কুরুসৈন্য সকল পরাজয় করিয়া জয়দ্রুতকে বধ করিয়াছিলেন॥ ১৪॥

তদনন্তর মহারাজ বিবেক, সন্তুষ্ট হইয়া বস্তুবিবেকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশক বাক্য কহিলেন, তবে

তুমি শত্রু জয়ার্থ সুসজ্জ হও। বস্তুবিবেক, মহারাজের সানুগ্রহ বাক্যে সানন্দ হইয়া যে আজ্ঞা মহারাজ এই নিবেদন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া নাট্যশালা হইতে গমন করিলেন, মহারাজ বিবেক মীমাংসানুগতামতীকে আজ্ঞা করিলেন যে তুমি ক্রোধের পরাজয়ের নিমিত্ত ক্ষমাকে আহ্বান কর। মীমাংসানুগতামতি, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক যে আজ্ঞা এই নিবেদন করিয়া ক্ষমার সহিত পুনর্ব্বার মহারাজের সম্মুখে উপস্থিতা হইলেন। ক্ষমা নিবেদন করিলেন।

ক্রোধান্ধকার বিকট ভ্রুকুটী তরঙ্গ, ভীমস্য সান্ধ্য
কিরণারুণ ঘোরদৃষ্টেঃ। নিষ্কম্পনির্ম্মল পয়োধি
গভীর তুল্য', ধীরাঃপরস্য পরিবাদ গিরঃ ক্ষমন্তে ॥ ১৫ ॥

তরঙ্গ রহিত অথচ নির্ম্মল যে গভীর সমুদ্র তাহার ন্যায় সুস্থির যে পণ্ডিত সকল তাঁহারা আমাকে অবলম্বন করিয়া শত্রুদিগের কটুবাক্য সকল সহিতেছেন যে সকল শত্রুগণ, ক্রোধস্বরূপ অন্ধকারেতে ভয়ানক যে ভ্রুদ্বয়ের কৌটিল্য তাহাতে ভয়ঙ্কর, এবং যে সকল শত্রুগণের নয়ন সন্ধ্যা কালীন সূর্য্যকিরণেতে বিকটাকার ॥ ১৫ ॥

এইরূপআত্মশ্লাঘা পুর্ব্বক পুনর্ব্বার ক্ষমা কহিলেন।

ক্লমোন বাচাং শিরসো ন শূলং, ন চিত্ততাপো ন
তনোর্ব্বিমর্দ্দঃ। ন চাপি হিংসাদিরনর্থ যোগঃ, শ্লাঘ্যা
পরং ক্রোধ জয়েহহ মেকা ॥ ১৬ ॥

ক্রোধকে জয় করিতে কেবল আমি সমর্থা হই দেখ ইহাতে বাক্য প্রয়োগ জন্য পরিশ্রম, শিরঃপীড়া, মন-

স্তাপ, শারীরিক ক্লেশ, এবং কোন প্রাণির হিংসা ও ধন ব্যয়াদিও হয়না অর্থাৎ যম নিয়ম ধ্যান ধারণাদির দ্বারা ক্রোধের জয় করিতে ইহারদিগের সকলেরি প্রয়োজন হয় কিন্তু আমার দ্বারা শত্রুর জয়ে ইহারদিগের কাহারো প্রয়োজন হয় না তথাচ পুরুষের সর্ব্বদা ক্ষমাতে যত্ন কয়া উচিত হয়॥ ১৬॥

এইরূপ কথোপকথন পুর্ব্বক ক্ষমা ও মীমাংসানুগতামতি নাট্যশালা হইতে গমন করিয়া ক্ষমাকে মীমাংসানুগতামতী কহিলেন হে প্রিয়সখি ক্ষমে! এই মহারাজ নিকটে গমন কর। ক্ষমা, নিকটে উপস্থিতা হইয়া মহারাজের জয় হউক জয় হউক এই শব্দোচ্চারণ পুর্ব্বক নিবেদন করিলেন এই মহারাজের দাসী ক্ষমা আমি, অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি। মহারাজ বিবেক, কহিলেন যে, ক্ষমা তুমি এই স্থানে উপবিষ্টা হও। ক্ষমা উপবিষ্টা হইয়া নিবেদন করিলেন যে, মহারাজ আজ্ঞা করুন কি নিমিত্তে দাসীকেআহ্বান করিয়াছেন, মহারাজ বিবেক কহিলেন আমি বুঝিলাম যে, তুমি এই সংগ্রামেতে দুরাত্মা ক্রোধকে জয় করিবে, ক্ষমা, কহিলেন মহারাজের চরণের অনুগ্রহেতে মহামোহকেও জয় করিতে পারি তাহার অনুচর ক্রোধকে জয় করা কি আশ্চর্য্য।

> তৎপাপ কারিণ মকারণ বাধিতারং, স্বাধ্যায় দেব
> পিতৃযজ্ঞতপঃ ক্রিয়াণাং। ক্রোধং স্ফুলিঙ্গমিব
> দৃষ্টিভিরুদ্বমন্তং,কাত্যায়নীবমহিষং বিনিপাতয়ামি॥ ১৭।

অতএব যেমন কাত্যায়নী দুর্গা মহিষাসুরকে নিপাত করিয়াছিলেন তেমন পাপকারী বেদাধ্যয়নাদি, দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ও তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্মের নিষ্কারণ প্রতি-

.বন্ধক সেই ক্রোধকে আমি শীঘ্র নিপাত করি যে ক্রোধের দৃষ্টি সকল যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়॥ ১৭॥

মহারাজ বিবেক, কহিলেন হে ক্ষমে! ক্রোধকে জয় করিবার উপায় আমরা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। ক্ষমা, কহিলেনমহারাজ আমি নিবেদন করি শ্রবণ করুন॥

> ক্রুদ্ধেস্মের মুখাবলোকন মথারিষ্টে প্রসাদ ক্রমো,
> ব্যাক্রোশে কুশলোক্তি রাত্ম দুরিত চ্ছেদোৎসবস্তা
> ডনে। ধিগ্জন্তো রঞ্জিতাত্মনোহস্য মহতী দৈবা
> দুপেতা বিপর্দ্দুর্ব্বারেতিদয়া রসার্দ্র মনসঃ ক্রোধস্য
> কুত্রোদয়ঃ॥ ১৮

ক্রুদ্ধব্যক্তিতে হাস্যমুখে সম্ভাষা করিবে অপকারি ব্যক্তিতে প্রসন্নতা প্রকাশ করিবে, কটুভাষি ব্যক্তিতে কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে এবং তাড়নকারি ব্যক্তিতে আত্ম পাপ খণ্ডনের কীর্ত্তন করিবে এইরূপ ব্যবহার করিলেও অবশচিত্ত ব্যক্তির যদি দৈবাৎ অনিবার্য্য মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয় তবে তাহাকে ধিক্ কিন্তু করুণা রসেতে আর্দ্র চিত্ত ব্যক্তিদিগের কোনরূপে ক্রোধের উদয় হইতে পারিবে না॥ ১৮॥

তদনন্তর মহারাজ বিবেক, ক্ষমাকে পুনঃ সাধুবাদ করিলেন। ক্ষমা, কহিলেন মহারাজ, ক্রোধের পরাজয় হইলেই হিংসা কটুবাক্যাদি মত্ততা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যপ্রভৃতিও পরাজিত হইবে। মহারাজ বিবেক, আজ্ঞা করিলেন আমি অদ্য তোমাকে ক্রোধের পরাজয়ের নিমিত্ত নিযুক্তা করিলাম, পরে যে আজ্ঞা মহারাজ এই কথা কহিয়া ক্ষমা, নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করি-

লেন। তদনন্তর মহারাজ বিবেক, মীমাংসানুগতামতিকে আজ্ঞা করিলেন, লোভের পরাজয়ের নিমিত্ত সন্তোষকে আহ্বান কর পশ্চাৎ যে আজ্ঞা মহারাজ এইকথা কহিয়া মীমাংসানুগতামতি, সন্তোষকে আনয়নের নিমিত্ত প্রস্থান করিয়া কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে সন্তোষের সহিত নাট্যশালাতে প্রবেশ করিলেন। সন্তোষ, ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া সদয় বচন কহিলেন।

ফলং স্বেচ্ছা লভ্যং প্রতিদিন মখেদং ক্ষিতিরুহাং,
পয়ঃ স্থানে২ শিশির মধুরং পুণ্যসরিতাং। মৃদুস্পর্শা
শয্যা সুললিতলতা পল্লবময়ী, সহন্তে সন্তাপং তদপি
ধনিনাং দ্বারি কৃপণাঃ॥ ১৯॥

কোন্ বনেতে বৃক্ষের ফল স্বেচ্ছানুসারে অনায়াস লভ্য না হয়, পুণ্যনদীর সুশীতল অথচ সুমধুর জল ও স্থানে২ অনায়াসলভ্য হয়, এবং সুললিত লতা পল্লবেতে বির-চিতা কোমলস্পর্শা শয্যা ও কাহার অনায়াস লভ্য না হয়, তথাপি অবিবেকিলোকেরা ধনিদিগের দ্বারে নানা-বিধ সন্তাপে সন্তপ্ত হইতেছে॥ ১৯॥

পরে সন্তোষ, আকাশের প্রতি অবলোকন করিয়া কহিলেন, অরে মূঢ় লোভ, শ্রবণ কর, তোর এই ব্যামোহ অখণ্ডনীয় সেইরূপ জ্ঞান হইতেছে।

সমারম্ভা ভগ্নাঃ কতি কতি ন বারাং স্তবপশো, পি-
পাসোশুচ্ছেহস্মিন্ দ্রবিণমৃগতৃষ্ণার্ণবজলে। তথাপি
প্রত্যাশা বিরমতি নতেহদ্যাপি শতধা, বিশীর্ণং
যচ্চেতো নিয়ত মশনিগ্রাব ঘটিতং॥ ২০॥

অরে মূর্খ পিপাসাতুর লোভ এই তুচ্ছ ধনাশা স্বরূপ মৃগতৃষ্ণা সমুদ্রজলে কতং বার তোর অভিলষিত কর্ম্মের উদ্যোগ ভঙ্গ না হইয়াছে তথাপি অদ্যাপি তোর প্রত্যাশার নিবৃত্তি হয় নাই, এবং চিত্ত ও শতং ভাগে বিশীর্ণ হয় নাই যেহেতু তোর চিত্ত ব্রজতুল্য পাষাণেতে নির্ম্মিত ॥ ২০ ॥

দেখ অরে লোভ সেই আশা পিশাচী তোর হৃদয়ে আর ও এক চমৎকার বিস্তার করিতেছি।

লভ্যং লব্ধমিদংচ লভ্যমধিকং তন্মূল লভ্যং ততো,
লভ্যঞ্চা পরমিত্যনারত মহো লভ ং ধনং ধ্যায়সি।
নৈতদ্বেৎসি পুনর্ভবন্ত মচিবাদাশা পিশাচীবলাৎ,সর্ব্ব
গ্রাসমিয়ং গ্রসিষ্যতি মহামোহান্ধকারাবৃতং ॥ ২১॥

যেহেতু তুই অবিরত এইরূপে ধনের ধ্যান করিতেছিস্ যে আমি এই ধন লাভ করিয়াছি এবং এই অধিক ধনলাভ করিব, পুনর্ব্বার সেই ধনের দ্বারা অন্য অধিক ধন লাভ হইবে কিন্তু তুই জানিস্ না যে মহামোহান্ধকারে আবৃত যে তুই তোকে এই আশা পিশাচী পুনর্ব্বার বলাৎকারে সর্ব্বগ্রাস করিবেক ॥ ২১ ॥

ধনং তাবল্লব্ধং কথমপি তথাপ্যস্য নিয়তং,বিনাশে
নাশে বা তব সতি বিয়োগো পুভয়থা। অনুৎপাদঃ
শ্রেয়ান্ কিমু কথয় পথ্যোঽথ বিলয়ো, বিনাশো ল-
ব্ধস্য ব্যথয়তিতরাং নত্বনুদয়ঃ ।২২ ॥

এবং যদ্যপি তুমি অতিকষ্টে বহুধন সঞ্চয় করিয়াছ তথাপি সেই ধনের কিম্বা তোমার শরীরের নাশ হইলে

উভয় স্থায়ী ধনের স্বত্বনাশ হইবে অতএব তুমি কহ দেখি ধনের অপ্রাপ্তি শ্রেয়ঃ কি বিনাশ শ্রেয়ঃ হয় দেখ লব্ধধনের বিনাশ যাদৃশ দুঃখজনক তাহার অলাভ তাদৃশ দুঃখজনক হয় না ॥ ২২ ॥

মৃত্যু র্মাদ্যতি মূর্দ্ধ্নি শশ্বদুরগী ঘোরা জরারূপিণী,
ত্বামেষা গ্রসতে পরিগ্রহময়ৈ র্গৃধ্রৈর্জগৎ গ্রস্যতে।
ধৃত্বা বোধ জলৈ রবোধবহুলং তল্লোভ জন্যং রজঃ,
সন্তোষামৃত সাগরাম্ভসি সুখং মগ্নশ্চিরং স্থাস্যতি ॥ ২৩।

এবং তোমার মস্তকে মৃত্যু বার২ নৃত্য করিতেছে আর বার্দ্ধক্যাবস্থারূপিণী যে ভয়ানক কাল ভুজঙ্গী সে তোমাকে প্রতি দিন গ্রাস করিতেছে এবং পরিজন স্বরূপ গৃধ্রেরা জগৎকে গ্রাস করিতেছে অতএব তুমি অজ্ঞানেতে পুঞ্জীকৃত লোভ জন্য যে রজঃ তাহা জ্ঞানজলে ধৌত কর যাহাতে সন্তোষ স্বরূপ সাগরের জলে মগ্ন হইয়া তুমি চিরকাল দিন যাপন করিবা ॥ ২৩ ॥

ইতিমধ্যে মীমাংসানুগতামতি সন্তোষকে কহিলেন এই মহারাজ তুমি নিকটে উপস্থিত হও। পরে সন্তোষ, মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে মহারাজের জয় হউক২ মহারাজ সন্তোষ আমি প্রণাম করি ভাল আইস এই স্থানে উপবিষ্ট হও এই বাক্যের দ্বারা মহারাজ বিবেক সন্তোষকে আপনার নিকটে বসাইলেন। সন্তোষ, নিকটে উপবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ এই আজ্ঞাকারি পরিজনকে আজ্ঞা করুন্। পরে মহারাজ বিবেক, আজ্ঞা করিলেন যে তোমার পরাক্রম আমি জানি অতএব বিলম্বে কিছু প্রয়োজন

নাই তুমি শীঘ্র লোভের পরাজয় নিমিত্ত বারানসী প্রস্থান কর। সন্তোষ, নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা মহারাজ।

নানামুখং ত্রিজয়িনং জগতাং ত্রয়াণাং, দেবদ্বিজাতি বধ বন্ধন লব্ধবুদ্ধিং। রক্ষোধিনাথ মিব দাশরথঃ প্রসহ্য, নির্জ্জিত্য লোভ মবশং তরসা পিনধ্মি॥ ২৪॥

আমি সেই ত্রৈলোক্য বিজয়ি বহুমুখ দেব ব্রাহ্মণাদির হিংস্রক এবং অবশতাপন্ন লোভকে শীঘ্র অতিবেগে জয় করিয়া চূর্ণ করিব, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, রাক্ষসাধিপতি রাবণকে জয় করিয়াছিলেন॥ ২৪॥

এই কথা কহিয়া সন্তোষ, নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। ইতিমধ্যে বিজয় প্রস্থানের শুভলগ্ন নির্ণয় করিয়া এক সুবেশ গণক, নাট্যশালাতে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে নিবেদন করিলেন যে মহারাজ বিজয় প্রস্থানে মাঙ্গল্য দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইয়াছে অতএব মহারাজ এই সময়ে বারানসীতে যাত্রা করুন্। মহারাজ বিবেক, গণকের প্রতি আজ্ঞা করিলেন তবে সেনাপতি সকলকে প্রস্থান করিতে আজ্ঞা দেও। গণক যে আজ্ঞা মহারাজ এই নিবেদন করিয়া নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন এই সময়ে নেপথ্যে উচ্চৈঃশব্দে কোলাহল হইল।

সজ্জন্তাং গণ্ডভিত্তিচ্যুতমদমদিরা মত্তভৃঙ্গাঃ করীন্দ্রা, যুজ্যন্তাং স্যন্দনেষু প্রসভজিত মরুচ্চণ্ডবেগাস্তুরঙ্গাঃ। কুন্তৈর্নীলোৎপলানাং বনমিব ককুভা মন্তরালে সৃজন্তঃ,পাদাভাঃ সঞ্চরন্তু প্রথমমসিলতাপাণয়শ্চাশ্ব বাহাঃ॥ ২৫॥

হস্তি সকল, সজ্জীভূতকর যে সকল হস্তিতে কুম্ভদ্বয় হইতে নির্গত মদিরার গন্ধেতে ভ্রমর সকল মত্ত হইতেছে এবং প্রচণ্ড বায়ু হইতেও অধিক বেগ বিশিষ্ট অশ্ব সকলকে উত্তম২ রথেতে যুক্ত কর, এবং তদনন্তর পদাতিক সকল গমন করুক্ যে সকল পদাতিকদিগু মণ্ডলের মধ্যে নারাচ অস্ত্রের দ্বারা যেন নীলোৎপলের বন সৃষ্টি করিতে পারে এবং সর্ব্বাগ্রে অশ্বারূঢ় পুরুষ সকল, খড়্গহস্ত করিয়া গমন করুক্ ॥ ২৫ ॥

মহারাজ,সেই কোলাহল শ্রবণ করিয়া পার্শ্বস্থ মন্ত্রিবর্গের প্রতিআদেশ করিলেন যে তবে আমরা কৃত মঙ্গল হইয়া প্রস্থান করি সারথিকে আজ্ঞা কর যুদ্ধের রথ সুসজ্জ করিয়া আনয়ন করুক্। পার্শ্বস্থ মন্ত্রী, যে আজ্ঞা মহারাজ এই কথা কহিয়া নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর সারথি যুদ্ধের রথ সুসজ্জ করিয়া নাট্যশালাতে প্রবিষ্ট হইয়া নিবেদন করিলেন যে হে চিরজীবি মহারাজ এই সুসজ্জ রথ ইহাতে আরোহণ করুন্। মহারাজ বিবেক, মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক সেই রথে আরোহণ করিলেন সারথি, রথের বেগ আরম্ভ করাইয়া নিবেদন করিলেন হে চিরজীবি মহারাজ, দর্শন করুন্২।

> উদ্ধূতপাংশুপটলাম্বুমিত প্রচণ্ড, ধাবৎ খুরাগ্রচয় চুম্বিত ভূমি ভাগাঃ। নির্ম্মথ্যমান জলধি ধ্বনিঘোর ঘোষ, মেতে রথং গগণ সীম্নি বহন্তি বাহাঃ ॥ ২৬ ॥

মন্থন কালীন সমুদ্রের ন্যায় ঘোরতর শব্দ যেরূপে হয় এইরূপে এই ঘোটক সকল, রথকে বহন করিতেছে যে সকল ঘোটক উর্দ্ধেতে উড্ডীয়মান ধূলি সমূহের দ্বারা

অনুমিত যে প্রচণ্ড ধাবমান স্বকীয় খুরের অগ্রভাগ সকল তাহার দ্বারা ভূমি ভাগকে স্পর্শ করিতেছে। পুনর্ব্বার সারথি, নিবেদন করিলেন যে মহারাজ দর্শন করুন২ এই নিকটে ত্রিভুবন পাবনী বারানসী নগরী দর্শন হইতেছে।

অমীপারা যন্ত্র স্খলিত জলঝঙ্কার মুখরা, বিভা-
ব্যন্তে ভূয়ঃ শশিরুচিরচঃ সৌধশিখরাঃ। বিচিত্রা
যন্ত্রোচ্চৈঃশরদমলমেঘান্তবিলস, ত্তড়িল্লেখালক্ষ্মীং
বিতরতি পতাকাবলিরিয়ং ॥ ২৭ ॥

যে বারানসীতে চন্দ্রকিরণের ন্যায় শুভ্র বর্ণা অথচ জলসেচন যন্ত্র হইতে স্খলিতজলের ঝঙ্কারেতে শব্দায়মান অট্টালিকার অগ্রভাগ দৃষ্ট হইতেছে যে সকল অট্টালিকার অগ্রভাগে এই উচ্চ পতাকা শ্রেণী শরৎকালীন নির্ম্মল মেঘের মধ্যে বিরাজমান বিদ্যুল্লতার শোভা ধারণ করিতেছে॥ ২৭ ॥

কিঞ্চিৎদূর গমন করিয়া পুনর্ব্বার সারথি, নিবেদন করিলেন মহারাজ এই বারানসী নগর পর্য্যন্ত অরণ্য ভূমিসকল অতি নিকটে দৃষ্ট হইতেছে যে অরণ্য ভূমিসকল সুগন্ধি কুসুমের প্রত্যেক কলিকাতে উপবিষ্ট ভ্রমর শ্রেণীর শব্দেতে চঞ্চল এবং অল্প প্রফুল্ল পুষ্পকলিকা সকল হইতে নির্গত হইতেছে যে মকরন্দ বিন্দু সকল তাহাতে আর্দ্র এবং সুগন্ধি কুসুমের সৌরভে আমোদিত স্নিগ্ধ অথচ নিবিড় ছায়াবিশিষ্ট তরুগণেতে শোভিত যে অরণ্য ভূমিতে এই বায়ুগণেরাও পাশুপতব্রতাচারি তপস্বির ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন। সেইরূপ জ্ঞান হইতেছে।

তোয়ার্দ্রাঃ সুরসরিত সিতাঃ পরাগৈ,রর্চ্চন্তশ্চূতরু সু-
মৈরিবেন্দু মৌলিং। প্রোদ্গীতং মধুপরুতৈঃ স্তুতিং
পঠন্তো, নৃত্যন্তি প্রচল লতাভুজৈঃ সমীরাঃ॥ ২৮॥

সুরধুনীর সলিলে সুশীতল অথচ পুষ্পের ধূলিতে শুক্ল-
বর্ণ বায়ুগণেরা নানাবিধ পুষ্পের দ্বারা বুঝি মহাদেবকে
পূজা করিতেছেন এহং সংগীতস্বরূপ ভ্রমরগণের শব্দের
দ্বারা স্তব পাঠ করিতেছেন এবং চঞ্চল লতাস্বরূপ ভুজের
উত্তোলন দ্বারা নৃত্য করিতেছেন অর্থাৎ যেমন শিব পুজ-
কেরা কৃতস্নাত ও বিভূতি লেপন দ্বারা শুক্লাঙ্গ হইয়া শিবের
পূজা ও স্তুতি এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন বায়ুগণের
দিগকে ও সেইরূপ দেখিতেছি॥ ২৮॥

মহারাজ বিবেক, সানন্দ অবলোকন করিয়া কহিলেন।

এষান্তর্দ্দধতী তমোবিঘটনাদানন্দ মাত্ম প্রভং, চেতঃ
কর্ষতি চন্দ্রচূড়বসতি র্বিদ্যেব মুক্তেঃপদং। ভূমেঃ
কণ্ঠ বিলম্বিনীব কুটিলা মুক্তাবলী জাহ্নবী, যত্রেয়ং
হসতীব ফেণপটলৈর্বক্রাংকলামৈন্দবীং॥ ২৯॥

তমোগুণের বিনাশ হেতুকআত্মজাত পরমানন্দ বিধান-
কারিণী এই বারানসী, আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতে-
ছেন যেমন তত্ত্বজ্ঞান, মুক্তিকে আকর্ষণ করেন যে বারান-
সীতে গঙ্গা, ফেণা সমূহের দ্বারা কুটিল চন্দ্রকলাকে উপহাস
করতঃ বারানসীর কণ্ঠে লগ্ন অর্দ্ধচন্দ্রাকার মুক্তাহারের ন্যায়
শোভা ধারণ করিতেছেন॥ ২৯॥

সারথি, কিয়দ্দূর গমনানন্তর নিবেদন করিলেন হে
চিরজীবি মহারাজ দর্শন করুন২ এই অনাদি কেশব
বিষ্ণুর পবিত্রস্থান সে স্থান সুরনদী গঙ্গার মধ্যস্থলস্থিত

স্থলের অলঙ্কার বিশেষ। মহারাজবিবেক, আনন্দিত হইয়া কহিলেন।

এষ দেবঃ পুরাবিদ্ভিঃ, ক্ষেত্রস্যাত্মেতি গীয়তে। যত্র
দেহং সমুৎসৃজ্য, পুণ্যভাজো বিশন্তিযং॥ ৩০॥

অহে সারথি এই মহাদেবকে, পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা বারানসীর অধিষ্ঠাতা বলিয়া গান করেন যে বারানসীতে দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যশীল লোকেরা, যে মহাদেবেতে প্রবিষ্ট হয়েন॥ ৩০॥

সারথি নিবেদন করিলেন, মহারাজ দর্শন করুন২ এই কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি সকলে তোমার দর্শন মাত্রেই বারানসী হইতে দূরে পলায়ন করিতেছে। মহারাজ বিবেক, কহিলেন ভাল চল আমরা বারানসীতে প্রবেশ করিয়া ভগবান্ অনাদি কেশবকে নমস্কার করি পশ্চাৎ রথ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বারানসীতে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবান্‌কে অবলোকন করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন হে ভগবন্ তুমি জয়যুক্তহও২ হে দেব তোমাকে নমস্কার, তুমি ভক্তজনকে ভববন্ধনছেদক তত্ত্বজ্ঞান প্রদান কর, যে তুমি অমরগণের শিরস্থ কিরীটের মণি শ্রেণীর দ্বারা দেদীপ্যমান স্থানের সমীপবর্ত্তী চরণাম্ভোজদ্বয়ের উজ্জ্বল নখশ্রেণীর জ্যোতিঃ স্বরূপ খদ্যোত শ্রেণীর দ্বারা বিবিধ বিচিত্রিত যে সুবর্ণময় পাদপীঠ তাহাতে জাজ্বল্যমান যে দ্বৈতবাদি মতসিদ্ধ সিদ্ধান্ত জনিত নানাবিধ ভ্রান্তিতে ব্যাকুলচিত্ত স্তুতিপাঠকদিগের মিথ্যা জ্ঞানজন্য বাসনা স্বরূপ নিদ্রার অপহরণে নিপুণতর এবং ভূমণ্ডলের উদ্ধারণের ইচ্ছাতে যে পৃথিবীতে দন্তাঘাত তৎপ্রযুক্ত দন্তা-

গ্রভাগ হইতে বিচলিত হইয়াছে পর্ব্বত সমূহ যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ বরাহরূপ, এবং ক্রমেং আক্রান্ত হইয়াছে ত্রিভুবন যৎকর্ত্তৃক অর্থাৎ বামনরূপ, এবং যে তুমি প্রবল বাহুবলেতে উদ্ধৃত যে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত স্বরূপ ছত্র তাহার দ্বারা ইন্দ্রকৃত আকালিক প্রচণ্ড মেঘবর্ষণ নিবারণ করিয়াছ এবং ত্রাসযুক্ত গোপদিগের ত্রাণের দ্বারা ত্রিভুবনের বিশ্বাস জন্মাইয়াছ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপ, এবং যে তুমি একদা সহমরণোদ্যত রিপুবনিতা সমূহের ললাট লিপ্ত সিন্দূর স্বরূপ আরক্ত সন্ধ্যাকালীন কিরণ সমূহের ছটার দ্বারা প্রচণ্ড সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়াছ, অর্থাৎ পরশুরাম রূপ, এবং প্রচণ্ড হিরণ্যকশিপু দৈত্যেন্দ্রের বক্ষঃস্থল স্বরূপ কঠোর কপাটের বিদারণে শক্তিমতী যে উজ্জ্বল নখশ্রেণী তাহাতে শোভিত যে হস্তদ্বয় তাহা হইতে নির্গত হইয়া উৎপন্ন যে রক্ত সমুদ্র তাহাতে লোকত্রয়কে মগ্ন করিয়াছ, অর্থাৎ নৃসিংহরূপ, এবং যে তুমি ত্রিভুবন রিপু যে কৈটভ নামা দৈত্য তাহার ঊর্দ্ধীকৃত কণ্ঠের অস্থি সমূহের ছেদনের নিমিত্ত করধৃতচক্রের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ স্বরূপ শতং উল্কার দ্বারা ঊর্দ্ধীকৃত বাহুদণ্ডকে উজ্জ্বল করিয়াছ, অর্থাৎ বিষ্ণুরূপ, এবং যে তুমি, দুর্গার বাহুবলেতে ঘূর্ণায়মান মন্দর পর্ব্বত স্বরূপ মন্থন দণ্ডেতে মথিত যে দুগ্ধ সমুদ্র তাহা হইতে উত্থিতা যে লক্ষ্মী তাঁহার ভুজতলার আলিঙ্গন কালে বক্ষঃস্থল সংলগ্ন যে পীনোন্নত পয়োধর দ্বয়ের মধ্যস্থ চন্দনাদি রচিত চিত্র বিশেষের চিহ্নিতে চিহ্নিত যে বক্ষঃস্থল তাহাতে শোভিত, এবং উজ্জ্বল মুক্তাফল রচিত হারের প্রভা সমূহেতে উজ্জ্বল যে কণ্ঠ তাহাতে উজ্জ্বলিত। তদনন্তর মহারাজ বিবেক, ও সারথি অনাদি কেশবের মন্দির হইতে নৃত্য করিতেং নির্গত হইয়া সমস্ত বারা-

নদী অবলোকন করিয়া এই দেশ সুন্দর, আমারদিগের নিবাসের উপযুক্ত, অতএব এই স্থানেতেই রাজপতাকা রোপণ করি এই কথা কহিয়া নাট্যশালা হইতে নির্গত হইলেন।

ইতি বিবেকোদ্যোগোনাম চতুর্থোহঙ্কঃ।

তদনন্তর শ্রদ্ধা নাট্যশালাতে প্রবিষ্টা হইয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন যে এই উপায় উপযুক্ত বটে।

নির্দ্দহতি কুলমশেষং জ্ঞাতীনাং বৈরসম্ভবঃ ক্রোধঃ।
বনমিবঘনপবনাহততরুবরসংঘট্টসম্ভবোদহনঃ ॥ ১ ॥

যেহেতু শত্রুতা জন্য যে ক্রোধ, সে জ্ঞাতিদিগের কুল নিঃশেষে নাশ করে যেমন প্রবল বায়ুতে আহত তরুগণের পরস্পর ঘর্ষণ জন্য যে অগ্নি, সে নিঃশেষে সকল বন, দগ্ধ করে ॥ ১ ॥

অতঃপর বৈরাগ্যের উৎপত্তি হইবেক। শ্রদ্ধা, রোদন করিতে২ কহিলেন যে একি আশ্চর্য্য! বন্ধুদিগের বিনাশ জন্য দারুণ শোকানল অনিবার্য্য হয় যেহেতু বিবেক স্বরূপ শত২ জল ধারাতেও নির্ব্বাণ হয় না। সেইরূপ হইতেছে।

ধ্রুবংধ্বংসো ভাবী জলনিধি মহীশৈলসরিতা, মতো
মৃত্যোঃশীর্য্যতৃণ লঘুযু কা জন্তুষু কথা। তথাপ্যুচ্চৈ
র্বন্ধুব্যসন জনিতঃ কোহপি বিষমো,বিবেকপ্রোন্মাথী
দহতি হৃদয়ং শোক দহনঃ ॥ ২ ॥

যদ্যপি সমুদ্র, পৃথিবী, পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতিরো নিশ্চয় বিনাশ হইবেক অতএব জীর্ণতৃণের ন্যায়, লঘুজীবসকলের মৃত্যু কি আশ্চর্য্য, তথাপি বন্ধুদিগের বিনাশ জনিত যে কোন অনির্ব্বাণীয় বিবেক ধ্বংসকারী বিষম প্রবল শোকানল আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে ॥ ২ ॥

যেহেতু ক্রূরস্বভাব এই মহামোহ প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গেরা বিনষ্ট হইলে আমার এইরূপ দুঃখ হইতেছে।

নিকৃন্ততীব মর্ম্মাণি দেহং শোষয়তীব মে। দহতীবান্ত
রাত্মানং ক্রূরঃ শোকাগ্নি রুচ্ছিখঃ ॥ ৩ ॥

ক্রূর প্রজ্জ্বলিত শোকানল, যেন আমার মর্ম্মের ছেদ, দেহের শোষণ, এবং অন্তরাত্মার দাহ করিতেছে ॥ ৩ ॥

তদনন্তর শ্রদ্ধা, ক্ষণকাল চিন্তাপূর্ব্বক করুণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন যে আমাকে বিষ্ণুভক্তি দেবী এই আজ্ঞা করিয়াছেন যে আমি বারানসী ত্যাগ করিয়া ভগবানের শালগ্রাম ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ কাল বাস করি যেহেতু এই বারানসীতে হিংসা, যুদ্ধ দর্শনেতেই প্রায় পলায়ন করিয়াছে কিন্তু তুমি আমার নিকটে গমন করিয়া সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিবা। অতএব আমি বিষ্ণুভক্তি দেবীর নিকটে গমন করিয়া যুদ্ধের বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করি এই কথা কহিয়া শ্রদ্ধা কিঞ্চিদ্দূর গমন ও অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে এই চক্রতীর্থ, যে চক্রতীর্থেতে অপার সংসার সাগর পারের তরণির কর্ণধার শ্রীভগবান্ হরি স্বয়ং বিরাজমান হইতেছেন। তদনন্তর শ্রদ্ধা, হরিকে প্রণাম করিয়া দেখিলেন যে মহামুনি গণ কর্ত্তৃক উপাস্যমানা এই দেবী বিষ্ণুভক্তি, শান্তির

সহিত কোন মন্ত্রণা করিতেছে এই সময়ে আমি নিকটে গমন করি। তদনন্তর বিষ্ণুভক্তি ও শান্তি নাট্যশালাতে প্রবেশ করিয়া শান্তি কহিলেন হে দেবী বিষ্ণুভক্তি অদ্য তোমাকে কেন অত্যন্ত চিন্তাতে ব্যাকুলা দেখিতেছি বিষ্ণুভক্তি, উত্তর করিলেন হে বৎসে শান্তি আমার হৃদয় অত্যন্ত অস্থির হইতেছে যেহেতু বীরবরেরা প্রাণ সংশয় হয় যাহাতে এবম্ভূত এই মহৎ সংগ্রামে মহাবল মহামোহের বিপক্ষরূপে স্থিত বিবেকের কি বৃত্তান্ত তাহা আমি জানি না। শান্তি, নিবেদন করিলেন হে দেবি চিন্তার বিষয় কি তুমি যদি সদয়া হও তবে মহারাজ বিবেকের অবশ্য জয় হইবেক। বিষ্ণুভক্তি, কহিলেন।

যদ্যপ্যভ্যুদয়ঃ প্রায়ঃ, প্রমাণাদবধার্য্যতে। কামং
তথাপি সুহৃদামনিষ্টাশঙ্কি মানসং ॥ ৪ ॥

হে বৎসে! শান্তি যদ্যপি আত্মীয়জনের মঙ্গল প্রত্যক্ষতো দৃষ্ট হয় তথাপি সর্ব্বদা সুহৃজ্জনের মনেতে অনিষ্টেরই আশঙ্কা জন্মে বিশেষতঃ শ্রদ্ধার বহুকাল অনাগমন, মনেতে সন্দেহ জন্মাইতেছে ॥ ৪ ॥

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধা, নিকটে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন হে দেবি বিষ্ণুভক্তি আমি তোমাকে প্রণাম করি, বিষ্ণুভক্তি কহিলেন শ্রদ্ধে তুমি সুখে আসিয়াছ শ্রদ্ধা শিষ্টাচর করিলেন হে দেবি তোমার অনুগ্রহেতে। তদনন্তর শান্তি, নিজজননী শ্রদ্ধাকে অবলোকন করিয়া প্রণাম করিলেন শ্রদ্ধা কহিলেন বৎসে শান্তি তুমি আমাকে আলিঙ্গন কর শান্তি শ্রদ্ধাকে আলিঙ্গন করি-

লেন তদনন্তর বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন বারা-
নসীতে যুদ্ধের বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, হাস্য করিতে২ নিবেদন
করিলেন দেবীর প্রতিকুলাচরণকারী মহামোহাদির সমু-
চিত ফল হইয়াছে, বিষ্ণুভক্তি, কহিলেন তাহা বিস্তারিত
রূপে কহ, শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন হে দেবি! শ্রবণ করুন
তুমি আদি কেশবের মন্দির হইতে আগমন করিলে সূর্য্যো-
দয়ানন্তর অর্থাৎ যুদ্ধের উপযুক্তকালে আমারদিগের বিবে-
কাদির ও মহামোহাদির সৈন্য সাগরের মধ্যে মহারাজ
বিবেক, ন্যায় শাস্ত্রকে দূত করিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন
যে সৈন্য সাগর, শব্দায়মান জয় ঢক্কার শব্দেতে আহূয়মান
অনেক বীরবরদিগের ঘোরতর সিংহনাদের দ্বারা দিক্-
সকলের মধ্যবর্ত্তিলোক সকলকে বধির করিয়াছে এবং
খরতর তুরগ সমূহের খুর দ্বারা ক্ষুণ্ণ ভূমণ্ডল হইতে অবিরত
উড্ডীয় ধূলি সমূহের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়াছে
এবং কর্ণ পত্রের অর্থাৎ কানের পাতার প্রবলতর আস্ফা-
লনেতে উড্ডীয়মান যে প্রমত্ত করিসমূহের কুম্ভস্থ সিন্দূর
সমূহ তাহার দ্বারা দিক্সকলকে আরক্ত সন্ধ্যাকালীন
শোভা ধারণ করাইতেছে এবং মহাপ্রলয় কালীন নিবিড়-
তর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিতে ভয়ঙ্কর। সেই ন্যায়
শাস্ত্র, সৈন্যসাগরে গমন করিয়া মহামোহকে কহিয়া-
ছিলেন।

বিষ্ণোরায়তনান্যপাস্য সরিতাং কূলান্যরণ্যস্থলীঃ
পুণ্যাঃ পুণ্যকৃতাং মনাংসিচ ভবান্ ম্লেচ্ছানুব্রজেৎ
সান্বয়ঃ। নোচেৎসন্ত কৃপাণ দারিতভবৎপ্রত্যঙ্গ
ধারাক্ষরদ্রক্তস্ফীত বিদীর্ণবক্ত্রবিবরাঃ ফেৎকারিণঃ
ফেরবঃ॥ ৫॥

অহে মহামোহ মহারাজ বিবেক, যে আজ্ঞা করিয়াছেন তাহা শ্রবণ কর তুমি অনুচরদিগের সহিত বিষ্ণুমন্দির, পুণ্যনদীরতীর, পবিত্র অরণ্যস্থল, এবং পুণ্যাত্মা লোক দিগের মনঃ এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া সবংশে ম্লেচ্ছদেশে শীঘ্র গমন কর যদি গমন না কর তবে মৎ-কর্ত্তৃক অস্ত্র শস্ত্রের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত যে তোমার প্রত্যেক অঙ্গ তাহা হইতে নির্গত যে রক্তধারা সকল তাহাতে স্ফীত ও বিস্তারিত মুখ হইয়া শৃগালগণ, ফেৎকারী হউক্ অর্থাৎ ফেউঃ এই প্রকার শব্দ করুক্॥ ৫ ॥

বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধাকে কহিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি, শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন হে দেবি তদনন্তর এই কটু বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকটাকার ললাট তটে বক্রীকৃত ভ্রূভঙ্গি বিশিষ্ট ক্রুদ্ধ মহামোহ, ন্যায় শাস্ত্রের প্রতি কহিয়াছিলেন যে তবে সেই হতবুদ্ধি বিবেক, এই দুর্নীতির ফল অনুভব করুক। পশ্চাৎ যুদ্ধের নিমিত্ত প্রথমতঃ পাষণ্ডদিগের সহিত পাষণ্ড শাস্ত্র সকলকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

> সাবেদোপবেদাঙ্গ পুরাণধর্ম্ম, শাস্ত্রেতিহাসাদিভিরু
> চ্ছ্রিতশ্রীঃ। সরস্বতী পদ্মকরা শশাঙ্ক,সঙ্কাশকান্তিঃ
> সহসাবিরাসীৎ॥ ৬ ॥

ইতিমধ্যে আমারদিগেরো সৈন্য সকলের অগ্রে সরস্বতী দেবী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন যে সরস্বতী ইন্দু-কুন্দের ন্যায় শুক্লবর্ণা, পদ্মকরা, এবং বেদ, উপবেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ও ইতিহাসাদি এই সকল শাস্ত্রেতে শোভিতা॥ ৬ ॥

বিষ্ণুভক্তি শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি ? শ্রদ্ধা নিবেদন করিলেন হে দেবি ! তদনন্তর বৈষ্ণব, শৈব, ও সৌর প্রভৃতি সকল শাস্ত্র সরস্বতী দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন।

> সাংখ্যন্যায় কণাদ ভাবিত মহা ভাষ্যাদি শাস্ত্রৈ র্বৃতা, স্ফুর্জ্জন্ন্যায়সহস্র বাহু নিবহৈরুদ্দ্যোতয়ন্তী দিশঃ। মীমাংসা সমরোৎসুকা বিরভবৎ পূর্ণেন্দু কান্তাননা, বাগ্দেব্যাঃ পুরত স্ত্রয়ী ত্রিনয়না কাত্যায়নী বাপরা॥ ৭॥

তদনন্তর বাগ্দেবীর সমীপে দ্বিতীয়া কাত্যায়নীর ন্যায় যুদ্ধেতে আনন্দিতা মীমাংসা, উপস্থিতা হইলেন যে মীমাংসা, সাংখ্য পাতঞ্জল, ও বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রেতে বেষ্টিতা পূর্ণচন্দ্রবদনা এবং ঋক্ যজুঃ সাম এই বেদত্রয়ের স্বরূপ ত্রিনয়নেতে শোভিতা এবং দেদীপ্যমান ন্যায়-শাস্ত্র স্বরূপ সহস্র বাহুর দ্বারা দিক্ সকলকে প্রকাশিত করিতেছেন॥ ৭॥

শান্তি, শ্রদ্ধাকে কহিলেন যে হে মাতঃ! স্বভাবতঃ পরস্পর বিরোধী শ্রুতি পুরাণাদি শাস্ত্র সকলের ও ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শন শাস্ত্র সকলের কিরূপে এক বাক্যতা সম্ভব হইয়াছিল। শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন।

> সমানান্বয়জাতানাং পরস্পর বিরোধিনাং। পরৈঃ প্রত্যভিযুক্তানাং প্রসূতে সংহতিঃ শ্রিয়ং॥ ৮॥

হে পুত্রি শান্তি এক বংশজাত ব্যক্তি সকল, পরস্পর শত্রু ভাবাপন্ন হইলেও যদি পর কর্ত্তৃক পীড়িত হয়েন তবে তৎকালে তাহারদিগের এক বাক্যতা হয় তাহা হইতে জয়শ্রী জন্মে, যেহেতু বেদ প্রসূত শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ বিদ্যমানেও বেদ রক্ষণের ও নাস্তিক মত খণ্ডনের নিমিত্ত অবশ্য এক পরামর্শ হয় ফলতঃ তত্ত্ব বিচারক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে শাস্ত্র সকলের পরস্পর বিরোধ হয় না ॥ ৮ ॥

তাহা অবগতা হও।

> জ্যোতিঃশান্ত মনন্ত মদ্বয় মজং তত্তদ্‌গুণোন্মীলনাৎ,
> ব্রহ্মেত্যচ্যুতইত্যুমাপতিরিতি প্রস্তূয়তেহনেকধা।
> তৈস্তৈরেব সদাগমৈঃ শ্রুতিসখৈর্নানাপথ প্রস্থিতৈ র্গ
> ম্যো, হসৌ জগদীশ্বরো জলনিধি .রাবাং প্রবাহৈ-
> রিব ॥ ৯ ॥

উৎপত্তি বিনাশ রহিত স্থিরতর অদ্বিতীয় যে জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাকে সত্ত্ব রজ স্তমোগুণের উদ্রেক হেতুক কেহ২ ব্রহ্মা কেহ২ বিষ্ণু কেহ২ মহাদেব বলিয়া নানাবিধ স্তব করেন কিন্তু নানা পথগামী বেদবিরুদ্ধ প্রসিদ্ধ সাধু শাস্ত্র সকলের সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মই গম্য হয়েন যেমন নানা পথগামী জল প্রবাহ সকলের এক জলনিধি গম্য হয় ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুভক্তি, শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন হে দেবি! তদনন্তর হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিকদিগের এবং নিরন্তর নানাবিধ বাণ বর্ষণের দ্বারা সমরভূমিতে ঘোরতর অন্ধকারকারক যোদ্ধাদিগের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহা অবগতা হও।

বহুল রুধির তোয়াঃ স্রুবুস্তাঃস্রবন্তো যা,নিবিড়পি-
শিতপঙ্কাঃ কঙ্করঙ্কাবকীর্ণাঃ। শরনিবহ বিশীর্ণো-
ত্তুঙ্গ মাতঙ্গশৈল, স্খলিত রয়বিশীর্যচ্ছত্রহংসাবতং
সাঃ।১০॥

সেই তুমুল সংগ্রামে রক্তের মহানদী সকল গমন করি-
য়াছিল যে নদী সকল, সৈন্যদিগের মাংস স্বরূপ পঙ্কেতে
পঙ্কিল, মৎস্যরঙ্ক ও কঙ্ক প্রভৃতি পক্ষিগণেতে ব্যাপ্ত এবং
বাণাঘাতে বিদীর্ণ উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ স্বরূপ পর্ব্বত হইতে পতিত
ও বেগেতে খণ্ড২ শ্বেত ছত্র সকলের স্বরূপ রাজহংসেতে
শোভিত॥ ১০॥

সেই দারুণ মহাসংগ্রামে স্বপক্ষ পরপক্ষের পর-
স্পর বিরোধ হেতুক বৌদ্ধশাস্ত্র কর্ত্তৃক অগ্রে প্রেরিত
চার্ব্বাক মত, সৈন্যদিগের পরস্পর বিমর্দ্দনেই নষ্ট হইয়া-
ছিল। তদনন্তর বৌদ্ধদিগের শাস্ত্র সকল, নির্মূল হইয়া
বেদান্তাদি শাস্ত্র স্বরূপ সমুদ্রের প্রবাহে মগ্ন হইয়াছে। এবং
বৌদ্ধেরা ও সিন্ধু গান্ধার, পারসীক, মগধ, অঙ্গ, বঙ্গ,
কলিঙ্গ, ইত্যাদি ম্লেচ্ছদেশের তুল্য দেশে পলায়ন করি-
য়াছে। এবং পাষণ্ড, দিগম্বরসিদ্ধান্ত, ও কাপালিক প্রভৃতি
সকলে বহু পামর লোকেতে ব্যাপ্ত যে পঞ্চাল, মালব,
আভীর,ও আনর্ত্ত ইত্যাদি দেশে এবং নগরান্তে ও সাগরান্তে
তিরোভাবে নিবাস করিতেছে। এবং ন্যায়ানুগত মীমাংসা
শাস্ত্র কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রহারেতে জর্জ্জরীকৃত যে নাস্তিকদি-
গের তর্কশাস্ত্র সকল তাহারাও সেই পাষণ্ড, দিগম্বরসিদ্ধান্ত
কাপালিকদিগের পশ্চাৎগামী হইয়াছে। বিষ্ণুভক্তি,
শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা,
নিবেদন করিলেন হে দেবি! তদনন্তর কামিনী শরী-

রাদি, জঘন্য রক্ত মাংসাদি নির্ম্মিত হয় এইরূপ বস্তুবিচার কর্ত্তৃক কাম হত হইলেন। এবং ক্ষমা কর্ত্তৃক ক্রোধ, পারুষ্য ও হিংসা প্রভৃতি হত হইলেন এবং সন্তোষ কর্ত্তৃক লোভ, তৃষ্ণা, দীনতা, মিথ্যাবচন, চৌর্য্য ও প্রতিগ্রহ ইঁহারা পরাস্ত হইলেন এবং অনসূয়া কর্ত্তৃক মাৎসর্য্য, পরাজিত হইলেন, এবং পরোৎকর্ষ ভাবনা কর্ত্তৃক মদ, হত হইলেন পরে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুভক্তি, আহ্লাদিতা হইয়া কহিলেন উত্তম হইয়াছে ভাল, মহামোহের বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন হে দেবি! মহামোহও যোগের ব্যাঘাতকদিগের সহিত কোন গুপ্ত স্থানে লীন হইয়া আছেন। বিষ্ণুভক্তি কহিলেন তবে এক্ষণ পর্য্যন্তও অত্যন্ত অনর্থের শেষ আছে তাহার উপেক্ষা করা অনুচিত হয়। যেহেতু।

> অনাদর পারোবিদ্বানীহমানঃ পরাং শ্রিয়ং। অগ্নেঃ
> শেষমৃণাচ্ছেষংশত্রোঃশেষং ন রক্ষয়েৎ॥ ১১॥

যদি স্থির লক্ষ্মী ইচ্ছা করেন তবে বিদ্বান্ মনুষ্য, তুচ্ছতা করিয়া অগ্নি, ঋণ, ও শত্রু ইহারদিগের শেষ রক্ষা করিবেন না॥ ১১॥

ভাল, মনের বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, নিবেদন করিলেন হে দেবি, সেই মনঃ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রাদির মরণ নিমিত্ত শোকেতে প্রাণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বিষ্ণুভক্তি, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন যদি এমন হয় তবে আমরা সকলে কৃতকার্য্য হইলাম এবং আত্মাও পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিলেন, কিন্তু সেই দুরাত্মা মহামোহের প্রাণ পরিত্যাগ কিরূপে হইবে। শ্রদ্ধা, ঈষদ্ধাস্য

করিয়া কহিলেন তুমি প্রবোধ স্বরূপ চন্দ্রের উদয়াভিলাষিণী হইলে পরে সেই প্রবোধচন্দ্রের দ্বারাই শীঘ্র মহামোহের বিনাশ হইবে। বিষ্ণুভক্তি, কহিলেন ভাল, তাহা হউক সেই মনের বৈরাগ্যোৎপত্তির নিমিত্ত বেদান্ত দর্শনকে আমরা প্রেরণ করি এই কথা কহিয়া বিষ্ণুভক্তি, প্রভৃতি সকলে নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলেন। তদনন্তর প্রবেশক উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে মহারাজ মনঃ ও সঙ্কল্প, দ্বারে উপস্থিত। তদনন্তর মনঃ ও সঙ্কল্প, নাট্যশালাতে প্রবেশ করিয়া মনঃ অশ্রুপাত সহিত খেদ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হা পুত্র সকল ' তোমারা কোথায় গমন করিয়াছ আমাকে উত্তর দান কর, হে রাগ, দ্বেষ মত্তা, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি পুত্রেরা আমাকে আলিঙ্গন কর, আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, হাহা বৃদ্ধ অনাথ যে আমি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসাও করে না এবং আমার অসূয়া প্রভৃতি কন্যা সকল কোথায় গেল এবং মন্দ ভাগ্য যে আমি আমার আশা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি পুত্রবধূ সকলকেও এককালেই দুর্দৈবেতে হরণ করিয়াছে এই হেতু আমার হৃদয় সর্ব্বদা ব্যাকুল হইতেছে।

বিসর্পতি বিষাগ্নিবদ্দহতি মর্ম্ম মর্ম্মাবিদ, স্ফুরোতি
ভৃশবেদনাঃ কষতি সর্ব্বকায়ং বপুঃ। বিলুম্পতি বিবে
কিতাং হৃদিচ মোহমুন্মীয়,ত্যহো গ্রসতি জীবিতং
প্রসভমেষ শোকজ্বরঃ ॥ ১২ ॥

এবং পুত্রাদি বিনাশ জন্য শোক স্বরূপ জ্বর আমার সর্ব্ব শরীর ব্যাপক হইয়াছে বিষাগ্নির ন্যায় মর্ম্ম, দগ্ধ করিতেছে মর্ম্মান্তিক আত্যন্তিক বেদনা বিস্তার করিতেছে সর্ব্বাবয়বাবচ্ছেদে শরীরকে ক্লেশ জন্মাইতেছে হিতাহিত

বিবেচনার লোপ করিতেছে হৃদয়েতে মোহের প্রকাশ করাইতেছে এবং হঠাৎ প্রাণকে গ্রাস করিতেছে ॥ ১২।

মনঃ, এইরূপ প্রলাপ করিতে ২ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। তদনন্তর সঙ্কল্প উৎকণ্ঠিত হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজ! শোক পরিত্যাগ কর, স্থির হওং। মনঃ সঙ্কল্পকে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন এই দুরবস্থাগ্রস্ত আমাকে প্রিয়তমা প্রবৃত্তি দেবী কেন আশ্বাস দান না করিতেছেন। সঙ্কল্প অশ্রুপাত সহিত নিবেদন করিলেন, হে দেব অদ্যাপি কি প্রবৃত্তি দেবী আছেন? যে হেতু আমি শুনিয়াছি পুত্রাদি মরণ নিমিত্ত শোকাগ্নিতে দগ্ধা যে প্রবৃত্তি দেবী তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়া মনঃ এইরূপ বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন, হা প্রিয়ে প্রবৃত্তি! তুমি কোথায় আছ আমাকে উত্তর দান কর।

স্বপ্নেপি দেবি রমসে ন ময়া বিনান্যং,স্বাপেপ্যহং বিরহিতো মৃতকল্পনাস্মি। দূরীকৃতাসি বিধি দুর্ললিতৈস্তথাপি, জীবত্যহেহি মম ইত্যসবো দুরন্তাঃ ॥ ১৩ ॥

হে প্রিয়ে! তুমি স্বপ্নেতেও আমা ব্যতিরেকে অন্য পুরুষকে রমণ কর না এবং আমিও নিদ্রাবস্থাতে তোমার বিচ্ছেদে মৃত প্রায় হই, কিন্তু নিদারুণ বিধাতা এবম্ভূত তোমার ও আমার পরস্পর বিচ্ছেদ করিয়াছেন তথাপি যে আমি এক্ষণেও জীবদ্দশায় আছি তাহা জানিবা যে প্রাণ সকল অত্যন্ত কঠিন এই নিমিত্ত ॥ ১৩ ॥

মনঃ এই কথা কহিয়া পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইলেন। সঙ্কল্প, দুঃখিত হইয়া পুনর্ব্বার নিবেদন করিলেন, হে

মহারাজ! এমন কেন তুমি, কি অজ্ঞান। মনঃ সচেতন হইয়া সঙ্কল্পকে আশ্বাস দান করিয়া কহিলেন হে সঙ্কল্প অতঃপর আমার জীবন ধারণে কি প্রয়োজন কেবল দুঃখ ভোগ, অতএব তুমি শীঘ্র চিতা রচনা কর, আমি অনল প্রবেশদ্বারা শোকানলকে নির্ব্বাণ করি। তদনন্তর বৈয়াসিকী সরস্বতী অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন, নাট্যশালাতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন যে ভগবতী বিষ্ণুভক্তি, আমাকে এই আজ্ঞা করিয়া প্রেরণ করিলেন সখি সরস্বতী তুমি পুত্রাদি শোকেতে ব্যাকুল মনের প্রবোধোদয়ের নিমিত্ত গমন এবং যাহাতে তাহার বৈরাগ্যোৎপত্তি হয় তাহাতে যত্ন কর অতএব আমি তাঁহার নিকটে গমন করি এই কথা কহিয়া মনের নিকটে গমন করিয়া কহিলেন হে বৎস! মনঃ তুমি কেন এমন বিহ্বল হইয়াছ হে বৎস! তুমি জন্য ভাব পদার্থ সকলের অনিত্যতা পূর্ব্বেই জান এবং পুরাণ ইতিহাস ইত্যাদি উপাখ্যান ও অধ্যয়ন করিয়াছ। তাহা অবগত হও।

ভূয়াকল্পশতায়ুষোঽস্তুজ ভুবঃসেন্দ্রাশ্চ দেবা সুরা,
মন্বাদ্যা মুনয়ো মহী জলধয়ো নষ্টাঃ পরা কো-
টিশঃ। মোহঃ কোঽয়মহো মহানুদয়তে লোকস্য
শোকানলঃ, সিন্ধোঃ ফেণসমেগতেবপুষিযৎপঞ্চাত্মকে
পঞ্চতাং ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা শতকল্পজীবী হইয়াও নষ্ট হইয়াছেন এবং ইন্দ্রের সহিত দেবগণ ও অসুরগণ এবং মন্বাদি মুনিগণ পৃথিবী, সমুদ্র, ও কোটি২ অন্য জন্য বস্তুও নষ্ট হইয়াছে অতএব একি আশ্চর্য্য যে লোকের শোকজনক মহামোহ ক্ষণেক্ষণে উদয় পায়, যেহেতু সমুদ্রের ফেণার ন্যায়

অচিরস্থায়ী এই পাঞ্চভৌতিক শরীর নষ্ট হইলে পরে পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতেতে পঞ্চত্ব সংখ্যা হয় অর্থাৎ শরীরের উৎপত্তিকালে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে ভ্রান্তি প্রযুক্ত একত্ব সংখ্যা বোধ জন্মে কিন্তু শরীরের বিনাশকালে সেই পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতে পঞ্চত্ব সংখ্যার জ্ঞান হয় অতএব সর্ব্বদা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত যে শরীর তাহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তিতে শোক-জনক মোহের বিষয় কি অতএব তুমি, জন্যভাব পদার্থ সকলকে অনিত্যভাবনা কর যেহেতু নিত্যানিত্য পদার্থ দর্শিব্যক্তিকে শোক, স্পর্শ করিতে পারে না। কারণ, নিত্যপদার্থের কখনই বিনাশ হয় না, অনিত্য পদার্থের অবশ্যই বিনাশ হয়॥ ১৪॥

এক মেব যদাব্রহ্ম সত্যমন্যদ্বিকল্পিতং। কো মোহঃ
কস্তদা শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ১৫।

যে হেতু এক যে ব্রহ্ম তেঁহই নিত্য অন্য সকল বস্তুই অনিত্য এই প্রকার জ্ঞান কালে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু মাত্রের অনিত্যতা দর্শিব্যক্তির মোহই বা কি শোকই বা কি॥ ১৫॥

বৈয়াসিকী সরস্বতীর এই সকল প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন, নিবেদন করিলেন হে ভগবতি! সরস্বতি নিরন্তর শোকেতে ব্যাকুল যে আমার চিত্ত তাহাতে বিবেক, কদাচ প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়েন না যে হেতু শোক ও বিবেকের একদা এক স্থানে অবস্থান অসম্ভব হয়। সরস্বতী, উত্তর করিলেন হে বৎস! পুত্রাদি মরণ জন্য যে মোহ ও শোক, তাহার কারণ কেবল স্নেহ যে হেতু স্নেহ

সকল অনর্থের মূল ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহা অবগত হও।

উপ্যান্তে বিষবল্লিবীজ বিষমাঃ ক্লেশাঃপ্রিয়াখ্যা নরৈ,
স্তেভ্যঃ স্নেহ ময়া ভবন্তিনচিরাৎ বজ্রাগ্নিগর্ভাঙ্কুরাঃ।
যেভ্যোহমী শতশঃ কুকূল হুতভুগ্দাহং দহন্তঃ
শনৈ,র্দেহং দীপশিখা সহস্রশিখরা রোহন্তি শোক
দ্রুমাঃ ॥ ১৬ ॥

প্রথমতঃ মনুষ্যেরা, বিষলতার বীজের ন্যায় বিষম বিষময় প্রিয়া নামক ক্লেশ সকল অর্থাৎ স্ত্রীরূপ সর্ব্ব দুঃখের বীজ আত্মার স্বরূপ ভূমিতে বপন করেন সেই স্ত্রীরূপ সর্ব্ব দুঃখের বীজ হইতে বজ্রাগ্নি গর্ভ অঙ্কুর সকল অর্থাৎ বজ্রাগ্নি তুল্য অগ্নিপূর্ণ স্নেহময় পুত্রাদি হঠাৎ জন্মে যে সকল পুত্রাদি হইতে এই সকল দীপ শিখা সহস্র তুল্য শিখর বিশিষ্ট শতং শোকতরু জন্মে যে সকল শোকতরু, তুষাগ্নি জন্য দাহ যেরূপে জন্মায় এইরূপে শরীরকে অল্পেং দগ্ধ করে অর্থাৎ সংসারের শোকাকরত্ব প্রযুক্ত সংসার, মনুষ্যদিগের অবশ্য ত্যাজ্য হয় ॥ ১৬ ॥

এইকথা শ্রবণ করিয়া মনঃ, নিবেদন করিলেন হে দেবি! যদ্যপি শোকাকর সংসার ত্যাজ্য হয় তথাপি শোকানল দগ্ধ আমি প্রাণধারণ করিতে অশক্ত হই। কিন্তু উত্তম হইয়াছে যেহেতু অন্তকালে তোমাকে দর্শন করিলাম। সরস্বতী, কহিলেন একর্ম্ম অকর্ত্তব্য যেহেতু আত্ম হত্যা হয় এবং এই অপকারী স্ত্রীপুত্রাদির নিমিত্ত তোমার একি অত্যন্ত শোক, তুমি দেখদেখি এই স্ত্রীপুত্রেরা কোথায় কাহার উপকার করিতেছে কি করিয়াছে কি করিবেক অর্থাৎ স্ত্রীপুত্রাদি হইতে কখন কাহারো কোন উপকার হয় না

পরন্তু অপকার দেখিতেছি। যদি বল এই স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার সকল, পুরুষের ঐহিক সুখের নিমিত্ত হয়, তাহাও নয়।

দধতি বিরহে মর্ম্মচ্ছেদং তদর্থমপার্থকং। তদপিবি
পুলায়াসাঃ সীদন্ত্যহো বত জন্তবঃ॥ ১৭॥

যেহেতু ইহারদিগের বিরহে মর্ম্মচ্ছেদ জন্মে এই আশ্চর্য্য যে তথাপি সেই স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারের নিমিত্ত অনর্থ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়॥ ১৭॥ এবং।

তীর্ণাঃ পূর্ণাঃ কতি ন সরিতো লংঘিতাঃ কেন শৈলাঃ
নাক্রান্তা বা কতি বন ভুবোব্যাল সঞ্চার ঘোরাঃ।
পাপৈরেতৈঃ কিমিবদুরিতং কারিতো নাসিকষ্টং
যদ্দৃষ্টাস্তে ধন মদমসীম্লানবক্ত্রা দুরাশাঃ॥ ১৮।

এই পাপিষ্ঠ মহামোহাদি পরিজনেরা, তোমাকে কি কষ্ট পাপ না করাইয়াছে দেখ, তুমি কত২ জল পরিপূর্ণা নদী উত্তীর্ণা না হইয়াছ, কোন পর্ব্বত লংঘন না করিয়াছ এবং সর্পাদি হিংস্রক জন্তুর সঞ্চার হেতুক ভয়ঙ্কর এবম্ভূত কত২ অরণ্য ভ্রমণ না করিয়াছ কিন্তু তাহাতেও তোমার মনোঽভিলাষ পূর্ণ হয় নাই কেবল নানাবিধ ক্লেশ মাত্র হইয়াছে, যেহেতু ধন মত্ততাস্বরূপ মসীর দ্বারা ম্লান বদন এবম্ভূত কদর্য্য নৃপসকলকে তুমি দর্শন করিয়াছ অর্থাৎ তুমি এইরূপ দুঃখ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া কি ধন উপার্জ্জন করিয়াছ॥ ১৮॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া মনঃ উত্তর করিলেন।

ললিতানাং স্বজাতানাং হৃদি সঞ্চরতাং চিরং।
প্রাণানামিব বিচ্ছেদো মর্ম্মচ্ছেদো দরুন্তুদঃ ॥ ১৯॥

হে দেবি! যদ্যপি স্ত্রীপুত্রাদি ভরণার্থ এইরূপ ক্লেশ সাগরে মগ্ন হইতে হয় তথাপি সুললিত নিরন্তর হৃদয় মধ্যবর্ত্তী প্রাণের তুল্য যে তনয় সকল তাহারদিগের যে বিচ্ছেদ সে মর্ম্মচ্ছেদ হইতেও অধিক দুঃখদায়ক হয় ॥ ১৯।

সরস্বতী, উত্তর করিলেন হে বৎস! পুত্রাদিতে যে মমত্ব তাহার কারণ কেবল মহামোহ, তাহা শাস্ত্রে কথিত আছে।

মার্জ্জার ভক্ষিতে দুঃখং যাদৃশং গৃহকুক্কুটে। নতা
দৃঙ্ মমতাশূন্যে কলবিঙ্কেথ মূষিকে ॥ ২০॥

দেখ কপোত, মার্জ্জার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে যাদৃশ দুঃখ জন্মে চটক কিম্বা মূষিক, মার্জ্জার কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে তাদৃশ দুঃখ জন্মে না যেহেতু তাহাতে মমত্ব নাই ॥ ২০।

অতএব অনর্থের মূলীভূত যে মমত্ব তাহার ছেদনে সর্ব্বথা যত্ন কর্ত্তব্য হয়। দেখ।

প্রাদুর্ভাবন্তি বপুষঃ কতিবা নকীটাঃ যান্ যত্নতঃ খলু
তনোরপসারয়ন্তি। মোহঃ কএব জগতো যদপত্য
সংজ্ঞাং, তেষাং বিধায় পরিশোষয়তি স্বদেহং ॥ ২১॥

এই শরীর হইতে কত২ কীট উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে যে কীট সকলকে শরীর হইতে যত্নক্রমে পরিত্যাগ করিতেছ তবে জগতের এ কি মহামোহ যে সেই সকল কীটের

মধ্যে কোন২ কীটেরঅপত্য সংজ্ঞা বিধান করিয়া তদ্বিয়োগে আপনার শরীরকে লোক শুষ্ক করে অর্থাৎ শরীর জন্য অন্য কীট যাদৃশ,পুত্রাদি স্বরূপ কীটো তাদৃশ হয় তবে কেন তাহারদিগকে পরিত্যাগ কর ও তাহারদিগের নিমিত্ত শোক করনা কেন বা পুত্রাদিকে পরিত্যাগ করিতে পার না ও পুত্রাদির নিমিত্ত শোক কর ফলতঃ এই মমত্ব জন্য মোহ ভ্রমমাত্র জানিবা ইহার ফল কেবল শরীর শোষণ ॥ ২১

মনঃ, নিবেদন করিলেন হে দেবি! যদ্যপি পুত্রাদিও শরীর জন্য প্রযুক্ত অন্য কীটের তুল্য হয় তথাপি মমত্ব গ্রন্থির ছেদ অতি দুষ্কর।

নিরন্তরাভ্যাস দৃঢ়ীকৃতস্য, স্বস্নেহ সূত্র গ্রথিতস্য জন্তোঃ। জানাসি কিঞ্চিদ্ভগবত্যুপায়ং,মমত্ব পাশস্য যতো বিমোক্ষঃ ॥ ২২ ॥

হে দেবি সরস্বতি! আমি এক নিবেদন করি যে নিরন্তর পুনঃ২ মমত্ব স্বরূপ মিথ্যা জ্ঞান জন্য দৃঢ়তর সংস্কার বিশিষ্ট অথচ স্নেহ স্বরূপ দৃঢ়তর শৃঙ্খলেতে বদ্ধ জীবদিগের কোন উপায়, আপনি জানেন যাহাতে মমত্ব পাশের ছেদ হয় ॥ ২২ ॥

সরস্বতী, উত্তর করিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর, মমত্ব পাশের ছেদনের প্রথম উপায় এই জন্যভাব পদার্থ সকলের অনিত্যতা ভাবনা। তাহা অবগত হও।

নকতিপিতরো দারাঃপুত্রাঃ পিতৃব্য পিতামহা,মহতি বিততে সংসারেহস্মিন্ গতাস্তব কোটয়ঃ। তদিহ

সুহৃদাং বিদ্যুৎপাতোজ্জ্বলান্ ক্ষণসঙ্গমান্, সপদি
হৃদয়ে ভূয়োঽ নিবেশ্য সুখী ভব॥ ২৩॥

এই বিস্তৃত মহাসংসারে তোমার বারং যাতায়াত দ্বারা কত কোটিং পিতা, কত কোটি কোটি মাতা, কত কোটিং দারা, কত কোটিং পুত্র এবং কত কোটি কোটি পিতৃব্য ও পিতামহ গত না হইয়াছেন অতএব এই সময়ে তুমি বিদ্যুৎ পতন জন্য যে আলোক তজ্জন্য যে ক্ষণিক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ তাহার বিষয় যে সকল পদার্থ তাহার ন্যায় আপনার পুত্র পৌত্রাদিকে নিজ হৃদয়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষণিক জানিয়া সুখী হও॥ ২৩॥

তদনন্তর বৈয়াসিকী সরস্বতীর এই প্রবোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনঃ নিবেদন করিলেন।

ভবমুখ শশধর দীধিতি গলিতৈ বিমলোপদেশ
পীযূষৈঃ। ক্ষালিত মপি মে হৃদয়ং মলিনং শোকো
র্মিভিঃ ক্রিয়তে॥ ২৪

হে দেবি! তোমার প্রসাদে আমার ব্যামহ দূর হইল কিন্তু তোমার বদন স্বরূপ বিমল সুধাকরের কিরণাবলী হইতে নির্গলিত যে বিমল মধুর উপদেশ স্বরূপ সুধারস ধারা তাহার সংপতন দ্বারা আমার সমল হৃদয় বিমল হইলেও শোকরূপ তরঙ্গেতে পুনঃ২ মলিন করিতেছে। ২৪।

অতএব এই নূতন শোকরূপঅসি প্রহারের বেদনা নাশক ঔষধ আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন। সরস্বতী, উপদেশ করিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর এই শোকরূপ অসি প্রহার জন্য বেদনা শান্তি বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানি মুনিগণেরা এই উপদেশ করিয়াছেন।

অকাণ্ড পাতজাতানা মার্দ্রানাং মর্ম্মভেদিনাং।
গাঢ় শোক প্রহারাণা মচিন্তৈব মহৌষধং ॥ ২৫ ॥

দণ্ডাঘাত ব্যতিরেকে জাত কিন্তু মর্ম্মভেদক যে নূতন প্রচণ্ড শোকরূপ দণ্ডের প্রহার, তাহার অচিন্তন রূপ মহৌষধ ভিন্ন অন্য ঔষধ নাই ॥ ২৫ ॥

মনঃ নিবেদন করিলেন।

অপ্যেতদ্বারিতং চিন্তা সন্তানৈ রভিভূয়তে। মুহুর্ব্বাতাহতৈর্ব্বিশ্ব মভ্রচ্ছেদৈ রিবৈন্দবং ॥ ২৬ ॥

হে ভগবতি! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু চিত্ত অনিবার্য্য। যে হেতু চিত্ত, শোকদণ্ড প্রহার হইতে নিবারিত হইলেও নিরন্তর চিন্তাতে পুনঃ২ অভিভূত হয় যেমন বায়ু সহকারে আগত মেঘখণ্ডেতে চন্দ্রমণ্ডল, আচ্ছন্নহয় মুক্ত হইলেও অর্থাৎ যেমন মেঘ হইতে মুক্ত চন্দ্রমণ্ডল পুনর্ব্বার মেঘান্তরে আচ্ছাদিত হয় তেমন আমার চিত্ত শোক হইতে মুক্ত হইলেও পুনর্ব্বার শোকেতে অভিভূত হইতেছে ॥ ২৬ ॥

সরস্বতী কহিলেন হে বৎস! শ্রবণ কর, এ সকল মনের বিকার মাত্র অতএব শান্তিরসে মনোনিবেশ কর। মনঃ, নিবেদন করিলেন হে দেবি! তুমি প্রসন্না হও সেই শান্তিরস কোথায় তাহা আজ্ঞা কর, সরস্বতী কহিলেন হে বৎস! যদ্যপি এ বিষয় অত্যন্ত গোপনীয় হয় তথাপি আর্ত্তব্যক্তির সম্বন্ধে উপদেশে দোষাভাব। শ্রবণ কর।

নিত্যং স্মরন্ জলদ নীল মুদারহার, কেয়ূর মণ্ডু

কিরীট ধরং হরিংবা। গ্রীষ্মেসুশীত মিববা হ্রদমস্তু
শোষং, ব্রহ্মপ্রবিশ্য ভজ. নির্বৃতি মাত্মনীনাং॥ ২৭॥

তুমি যদি নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাতে অসমর্থ হও তবে নবঘনশ্যামসুন্দর এবং সুবর্ণ নির্ম্মিত হার, বাহুভূষণ, কুণ্ডল, ও কিরীট এই সকল উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হরিকে শরণ করত পরমব্রহ্মেতে মনোভিনিবেশ করিয়া পরমানির্ব্বৃতি পাও যেমন গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ জ্বলাজ্বলিত ব্যক্তি সকল, সলিল সংপূর্ণ নির্ম্মল সুশীতল হ্রদে প্রবেশ করিয়া পরম সুখী হয়॥ ২৭॥

তদনন্তর মনঃ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া হে দেবি! আমি তোমার প্রসাদে সর্ব্ব প্রকারে শোকসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইলাম এই আনন্দ সহিত নিবেদন করিয়া বৈয়াসিকী সরস্বতীর চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন। সরস্বতী কহিলেন হে বৎস! সংপ্রতি তোমার মনঃ উপদেশ করণের উপযুক্ত হইয়াছে অতএব এক্ষণে তোমাকে অন্য২ উপদেশ করি।

বশংপ্রাপ্তে মৃত্যোঃ পিতরিতনয়েবা সুহৃদিবা, শুচা
সংতপ্যন্তে ভৃশমুদরতাড়ং জড়ধিয়ঃ। অপারেসং-
সারে বিরস পরিণামেতিবিদুষাং,বিয়োগো বৈরাগ্যং
দৃঢ়য়তি বিতন্বন্ শমসুখং॥ ২৮॥

পরিণামে বিরস অথচ অসার এই সংসারে পিতা, পুত্র, কিম্বা সুহৃল্লোক, মৃত্যুর বশতাপন্ন হইলে শোকেতে মন্দবুদ্ধি লোকেরা অত্যন্ত সন্তপ্ত হয় এবং কপালে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করে, কিন্তু জ্ঞানিলোকদিগের পুত্রাদি বিয়োগ, শান্তিরস কথার বিস্তার দ্বারা বৈরাগ্যকে দৃঢ়তর করে॥ ২৮॥

তদনন্তর বৈরাগ্য, নট্যশালাতে প্রবেশপূর্ব্বক ক্ষণ-কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন।

> অস্রাক্ষীন্নবনীলনীরজ দলোপান্তাতিসূক্ষ্মায়ত, ত্ব-
> ঙ্মাত্রান্তরিতামিষং যদি বপুর্নৈতৎপ্রজানাংপতিঃ।
> প্রত্যঙ্গক্ষরদস্রমিশ্র পিশিত গ্রাসগ্রহং গৃহ্নতো, গৃধ্র-
> ধ্বাঙ্ক্ষবৃকাং স্তনৌ নিপততঃ কোবা কথং বারয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যদি বিধাতা এই রক্তমাংসাস্থি নির্ম্মিত শরীরকে নবীন নীলকমল দলের ন্যায় সূক্ষ্ম সুদীর্ঘনয়নেতে ও ত্বকেতে যুক্ত না করিতেন গৃধ্র, দণ্ডকাক, ক্ষুদ্রব্যাঘ্র বিশেষ কে কোন জন, কি প্রকারে নিবারণ করিত যে সকল গৃধ্রাদি পুনঃ২ শরীরে পতিত এবং প্রতি অঙ্গ হইতে নির্গত রক্তেতে মিশ্রিত মাংসের গ্রাস গ্রহণে উদ্যত হয় অর্থাৎ এই রক্ত মাংসাস্থি নির্ম্মিত শরীর এই গৃধ্রাদির ভক্ষণার্থ হয় অতএব শরীরের রক্ষণার্থ অত্যন্ত যত্ন, এবং আমি সুন্দর ও পদ্মলোচন ইত্যাদি শরীরাভিমান পণ্ডিতের অক-র্ত্তব্য ॥ ২৯ ॥

এবং দেখ।

> সদালোলালোলাবিষয়জরসাঃ প্রান্তবিরসা, বিপদ্গে-
> হং দেহং মহদপিধনং ভূরিনিধনং। গুরুঃ শোকো
> লোকঃ সতত মবলানর্থ বহুলা, তথাপ্যস্মিন্ ঘোরে
> পথিবত রতা নাত্মনিরতাঃ ॥ ৩০ ॥

লক্ষ্মী সর্ব্বদা চঞ্চলা, সাংসারিক সুখ, পরিণামে বিরস দেহ, সকল আপদের আলয়, ধন বহু হইলেও অনেক

প্রকার মৃত্যুর কারণ, পরিজনলোক, সর্ব্বদা গুরুশোকের কারণ, এবং স্ত্রী, সর্ব্বদা অনর্থের কারণ, হায় হায়! তথাপি এই ঘোরতর সংসারের অতি দুর্গম পথে অবোধ লোক সকল, সর্ব্বদা রত হইতেছে কিন্তু চিৎস্বরূপ পরমাত্মার অতি সুগমপথে কেহ কখন রত হয় না॥ ৩০॥

সরস্বতী,কহিলেন হে বৎস! এই বৈরাগ্য তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন অতএব বৈরাগ্যকে সম্ভাষা কর। মনঃ, কহিলেন হেপুত্র! বৈরাগ্য তুমি কোথায়। বৈরাগ্য, মনের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন হে পিতঃ! আমি আপনাকে প্রণাম করি। মনঃ,আশীর্ব্বাদ করিলেন হেবৎস! বৈরাগ্য তুমি আয়ুষ্মান্ হও, জন্মিবা মাত্র আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলাম আইস আমাকে আলিঙ্গন কর, তদনন্তর বৈরাগ্য, আপনার জনক মনকে আলিঙ্গন করি লেন, মনঃ কহিলেন হে বৎস! তোমার আলিঙ্গনেতে আমার শোক নিবারণ হইল। বৈরাগ্য নিবেদন করিলেন।

> পান্থানামিববর্ত্মনি ক্ষিতিরুহাং নদ্যামিব ভ্রাম্যতাং, মেঘানামিব পুষ্করে জলনিধৌ সাংযাত্রিকাণামিব। সংযোগঃ পিতৃমাতৃ বন্ধু তনয় ভ্রাতৃপ্রিয়াণাং যতঃ, সিদ্ধো ভূরি বিয়োগ এব বিদুষাং শোকোদয়ঃ কস্তদা॥ ৩১॥

এ সময়ে শোক কি পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, ভ্রাতা, ও প্রিয়া ইহারদিগের যে সম্বন্ধ বিশেষ তাহার অচিরস্থায়িত্ব সিদ্ধই আছে তবে পণ্ডিতদিগের শোকের বিষয় কি? যেহেতু এই পিত্রাদির সম্বন্ধ এইরূপ হয়, যেমন পথিকলোকদিগের পথেতে, নদীজলে ভ্রাম্যমাণ বৃক্ষাদির

নদীতে, মেঘের গগণেতে, ও নৌকাবণিকদিগের সমুদ্রে সম্বন্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

মনঃ, আনন্দ সহিত নিবেদন করিলেন হে দেবি! সংপ্রতি বৈরাগ্য, উত্তম কথা কহিয়াছেন ইহাই সত্য বটে তাহা অবগতা হউন।

নার্য্য স্তা নবযৌবনা মধুকর ব্যাপারিণ স্তে দ্রুমাঃ,
প্রোন্মীলন্নবমল্লিকাসুরভয়ো মন্দাঃ কদম্বানিলাঃ।
অদ্যোদ্দামবিবেক মার্জ্জিততমস্তোমব্যলীকং পুন,
স্থানেতান্মৃগতৃষ্ণিকার্ণব জলপ্রায়ান্মনঃ পশ্যতি ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! নবযৌবনা কামিনী, মধুকর ঝঙ্কারে মনোরম সেই সকল বকুলাদি তরুগণ, সেই ঈষৎ প্রফুল্ল নবমল্লিকার সৌরভ, এবং শীতল সরোবরতীরস্থ কদম্ব কুসুম সৌরভামোদি মন্দ২ বায়ু, এই কামোদ্দীপক তাবৎ বস্তুকে অদ্য আমার মনঃ, মৃগতৃষ্ণা স্বরূপ সমুদ্রের জলের ন্যায় অর্থাৎ ভ্রান্তিমাত্র দর্শন করিতেছেন যেহেতু এক্ষণে মনের তমোগুণ স্বরূপ অন্ধকার, বিবেক স্বরূপ খরতর দিনকর কিরণের দ্বারা নিবারিত হইয়াছে ॥ ৩২ ॥

সরস্বতী, আজ্ঞা করিলেন হে বৎস! যদ্যপি তোমার অন্তঃকরণ বিবেকেরদ্বারা নির্ম্মল হইয়াছে তথাপি গৃহিব্যক্তির আশ্রম ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্র অবস্থান উপযুক্ত নহে অতএব অদ্যাবধি নিবৃত্তি দেবীই তোমার স্বধর্ম্মচারিণী পত্নী হইবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া মনঃ, সলজ্জ হইয়া নিবেদন করিলেন যে আজ্ঞা দেবি। সরস্বতী, আজ্ঞা করিলেন শম, দম ও সন্তোষ, প্রভৃতি পুত্রেরা অবস্থিতি করুন এবং যম, নিয়ম প্রভৃতি অমাত্য বর্গেরা তোমার সেবা করুক্

এবং বিবেক ও তোমার অনুগ্রহেতে উপনিষদ্দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হউন্ এবং তোমার কার্য্য সাধনের নিমিত্তে দেবী বিষ্ণুভক্তি কর্ত্তৃক প্রেরিতা মৈত্রী প্রভৃতি চারি ভগিনীকে প্রসন্নতার সহিত অনুনয় বিনয় কর, তদনন্তর যে আজ্ঞা দেবি আমি তোমার আজ্ঞা সকল মস্তকে করিলাম, এই নিবেদন করিয়া মনঃ, হর্ষের সহিত সরস্বতীর চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন তদনন্তর সরস্বতী, মনকে উত্তোলিত করিয়া আজ্ঞা করিলেন যে যম, নিয়ম, আসন, ও প্রাণায়াম প্রভৃতি সকলকে তুমি সাদর দৃষ্টি করিবা এবং ইহারদিগের সহিত আয়ুষ্মান্ হইয়া তুমি এক্ষণে সর্ব্বরাজ্যেশ্বরের সুখ অনুভব কর, তুমি সুস্থ হইলে আত্মাও স্বকীয় স্বভাব প্রাপ্ত হইবেন।

ত্বৎসঙ্গাৎ শাশ্বতোঽপি প্রভবলয় জরোপপ্লুতো বুদ্ধি বৃত্তি,ষ্বেকো নানেবদেবোরবিরিব জলধেবীচিষু ব্যস্তমূর্ত্তিঃ। তুষ্ণীমালম্বসে চেৎকথ মতিবিবতা বৎস সংহৃত্য বৃত্তী, র্জাত্যাদর্শে প্রসন্নে মুখমিব সহজানন্দ সান্দ্রস্তদাত্মা ॥ ২৩ ॥

যেহেতু আত্মা নিত্য হইলেও তোমার সঙ্গপ্রযুক্ত অর্থাৎ পাপ বশতঃ শরীর পরিগ্রহ হেতুক জন্ম, জরা, ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া নানাবিধ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন এবং এক হইলেও লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তিতে শরীরভেদে নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন যেমন সমুদ্রাদির তরলতরঙ্গে এক সূর্য্য, নানা রূপে প্রকাশিত হয়েন, হে বৎস মনঃ তুমি যদি কোন রূপে বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত হও তবে আত্মা, বিষয় সুখ সাধনের নানাবিধ ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া নিত্য সুখসাগরে নিমগ্ন অর্থাৎ অহংসুখী, অহং দুঃখী

ইত্যাদি অভিমান রহিত হইয়া প্রকাশিত হয়েন, যেমন নির্ম্মল দর্পণে মুখ, অর্থাৎ যেমন নির্ম্মল দর্পণে দর্পণস্থ, মুখ প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়, তেমন অবিদ্যা স্বরূপ নির্ম্মল দর্পণে জীব আত্মার প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়েন, ফলতঃ যেমন লৌকিক্ দর্পণাভাবে মুখ, স্বরূপে প্রকাশিত হয়, তেমন অলৌকিক অবিদ্যা স্বরূপ দর্পণাভাবে আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হয়েন ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর মনঃ, নিবেদন করিলেন হে দেবি আমি স্থির হইলাম আত্মা, নিত্য সুখ সাগরে মগ্ন হউন্, আমরা, এক্ষণে জ্ঞাতি মহামোহাদির তর্পণাদির নিমিত্ত নদীতে গমন করি, আপনি যে আজ্ঞা করেন, পরে বৈয়াসিকী সরস্বতীর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া নাট্যশালা হইতে মহামোহাদির তর্পণার্থ সকলে প্রস্থান করিলেন ॥

বৈরাগ্যোৎপত্তির নাম পঞ্চমোঽঙ্কঃ।

অতঃপর জীবন্মুক্তি হইবেক

তদনন্তর শান্তি, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন আমাকে মহারাজ বিবেক আজ্ঞা করিয়াছেন যে হে বৎসে শান্তি তুমি তাবদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাতা আছ, তথাপি কিঞ্চিদ্বিশেষ রহস্য শ্রবণ কর।

অস্তং গতেষু তনয়েষ বিলীন মোহে, বৈরাগ্য ভাজি মনসি প্রশমং প্রপন্নে। ক্লেশেন পঞ্চসু গতেষ্ শমং সমীহা, তত্ত্বাববোধ মভিতঃ পুরুষস্তনোতি ॥ ১ ॥

কাম ক্রোধাদি পুত্র সকলের বিনাশানন্তর সর্ব্বরাজেশ্বর আমারদিগের পিতা মনঃ, ক্ষীণ মোহ হইলে তাঁহার বৈরাগ্যোদয়ানন্তর শান্তিরসের উদয় হইলে অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ ও বিষয়াভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ রহিত ও শান্তিরস নিমগ্ন হইয়া আত্মা, সর্ব্বতোভাবে তত্ত্বজ্ঞানের বিস্তার করিতে সযত্ন হইতেছেন ॥ ১ ॥

অতএব তুমি অতি সত্বর উপনিষদ্দেবীকে অনুনয় বিনয় পূর্ব্বকআমার নিকটে আনয়ন কর। এই রাজাজ্ঞা শ্রবণ মাত্র শান্তি,চতুর্দ্দিকঅবলোকন করিয়া মনে২ কহিলেন এইআমার মাতা শ্রদ্ধা, অতি হর্ষে মনে২ কোন মন্ত্রণা করিতে২ এস্থানে

আসিতেছেন। তদনন্তর শ্রদ্ধা, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন অদ্য নিশ্চয় চিরকালে রাজকুল অবলোকন করিয়া আমার নয়নচকোরযুগল, যেন সুধাকরের সুধাতে সুস্নিগ্ধ সুতৃপ্ত হইল।

অসতাং নিগ্রহো যত্র সন্তঃপূজ্যা শমাদয়ঃ। আরাধ্য-
তে জগৎস্বামী বশ্যৈর্দেবোহনুজীবিভিঃ॥ ২॥

যে স্থানে অসতের নিগ্রহ এবং শম, দম, প্রভৃতি সাধু-লোকেরা পূজ্য হয়েন সেই স্থানে জগৎস্বামী আত্মাকে বশীভূত অনুজীবি লোকেরা, আরাধনা করেন॥ ২॥

ইতিমধ্যে শান্তি, শ্রদ্ধার নিকটে উপস্থিতা হইয়া কহি-লেন, হে মাতঃ! শ্রদ্ধে তুমি, কি মন্ত্রণা করিতে২ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিতেছ। শ্রদ্ধা, অদ্য রাজকুল দর্শন করিয়া ইত্যাদি শ্লোক পুনর্ব্বার পাঠ করিলেন। শান্তি, জিজ্ঞাসা করি-লেন জগৎস্বামী আত্মার মনের প্রতি এক্ষণে কিরূপ অনু-রাগ। শ্রদ্ধা, উত্তর কবিলেন। বধ্য কিম্বা নিগ্রাহ্য ব্যক্তিতে লোকের যেরূপ অনুরাগ আত্মারো মনের প্রতি সেই রূপ অনুরাগ, অর্থাৎ ইদানীং আত্মা, অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষাদি পঞ্চক্লেশ রহিত হইয়া শান্তিরস সাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন। শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে কি জগৎ-স্বামী আত্মাই স্বয়ং এই রাজত্ব নষ্ট করিবেন। শ্রদ্ধা উত্তর করিলেন, এইরূপ জ্ঞান হয় বটে। কিন্তু যদি মনঃ আত্মার অনুগত হয়েন তবে আত্মা সম্রাট অর্থাৎ সর্ব্বরাজ্যেশ্বর কিম্বা স্বারাট অর্থাৎ শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ হইবেন। শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আরো এক কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি জান এক্ষণে মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ। শ্রদ্ধা

উত্তর করিলেন, সে কি, নিগ্রহই বক্তব্য হয় অনুগ্রহের আশঙ্কা কেন করিতেছ, অর্থাৎ নিগ্রহ বিনা অনুগ্রহের বিষয় কি, যেহেতু সকল অনর্থের বীজ যে মায়া তেঁহ সর্ব্ব-প্রকারে সর্ব্ব জনের ত্যাজ্যা হয়েন আত্মা সর্ব্বদা এইরূপ জ্ঞান করিতেছেন। শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মাতঃ! শ্রদ্ধে যদি এমন তবে এক্ষণে রাজকুলের কি গতি হইবেক। শ্রদ্ধা, কহিলেন হে পুত্রি শান্তি! শ্রবণ কর।

নিত্যানিত্য বিচারণা প্রণয়িনী বৈরাগ্য মেকঃ সুহৃৎ,
সন্মিত্রাণি যমাদয়ঃ শম দম প্রায়াঃ সহায়া মতাঃ।
মৈত্র্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ সহচরী নিত্যং মুমুক্ষা বলা,
তুচ্ছেদ্যা রিপবশ্চ মোহ মমতা সঙ্কল্প সঙ্গাদয়ঃ॥ ৩॥

নিত্যানিত্য বিবেচনা বৈরাগ্য, যম নিয়মাদি, মৈত্রী প্রভৃতি চারি ভগিনীও মুক্তীচ্ছা, ইহারা যথাক্রমে জগৎ-স্বামীর প্রণয়িনী, সুহৃৎ, সন্মিত্র, সহায়, পরিচারিকা, ও সহচরী হইবেন, এবং মোহ, মমতা, সঙ্কল্প, ও সঙ্গ, প্রভৃতি রিপুগণ, নিজশক্তি দ্বারা বিনাশ্য হইবে॥ ৩॥

শান্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন, জগৎস্বামীআত্মার সহিত ধর্ম্মের কিরূপ প্রণয়? শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন হে পুত্রি! শ্রবণ কর। সংপ্রতি বৈরাগ্য প্রভৃতির উদয় হেতুক আত্মা ইহলোকে ও পরলোকে ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ সম্ভোগে বিরক্ত আছেন।

স নরকাদিব পাপফলাদ্ভয়ং, ভজতি পুণ্যফলাদপি নাশিনঃ। ইতি সমুজ্‌ঝিত কাম সমুচ্চয়ঃ, সুকৃতং কর্ম্ম কথঞ্চ ন মন্যতে॥ ৪॥

অতএব সংপ্রতি সেই নিষ্কাম আত্মা সুকৃত কর্ম্ম সকলকে অবজ্ঞান করিতেছেন অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম রহিত হইয়াছেন যেহেতু আত্মা, অধর্ম্মজন্য নরকাদির ন্যায় আশু বিনাশি ধর্ম্মজন্য স্বর্গাদি হইতেও ভীত হইতেছেন ॥ ৪ ॥

কিন্তু সেই ধর্ম্ম, আত্মার মোক্ষেচ্ছা চিন্তা করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য মানিয়া আপনিই আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, যে উপসর্গ সকলের সহিত মহামোহ, লীন হইয়া আছেন তাহারদের বৃত্তান্ত কি। শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন, হে পুত্রি! শান্তি মহামোহ সেইরূপ দুরবস্থা প্রাপ্ত হইলেও আত্মার রোচনার্থ মধুমতীর সহিত সেই উপসর্গ সকলকে প্রেরণ করিয়াছে তাহার এই অভিপ্রায় যে সেই মধুমতী প্রভৃতিতে আসক্ত হইয়া আত্মা, বিবেকের ও উপনিষদ্দেবীর চিন্তাও করিবেন না। শান্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন হে মাতঃ! তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা উত্তর করিলেন তদনন্তর সেই উপসর্গেরা মধুমতীর সহিত আত্মার নিকটে গমন করিয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা দর্শন করাইয়াছে। তাহা অবগতা হও।

শব্দানেষ শৃণোতি যোজনশতা দাবির্ভবন্তো শ্রুত',
স্তেুতে বেদ পুরাণ ভারতকথা গাথাদয়ো বাঙ্ময়াঃ।
গ্রথ্নাতি স্বয় মিচ্ছয়া শুচিপদৈঃ শাস্ত্রাণি কাব্যানিবা,
লোকান্ ভ্রামাতি পশ্যতি স্ফুটরুচো রত্নস্থলী '
র্মৈরবীঃ।' ৫ ॥

হে প্রিয়তম! তুমি এস্থানে আগমন কর এই দিব্যরস রসায়নপান কর, এই সুন্দরী সম্ভোগ কর, এইরূপ শব্দ সকল যোজন শত হইতে আত্মা, শ্রবণ করিতেছেন এবং আত্মাতে সেই২ অশ্রুত চমৎকৃত বাঙ্ময় বেদ পুরাণ ভারত

কথার গাঁথা প্রভৃতি, আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই আত্মা রসভাব সমন্বিত সব্যঙ্গ পদাবলী দ্বারা নূতন২ শাস্ত্র কাব্য সকল স্বেচ্ছানুসারে রচনা করিতেছেন, এবং স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন এবং সুমেরুর উজ্জ্বল রত্ন শৃঙ্গ দর্শন করিতেছেন ॥ ৫ ॥

মধুমতী সিদ্ধি স্থান প্রাপ্ত আত্মাকে পুনর্ব্বার নিজ সাদৃশ্য বিতরণকারি দেবতারা, প্রতারণা করিতেছেন ভোঃপুরুষ তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট হও এস্থানে জন্ম, জরা, ও মৃত্যু হয় না এই পুরী আহার্য্য শোভা ব্যতিরেকে ও রমণীয়া, এই বিদ্যাধরীগণ তোমার নিকটে মাঙ্গল্য দ্রব্য ও অর্ঘ্য হস্ত করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন যে বিদ্যাধরীগণ, বিবিধ বেশ বিলাস লাবণ্যযুক্ত এবং প্রণয়ের মূলাধার।

> কনকসিকতিলস্থলীঃ স্রবন্তীঃ পৃথুজঘনাঃ কমলাননা বরোরুঃ। মরকতদলকোমলাবনালী র্ভজ নিজ পুণ্যার্জ্জিতাংশ্চসর্ব্বভোগান্ ॥ ৬ ॥

অতএব তুমি এই স্থানে কনক বালুকাময়ী নদী, এবং স্থূলজঘনা অথচ কমল বদনা অবলাবলী, এবং নীলকমল দলের ন্যায় কোমলকানন এবং নিজ পুণ্যবলে প্রাপ্ত অমৃত পানাদিস্বরূপ সর্ব্বসুখ ভোগ কর ॥ ৬ ॥

শান্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন হে পুত্রি! শান্তি শ্রবণ কর, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মায়া, কহিলেন এ অতি শ্লাঘ্য বটে, এবং মনও আনন্দিত হইয়াছেন এবং সঙ্কল্প কর্ত্তৃক উৎসাহ যুক্ত আত্মা ও বুদ্ধি

সম্মত হইয়া থাকিবেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি, খেদান্বিতা হইয়া কহিলেন হা ধিক২ পুনর্ব্বার সেই সংসার স্বরূপ দৃঢ়তর মায়াজালে আত্মা, বদ্ধ হইলেন। শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন হে পুত্রি! না না এমন নহে। শান্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন তবে তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন তদনন্তর আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক, সেই তপোবিঘ্নকারি উপসর্গ সকলকে কোপারুণ নয়নে অবলোকন করিয়া স্বামিকে নিবেদন করিয়াছিলেন যে হে স্বামিন! বিষয় রূপ আমিষের গ্রাস গ্রহণেচ্ছু বিশ্বাসজনক ধূর্ত্ত লোকেরা, সেই বিষয়রূপ বিষমজ্বলদঙ্গার মধ্যে আপনাকে পুনর্ব্বার পতিত করাইতেছে আপনি কি ইহা জানিতে পারেন না।

ভবসাগর তরণায় যা সুচিরাৎ যোগতরিস্ত্বয়াশ্রিতা।
অধুনা পরিমুচ্যতাং মদাৎ কথমঙ্গার নদীং বিগাহসে॥ ৭॥

হে স্বামিন্! আপনি সংসারসাগর তরণের নিমিত্ত চিরকালে যে যোগ স্বরূপ তরণি অবলম্বন করিয়াছিলেন এক্ষণে মদ মত্ততায় সেই তরণি পরিত্যাগ করিয়া কি কারণ জ্বলদঙ্গার সাগরে অবগাহন করিতে উদ্যত হইতেছেন॥ ৭॥

শান্তি, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? শ্রদ্ধা উত্তর করিলেন তদনন্তর পার্শ্ববর্ত্তী তর্কের এই সদুপদেশ বচন শ্রবণ করিয়া আমি বিষয়রসে বিরক্ত হইলাম এই বচনোচ্চারণ পূর্ব্বক আত্মা, সেই মধুমতী নায়িকাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। এই কথা শ্রবণ করিয়া শান্তি, আত্মা-

কে পুনঃ২ সাধুবাদ করিয়া শ্রদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মাতঃ! তুমি কোথায় গমন করিতেছ। শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন স্বামী, আজ্ঞা করিয়াছেন যে আমি শীঘ্র বিবেককে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি অতএব আমি মহারাজ বিবেকের নিকটে গমন করিতেছি। শান্তি, কহিলেন আমাকেও মহা-রাজ বিবেক, উপনিষদ্দেবীর আনয়নার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন। ভাল তবে চল, আমরা দুই জনে স্বামীর আজ্ঞা প্রতি-পালন করি এই কথা কহিয়া শ্রদ্ধা ও শান্তি, নাট্যশালা হইতে প্রস্থান করিলে প্রবেশক, সম্বাদ করিলেন। তদ-নন্তর আত্মা, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা পূর্ব্বক অতি হর্ষে কহিলেন যে বিষ্ণুভক্তিদেবীর কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য।

তীর্ণাঃ ক্লেশ মহোর্ম্ময়ঃ পরিহৃতাভীমামমেতি ভ্রমাঃ,
শান্তা মিত্রকলত্রবন্ধু মকরগ্রাহগ্রহগ্রন্থয়ঃ। ক্রোধৌ
র্ব্বাগ্নিরপাকৃতো বিঘটিতাস্তৃষ্ণালতাগ্রন্থয়ঃ, পারং
তীরমবাপ্তকল্প মধুনা সংসারবারাংনিধেঃ॥ ৮॥

যে বিষ্ণুভক্তিদেবীর প্রসাদে আমি সংপ্রতি এই অপার সংসারসাগরে পার তীর প্রায় প্রাপ্ত হইয়াছি, যেহেতু নানাবিধ ক্লেশস্বরূপ উত্তুঙ্গ মহাতরঙ্গ হইতে উত্তীর্ণ হই-য়াছি এবং মমত্বরূপ ভয়ঙ্কর চক্রাকার জল ভ্রম দূর করি-য়াছি, এবং কান্তা, কন্যা, পুত্র, মিত্র প্রভৃতি স্বরূপ হিংস্রক ভয়ঙ্কর মকরাদি জলজন্তুর গ্রাস প্রায় শ্লথ করিয়াছি, এবং ক্রোধরূপ বাড়বাগ্নি ও পরিত্যাগ করিয়াছি তৃষ্ণারূপ লতার দৃঢ়তর বন্ধনেরো ছেদন করিয়াছি॥৮॥

তদনন্তর রঙ্গভূমিতে শান্তির সহিত উপনিষদ্দেবী, প্রবেশ করিয়া শান্তিকে কহিলেন হে সখি! শান্তি আমি এক্ষণে

সেইরূপ নিষ্ঠুর স্বামীর মুখ কিরূপে অবলোকন করিব, যেহেতু ইতরলোকের স্ত্রীর ন্যায় চিরকাল একাকিনী আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। শান্তি কহিলেন হে দেবি! তুমিতো সকলি জান, সেইরূপ বিপদগ্রস্ত স্বামী, তোমার সহিত সে সময়ে কিরূপে আসঙ্গ করিতে পারেন। উপনিষদ্দেবী, কহিলেন হে সখি শান্তি! যেহেতু আমার সেই দুর্দ্দশা দেখ নাই অতএব এরূপ কহিতেছ। শ্রবণ কর।

বাহ্বোর্ভগ্না দলিতমণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং, চূড়ারত্ন গ্রহণনিকৃতিভি র্দূষিত কেশপাশঃ। কৈঃকৈর্নাহং হতবিধিবশা দীহিতা দুর্বিদগ্ধৈ, র্দাসীকর্তুং সপদি দুরিতৈর্দূরসংস্থে বিবেকে॥ ৯॥

বিধিবশতঃ মহারাজ বিবেক, আমাকে পরিত্যাগ করিলে তৎকালে কোন২ দুর্ব্বিদগ্ধ পাষণ্ডেরা, আমার কি২ দশা না করিয়াছে হায় হায় সখি! দুঃখের কথা কি কহিব, আমাকে দাসী করিতে উদ্যত হইয়াছিল, দেখ আমার করদ্বয়ের কঙ্কণ, প্রথমতঃ মণিরহিত, পশ্চাৎ ভগ্ন করিয়াছে, এবং চূড়ার রত্ন গ্রহণরূপ নিগ্রহের দ্বারা আমার কেশ পাশেরো শোভাহরণ করিয়াছে অর্থাৎ অল্পবিদ্য, অবিবেকী, অবিদগ্ধ, স্বেচ্ছাচারী, শিশ্নোদর পরায়ণ কোন পাষণ্ড স্বকার্য্য সাধনার্থ বিনা ধর্ম্মার্থ স্বকোপল রচিত অর্থ কল্পনারূপ খরতর শাণিতাসি প্রহারদ্বারা আমাকে কম্পান্বিত, ক্ষতবিক্ষত, জর্জ্জরীকৃত, রসভাব রহিত, করিয়া আপনি ব্রহ্মজ্ঞাভিমানী ও ধর্ম্মবিপ্লবকারী না হইয়াছে ধিক্২ কি কাল মাহাত্ম্য পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যাভিমানী পাষণ্ডেরা আমার সর্ব্ব শরীর নিরলঙ্কার এবং পাদাদি প্রত্যেক অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমতই কেশাকর্ষণ করিয়াছে॥ ৯॥

শান্তি, কহিলেন সখি পাপিষ্ঠ মহামোহের এ সকল কর্ম্ম, কিন্তু মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই যেহেতু মনঃ সঙ্কল্পাদি দ্বারা সাংসারিক সুখে প্রবৃত্তিজনক সেই দুর্ব্বৃত্ত মহামোহ, তোমাকে মহারাজের নিকট হইতে দূর করিয়াছে। হে দেবি! শ্রবণ কর, কুলস্ত্রীদিগের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম, যে স্বামী বিপদগ্রস্ত হইলে তাঁহার মুখাপেক্ষা অবশ্য করিতে হয়। অতএব নিকটে আগমন কর, নিজ কান্তের মুখাবলোকন ও তাঁহার সহিত প্রিয়ালাপন দ্বারা তাঁহাকে পরম সুখসাগরে মগ্ন কর, যেহেতু সংপ্রতি শত্রুগণের নিঃশেষে নির্ম্মূল হওয়াতে তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ হইয়াছে। উপনিষদ্দেবী, কহিলেন হে সখি শান্তি! আমি আগমন কালে পথমধ্যে গীতাবালিকা কন্যা আমাকে এক রহস্য কহিয়াছে যে মা তুমি তোমার পতি বিবেক ও শ্বশুর আত্মাকে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা পরম সুখী করিবে অর্থাৎ আমার পিতা বিবেক ও পিতামহ আত্মা, তোমাকে যে কর্ম্ম করিতে কহেন তাহা তুমি অবশ্য করিবে যাহাতে তোমার প্রবোধচন্দ্ররূপ পুত্রের উৎপত্তি হইবে অর্থাৎ আমার একটী সহোদর জন্মিবে সেই আমি গুরুলোকের নিকটে কিরূপে মৈথুনাদিরূপ ধার্ষ্ট্যতা প্রকাশ করিব। শান্তি, কহিলেন তোমার এ বচন অবিচারণীয় ও অরমণীয় যেহেতু বিষ্ণুভক্তিদেবী, বিবেক ও আত্মাকে এই সকল বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছেন অতএব তুমি নিকটে গমন করিয়া বিবেক ও আত্মাকে প্রিয়দর্শন দ্বারা পরম প্রীতি জন্মাও। হে সখি শান্তি! ভাল, চল, তোমার কথাই রক্ষা হউক, এই কথা কহিয়া উপনিষদ্দেবী, মন্দ২ হাস্যে গদ২ ভাবে মৃদু২ গমনে শান্তির পশ্চাৎ২ আগমন করিলেন। তদনন্তর মহারাজ বিবেক, শ্রদ্ধার সহিত

রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে হে বৎস শ্রদ্ধে! তুমি জ্ঞান প্রিয়া উপনিষদ্দেবীকে শান্তি অন্বেষণ করিতেছেন, শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন হে মহারাজ! তোমায় আজ্ঞানুসারে শান্তি, উপনিষদ্দেবীর অন্বেষণার্থ গমন করিয়াছেন অতএব কেন তাঁহার অন্বেষণ না করিবেন, মহারাজ বিবেক, জিজ্ঞাসা করিলেন কোথায় অন্বেষণ করিবেন শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন মহারাজ বিষ্ণুভক্তিদেবী, তাহার অনুসন্ধান পূর্ব্বেই কহিয়াছেন যে মন্দর নামক পর্ব্বতে বিষ্ণুমন্দিরে উপনিষদ্দেবী, তর্কবিদ্যার ভয়ে গীতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আছেন। মহারাজ বিবেক, জিজ্ঞাসা করিলেন তর্কবিদ্যা হইতে ভয় কি কারণ শ্রদ্ধা, উত্তর করিলেন হে মহারাজ! সে কারণ সেই উপনিষদ্দেবীই পশ্চাৎ সাক্ষাৎ প্রকাশ করিবেন। সংপ্রতি মহারাজ আগমন করুন এই স্বামী আত্মা, মহারাজের শুভাগমন অনুক্ষণ চিন্তন করত নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন। তদনন্তর মহারাজ বিবেক, আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন হেআত্মন্! আমি আপনাকে অভিবাদন করি। আত্মা, বিবেকের প্রতি সাদর ও সগৌরব বচন কহিলেন হে বৎস! তোমার আমাকে অভিবাদন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ব্যবহারবিরুদ্ধ যে হেতু তুমি জ্ঞানবৃদ্ধ অতএব সদুপদেশ দান দ্বারা তুমিই আমার পিতা।

> পুরাহি ধর্ম্মধ্বনিনষ্টসংজ্ঞা, দেবা স্তমর্থং তনয়ান
> পৃচ্ছন্। জ্ঞানেন সম্যক্ পরিগৃহ্য চৈতান্, হে পু-
> ত্রকাঃ সংশৃণুতেত্যবোচন্ ॥ ১০ ॥

হে পুত্র বিবেক! আমি যৎকালে কামাদির বশীভূত ছিলাম তৎকালে বেদার্থ জ্ঞান রহিত হইয়া তোমাকে

বেদার্থ জিজ্ঞাসা করিলে পরে প্রতি শরীরে ভিন্ন জীবাভিমানী আমাকে তুমি এই উপদেশ করিয়াছিলা যে হে আত্মন আপনি বেদার্থ শ্রবণ করুন ব্রহ্ম, এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার, নিরঞ্জন, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ হয়েন ॥ ১০ ॥

শান্তি, উপনিষদ্দেবীকে কহিলেন হে দেবি এই আত্মা, মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বাস করিতেছেন অতএব তুমি এই সময়ে নিকটে গমন কর। শান্তির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া উপনিষদ্দেবী, আত্মার ও মহারাজ বিবেকের নিকটে উপস্থিতা হইলেন। শান্তি, নিবেদন করিলেন হে আত্মন্ এই উপনিষদ্দেবী, নিকটে উপস্থিতা আপনকার চরণ বন্দন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন আত্মা, কহিলেন না না যেহেতু উপনিষদ্দেবী, তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ করণ দ্বারা আমার মাতার ন্যায় অতএব নমস্যা হয়েন।

অনুগ্রহবিধৌ দেব্যা মাতুশ্চ মহদন্তরং। মাতাগাঢ়ং
নিবধ্নাতি দেবীবন্ধং নিকৃন্তুতি ॥ ১১ ॥

অথবা অনুগ্রহ বিষয়ে মাতৃ হইতেও উপনিষদ্দেবী অধিকা হয়েন যেহেতু মাতা সংসাররূপজালে দৃঢ়তর বন্ধন করেন উপনিষদ্দেবী কিন্তু সেই বন্ধন ছেদ করেন ॥ ১১ ॥

উপনিষদ্দেবী, মহারাজ বিবেককে কিঞ্চিৎ অবলোকন পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে মানিনীর ন্যায় অবস্থিতি করিলেন। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন হে মাতঃ! আপনি ইয়ৎকাল কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাহা আজ্ঞা করুন। উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন ॥

নীতান্যমূনি মঠচত্বরশূন্যদেবাগারেষু মূর্খমুখরৈঃ
সহবাসরাণি ॥ ১২ ॥

হে আত্মন্! আমি ইয়দ্দিন মঠ তত্বরও শূন্য দেবালয় ইত্যাদি স্থানে বাচাল মূর্খলোকদিগের সহিত কাষ্ঠ লোষ্ট্র, পাষাণাদির ন্যায় বাস করিয়াছিলাম ॥ ১২ ॥

আত্মা, কহিলেন হে মাতঃ! তাহারা কি তোমার গুণ জানে। উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন না না তাহারা আমার গুণ জানেনা।

তে স্বেচ্ছয়া মমগিরং দ্রবিড়াঙ্গনোক্তবাচামিবার্থ মবিচার্য্য বিকল্পয়ন্তি ॥ ১২ ॥

কিন্তু সেই মূর্খ বাচালেরা আমার বাক্যের সদর্থ পরিত্যাগ করিয়া অসদর্থ কল্পনা করে যেমন দ্রাবিড়ী স্ত্রীর বাক্যের যথার্থ বোধ না করিয়া তদ্ভাষানভিজ্ঞ লোকেরা স্বেচ্ছানুসারে অন্যার্থের কল্পনা করে ॥ ১২ ॥

অতএব তাহারদিগের আমার বাক্যার্থের বিচার করণ, কেবল পরধন হরণার্থ হয়। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি।

কৃষ্ণাজিনাগ্নি সমিদাজ্য জুহুস্রুবাদি, পাত্রৈস্তথেষ্টি পশুসোমমুখৈর্মখৈশ্চ। দৃষ্টাময়া পরিবৃতাখিল কর্ম্মকাণ্ডে, র্য্যাদিষ্টপদ্ধতি রথাধ্বনি যজ্ঞবিদ্যা ॥ ১৩ ॥

আমি পথে আগমন কালে যজ্ঞ বিদ্যাকে ফলতঃ কর্ম্ম মীমাংসাকে দেখিলাম যে তিনি কৃষ্ণাজিন, সংস্কৃতাগ্নি, সমিৎ হোমঘৃত, কুশ, ও স্রুবাদি এই সকল দ্রব্যেতে এবং অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগেতে বেষ্টিতা আছেন, এবং নানাবিধ কর্ম্ম কাণ্ডের নানাবিধ পদ্ধতি প্রকাশ হইতেছে

অর্থাৎ এক্ষণে সর্ব্বত্র কর্ম্ম মীমাংসার অত্যন্ত বাহুল্য হই-
তেছে কিন্তু ব্রহ্ম মীমাংসার কুত্রাপি প্রসঙ্গও নাই ॥ ১৩॥

আত্মা,জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি ? উপনিষ-
দ্দেবী,উত্তর করিলেন তদনন্তর আমি, চিন্তাও করিলাম যে
এই পুস্তক ভারমাত্র বাহিনী কর্ম্মমীমাংসা আমার সদর্থ
বুঝি জানিবেন অতএব এই কর্ম্মমীমাংসার নিকটে আমি
কিয়দ্দিবস বসতি করি। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন
তদনন্তর বৃত্তান্ত কি, উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন তদনন্তর
আমি সেই কর্ম্মমীমাংসার নিকটে উপস্থিতা হইলে, তিনি,
আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে কল্যাণি তোমার ইচ্ছা
কি, তদনন্তর আমি, কহিলাম যে হে শ্রেষ্ঠে ! আমি অনাথা
তোমার নিকটে কিঞ্চিৎকাল বাস করিতে ইচ্ছা করি।
আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি ? উপনিষ-
দ্দেবী, উত্তর করিলেন তদনন্তর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা
করিলেন, হে কল্যাণি ! তোমার এ স্থানে বসতির প্রয়োজন
কি ? তদনন্তর আমি উত্তর করিলাম।

যস্মাদ্বিশ্বমুদেতি যত্র রমতে যস্মিন্ পুনর্লীয়তে, ভাসা
যস্য জগদ্বিভাতি সহজানন্দোজ্জ্বলং যন্মহঃ। শান্তং
শাশ্বত মক্রিয়ং যমপুনর্ভাবায় ভূতেশ্বরং, দ্বৈতধ্বান্ত
মপাস্য যান্তি কৃতিনঃ প্রস্তৌমি তংপুরুষং ॥ ১৪ ॥

নিবিড় নিরুপম আনন্দময় উজ্জ্বল তেজোময় শান্ত,
নিত্য নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বভূতেশ্বর, সেই আদিপুরুষের প্রস্তাব
করিতে আমি, ইচ্ছা করি, পুনর্জন্ম হরণের নিমিত্ত দ্বৈত-
ভাবরূপ অন্ধকার নিবারণ করিয়া যতিগণেরা, যে আদি-
পুরুষের তত্ত্ববোধ করিতেছেন অর্থাৎ যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান

পরম মোক্ষের কারণ, এবং যাঁহা হইতে জগতের উৎ-পত্তি, যাহাতে স্থিতি, ও বিনাশ হইতেছে এবং যাঁহার দীপ্তিতে জগৎ দেদীপ্যমান হইতেছে, অর্থাৎ যে আদি-পুরুষ, জগতের সমবায়ি কারণ, জগদাশ্রয়, জগৎ সংহা-রক, এবং চন্দ্র সূর্য্যানলরূপ ॥ ১৪ ॥

তদনন্তর কর্ম্মমীমাংসা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন

পুমানকর্ত্তা কথমীশ্বরো ভবেৎ, ক্রিয়া ভবচ্ছেদ করী নবস্তুধীঃ। কুর্ব্বন্ ক্রিয়া এব নরোভবচ্ছিদঃ, শতং সমাঃশান্ত মনাঃ জিজীবিষেৎ ॥ ১৫ ॥

যে কৃতিমস্ত হয় সেই কারণ কিন্তু তুমি, পূর্ব্বে আপনিই কহিয়াছ যে পুরুষ নিষ্ক্রিয় তবেঅকর্ত্তা পুরুষ কিরূপে ঈশ্বর হয়েন অর্থাৎ ক্রিয়া রহিত পুরুষের কর্ত্তৃত্বাভাব প্রযুক্ত জগৎ কর্ত্তৃত্ব অত্যন্ত অসম্ভব, এবং তুমি, অন্য এক কথাও কহিয়াছ যে আত্ম তত্ত্বজ্ঞান, পুনর্জ্জন্ম হরণের হেতু সেও সাধু নহে যেহেতু অশ্বমেধ যাগাদিরূপ ক্রিয়াই পুনর্জনন হরণ কারণ, যদি ত্বন্মত সিদ্ধ আত্ম তত্ত্বজ্ঞান মাত্র কারণ হয় তবে কাশী মরণ স্থলে ব্যতিরেক ব্যভিচার দুর্নিবার যেহেতু ত্বন্মত সিদ্ধ পুনর্জ্জন্ম হরণ কারণ যে আত্মতত্ত্বজ্ঞান তদ্ব্যতিরেকেও বারানস্যাদি মরণ মাত্রেই মোক্ষ, শাস্ত্রানু-সারে দৃষ্ট হইতেছে যদিবল, তৃণারণি মণি ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ যেমন বহ্নি জননের প্রতি তৃণ, কাষ্ঠ, ও মণি, ইহারা প্রত্যেকে পরস্পর নিরপেক্ষ কারণ হয়, তেমন মুক্তির প্রতি, আত্মতত্ত্বজ্ঞান, ও বারানস্যাদি মরণ ত-দ্রূপে কারণ হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত স্থলে পূর্ব্ব দোষের সম্ভা-

বনা কি, ইহাও বক্তব্য নহে, যেহেতু আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকেই অশ্বমেধ যাগাদি ক্রিয়া মাত্র করতই জীব, পুনর্জনন ছেদন করেন অর্থাৎ মুক্ত হয়েন যেহেতু যে পুরুষ অশ্বমেধ যাগ করেন তেঁহ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত ও পুনর্জন্ম রহিত হয়েন, এবং গঙ্গার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হয় স্নানে কি ফল তাহা কি জানি ইত্যাদি শ্রুতি ও পুরাণ শ্রুত আছে তথাচ স্বমতসিদ্ধ আত্মতত্ত্বজ্ঞানের শশবিষাণ তুল্যত্ব প্রযুক্ত তাহার মুক্তি সাধনত্ব অত্যন্ত অসম্ভব। অতএব তোমার এস্থানে অবস্থানে আমার কি প্রয়োজন যেহেতু স্বর্গ নরক বোধিকা যে২ শ্রুতি তাহার প্রামাণ্যার্থ জীবের স্বীকারের আবশ্যকত্ব প্রযুক্ত অধিক ঈশ্বরের স্বীকারে প্রয়োজনাভাব। তথাপি যদি কর্ত্তা যে জীব তেঁহ স্বর্গ নরক ভোক্তা হয়েন এইরূপ স্তব করত কিয়ৎকাল বাস করিতে ইচ্ছা কর তবে বাসকর।। ১৫ ।।

ইতিমধ্যে মহারাজ বিবেক, ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন কি আশ্চার্য্য ধূমান্ধকারে অন্ধ যজ্ঞবিদ্যার কি দুর্ব্বোধ, যেহেতুকুতর্কে হতবুদ্ধি হইয়া এইরূপ বিবেচনা করিতেছে।

অয়ঃস্বভাবাদচলং বলাচ্চলত্যচেতনং চুম্বক সন্নিধা
বিব। তনোতি বিশ্বেক্ষিতুরীক্ষিতেরিত্থাজ্জগন্তি মায়ে
শ্বরতেয়মীশিতুঃ ।। ১৬ ।।

বিশ্বদর্শক পরম পুরুষ কর্ত্তৃক জগদ্বিরচনার্থ দৃষ্টা ও প্রেরিতা হইয়া এই মায়া মনুষ্যাদি জীব, ও ঘট পটাদি বস্তুময় এই জগতের সৃষ্টি করিতেছেন যেমন স্বভাবতঃ

অচল অচেতনলৌহ, চুম্বকমণিসন্নিধানে তাহার বলে গমন করে অতএব জ্ঞাপক ও প্রেরক যে পুরুষ তাঁহার ঈশ্বরত্ব, অর্থাৎ যেমন চুম্বকমণির শক্তিতে অচেতন লৌহের গমন শক্তি, ও তদভাবে তৎশক্তির অভাব, তেমন ঈশ্বরের জগদুৎপাদক দৃষ্টিতে অচেতন মায়ার জগৎকরণশক্তি তদভাবে তচ্ছক্তির অভাব; অতএব অচেতন মায়ার স্বতঃ জগদ্বিরচন সামর্থ্যাভাব প্রযুক্ত ঈশ্বরত্ব নহে কিন্তু তৎ প্রেরক পরম পুরুষেরি ঈশ্বরত্ব সুতরাং সিদ্ধ হয়। অতএব তমোগুণান্ধব্যক্তিদিগের এই অনীশ্বর দৃষ্টি ॥ ১৬ ॥

কিআশ্চার্য্য দেখ এই যজ্ঞবিদ্যা সংসারনাশক ব্রহ্মাববোধ পরিত্যাগ করিয়া অপূর্ব্ব দ্বারা স্বর্গাদি সাধন সংসার কারণ ক্রিয়া কলাপের দ্বারা অবোধজন্য সংসারের শমতা করিতে যত্ন করিতেছেন হায়২ কি অবোধ আলোকবিনা অন্ধকারের দ্বারা কি কখন নিবিড়ান্ধকারের নিরাকরণ হয়।

স্বভাব নীলানি তমোময়ানি, প্রভাসয়েদ্যো ভুবনানি সপ্ত। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যোস্তি পন্থা ভবমুক্তিহেতুঃ ॥ ১৭ ॥

দেখ তমোময় স্বভাবতঃ মলিন এই ভূরাদি সপ্ত ভুবন প্রকাশ করিতেছেন যে ব্রহ্ম, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান মাত্রেই লোক মুক্ত হয় তদ্ভিন্ন অন্য মুক্তির উপায় নাই অর্থাৎ না কর্ম্মে না সন্তানে না ধনে না দানে মুক্তি হয়, কিন্তু কেবল আত্মতত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ মুক্তির সাধন হয়েন, তবে যে বারানস্যাদি মরণ মুক্তি সাধন পুরাণাদিতে শ্রুত আছে সেওসাক্ষাৎ সাধন নহে কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা এই নিগূঢ় ফলিতার্থ জানিবা, ইতিমধ্যে আত্মা, জিজ্ঞাসা

করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন ॥ ১৭ ॥

তদনন্তর যজ্ঞবিদ্যা, ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন যে সখি! তোমার সন্নিধানে দুর্ব্বাসনাতে হতবুদ্ধি হইয়া আমার শিষ্যেরা কর্ম্মকাণ্ডে হতাদর হইতেছে অতএব তোমার এস্থানে অবস্থানে আমার অনর্থ বিনা কোন স্বার্থ নাই অতএব তুমি আমাকে প্রসন্না হও, সত্বর স্বাভিলাষিত দেশে গমন কর। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন, তদনন্তর আমি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পথমধ্যে কর্ম্মকাণ্ড সহচরী অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডের প্রমাণরূপা এক মীমাংসাকে দেখিলাম ॥

> বিভিদাকর্ম্মাণ্যধিকারিভাঞ্জি, শ্রুত্যাদিভিশ্চানুগতা প্রমাণৈঃ। অঙ্গৈর্বিচিত্রৈ রভিযোজয়ন্তী, প্রাপ্তোপদেশৈরতিদেশগৈশ্চ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি প্রমাণের অনুগতা কর্ম্মকাণ্ড সহচরী মীমাংসা, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ, স্বর্গকামাদি ব্যক্তি, ও মুমুক্ষু ইত্যাদি অধিকারী বিশেষে সন্ধ্যোপাসনাদি, অশ্বমেধাদি যাগ, ও বৈরাগ্য ইত্যাদি কর্ম্মবিশেষের বিধান করিয়া স্নান আচমনাদিরূপ নানাবিধ অধিকারিতা সম্পাদক অঙ্গের দ্বারা সেই কর্ম্ম সকলকে যোজনা করিতেছেন যে সকল অঙ্গ উপদেশপ্রাপ্ত ও অতিদেশ প্রাপ্ত হয় সে সকল উপদেশ এই এই রূপ হয়, অনাতুর ব্যক্তি যেমন দিবাতে স্নান করিবেন প্রাতঃকালেও সেইরূপ, এবং অস্নাত ব্যক্তির ক্রিয়া সকল নিষ্ফল হয় ইত্যাদি, এবং সেই সকল

অতিদেশ এই এই রূপ, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের অতিদেশ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে এবং দর্শ পৌর্ণমাসযাগের অতিদেশ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগে ॥ ১৮ ॥

আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন, তদনন্তর আমি সেই কর্ম্মকাণ্ড সহচরীর নিকটেও সেইরূপ 'কিয়ৎকাল বসতির প্রার্থনা করিলাম পশ্চাৎ তেঁহ আমাকে কহিলেন যে তোমার এস্থানে বসতির কি প্রয়োজন। তদনন্তর আমি সেই আদিপুরুষের স্তব করিতে ইচ্ছা করি যে আদিপুরুষ জগতের সমবায়ি কারণ, ইত্যাদি অর্থের সেই পুর্ব্বোক্ত শ্লোক আমি পাঠ করিলাম। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন তদনন্তর সেই মীমাংসা পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদিগের মুখাবলোকন পূর্ব্বক ঈশ্বরে জীবভ্রম করিয়া কহিলেন যে ইঁহাকে সংগ্রহ করণে আমারদিগের উপযোগিতা আছে যেহেতু লোকান্তরে কর্ম্ম জন্য ফলভোগের যোগ্য যে পুরুষ ফলতঃ জীবাত্মা তাহার স্তব করিতেছেন অতএব কর্ম্মোপযুক্তা বটে ইঁহাকে তোমরা সংগ্রহ কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই শিষ্যদিগের মধ্যে গুরু নামক কোন মীমাংসক, আনন্দিত হইলেন, এবং লব্ধ প্রতিষ্ঠ, মীমাংসা শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ তুতাতিত নামক কোন মীমাংসক, কহিলেন না না কর্ম্মোপযুক্ত পুরুষের অর্থাৎ জীবাত্মার স্তব করেন না কিন্তু জীবভিন্ন, কর্ম্ম জন্য ফলভোগ শূন্য, ঈশ্বরকে স্তব করিতেছেন, তেঁহ কর্ম্মেতে লিপ্ত নহেন তদনন্তর জীবাত্মা মাত্রবাদী অন্য কোন মীমাংসক, কহিলেন, যে লৌকিক জীবস্বরূপ পুরুষ হইতে অধিক ঈশ্বর নামক এক পুরুষান্তর

কি আছে, তুতাতিতনামক মীমাংসক হাস্য করিয়া কহিলেন, ঈশ্বরনামক একপুরুষান্তর আছেন তেঁহ অশ্বমেধাদি যাগ স্বরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন কিন্তু ফলদাতা হয়েন। তাহা অবগত হও।

একঃ পশ্যতি চেষ্টিতানি জগতা মন্যস্তু মোহান্ধধী,
রেকঃ কর্ম্মফলানি বাঞ্ছতি দদাত্যন্যস্তুতান্যর্থিনে।
একঃ কর্ম্মসু নিয়াতে তনুভৃতাং শাস্তৈব দেবোঽপরো,
নিঃসঙ্গঃ পুরুষঃ ক্রিয়াসু স কথং কর্ত্তেতি সংভাব্যতে ॥ ১৯

এক পুরুষ মহামোহান্ধ অন্য জগতের চেষ্টিত বিষয় দর্শন করেন এবং এক পুরুষ কর্ম্ম জন্য ফল বাঞ্ছা করেন, অন্য পুরুষ সেই কর্ম্ম জন্য ফল অর্থিব্যক্তিকে দান করেন, এবং এক পুরুষ কর্ম্মের কর্ত্তা হয়েন, অন্য পুরুষ নিঃসঙ্গ ঈশ্বর ও জীবদিগের শাস্তা হয়েন, সেই নিঃসঙ্গ পুরুষ ক্রিয়ার কর্ত্তা এইরূপ সম্ভাবনা কিরূপে করিতেছ অর্থাৎ তুমি যদি জীব হইতে ভিন্ন এক ঈশ্বরের স্বীকার না করিয়া জীবেতেই ঈশ্বরত্ব স্বীকার কর তবে তাঁহাকে ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বাদি সম্ভাবনা হয় না যেহেতু অন্ধত্ব ও দর্শকত্ব এবং অর্থিত্ব ও দার্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব ও শাসন কারকত্ব সঙ্গযুক্তত্ব ও নিঃসঙ্গত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম, পরস্পর বিরুদ্ধ হয়, কর্ম্ম জন্য শুভাশুভ ফলদার্ত্তৃত্বাদি হেতুক এক ঈশ্বরের স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবেক অন্যথা নিরীশ্বর বাদাপত্তি হয় ॥ ১৯ ॥

মহারাজ বিবেক, এই বচন সুধা ধারার অভিষিক্ত হইয়া অতি হর্ষে তুতাতিত নামক মীমাংসকের

প্রতি পুনঃ২ সাধুবাদ পূর্ব্বক কহিলেন যে তুতাতিত মীমাংসক অতি সুবোধ, চিরজীবি হউক। তাহা অবগত হও।

দ্বৌতৌ সুপর্ণৌ সহজৌ সহায়ৌ, সমান বৃক্ষং পরি-
ষস্বজাতে। একস্তয়োঃ পিপ্পলমত্তি পক্ক, মশ্নন্নন্য-
স্তপি চাকসীতি ॥ ২০ ॥

সেই দুই জীবাত্মা ও পরমাত্মা বিহঙ্গমরূপ এবং তুল্য ও পরস্পর সহায়, এবং এক বৃক্ষে স্থায়ী, কিন্তু সেই দুয়ের মধ্যে জীব, পক্ক অশ্বত্থ ফলভোক্তা অর্থাৎ সাংসারিক সুখ ভোগ করেন অন্য যে ব্রহ্ম তেঁহ ভোক্তা নহেন কিন্তু জগতের সাক্ষী স্বরূপ, ফলতঃ কালান্তরে স্বর্গ নরকরূপ ফল দাতা হয়েন ॥ ২০ ॥

আত্মা জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন তদনন্তর, আমি সেই মীমাংসার নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া কিঞ্চিদ্দূরে বহু পুরুষ কর্ত্তৃক উপাস্যমানা বৈশেষিক বিদ্যা, ন্যায়বিদ্যা, সাংখ্যবিদ্যা, পাতঞ্জল বিদ্যা দর্শন করিলাম।

কাচিত্তত্ত্ব বিশেষ কল্পনপরা ন্যায়ৈঃ পরাতন্বতী,
বাদং সচ্ছলজাতি নিগ্রহময়ৈর্জল্পৈঃ বিতণ্ডামপি।
অন্যাতু প্রকৃতের্বিবিচ্য পুরুষমোদাহরন্তী ভিদাং,
তত্ত্বানাং গণনাপরা মহদহঙ্কারাদি সর্গক্রমৈঃ ॥ ২১ ॥

বৈশেষিক বিদ্যা, এইরূপ পদার্থ মাত্রের কল্পনা করিতেছেন যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ ও সমবায়, এই ছয় প্রকারি পদার্থ হয় অতিরিক্ত অভাব পদার্থের

স্বীকারে প্রয়োজনাভাব প্রত্যুত গৌরব মাত্র যে হেতু অভাব পদার্থ অধিকরণ স্বরূপ এইরূপ কল্পনাতেই নির্ব্বাহ হয়, এবং ছল, জাতি, নিগ্রহ স্বরূপা সপ্ত পদার্থবাদিনী ন্যায় বিদ্যা, বাদ, জল্প, বিতণ্ডার বিস্তার করিতেছেন, যে অতিরিক্ত অভাব পদার্থের অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু ভাবত্ব ও অভাবত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, এবং যেমন ঘটনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতি হইতেছে তেমন অভাব নষ্ট হইয়াছে এইরূপ প্রতীতিও হউক, কারণ ঘটাদি বৃত্তি অভাবের ঘটাদি রূপ অধিকরণের স্বরূপত্ব প্রযুক্ত ঘটাদির নাশেই তদ্বৃত্তি অভাবেরো নাশ হইতে পারে, এবং [illegible] অভাবের নানা অধিকরণত্ব কল্পনে গৌরব ও হয়, আরো এক কথা কহি, পদার্থ ছয় প্রকারই হয় এই বাক্যেরদ্বারা তুমি অভাব পদার্থের খণ্ডন করিতেছ তাহা অসঙ্গত যেহেতু যদি অভাব পদার্থ অলীক হয় তবে তাহার খণ্ডন নিরর্থক যদি সিদ্ধ হয় তবে তাহার খণ্ডন অসম্ভব অতএব তোমার এ বাক্য উন্মত্ত প্রলাপ, এবং সাংখ্য বিদ্যা ও পাতঞ্জল বিদ্যা, মূল প্রকৃতি হইতে বিবেচনা করিয়া পরমপুরুষের ভেদ দর্শন করাইতেছেন যে নিত্যা, অদ্বিতীয়া, ও লোহিত শুক্ল কৃষ্ণা অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতিলয়কালে সত্ব রজ স্তমো গুণের প্রকাশ দ্বারা জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্রী যে মূল প্রকৃতি তাঁহাতে নিত্য অদ্বিতীয় যে পরমাত্মা তেঁহ সৃষ্টিকালে প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান পশ্চাৎ প্রলয়কালে সেই ভুক্তভোগা মূল প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং শুদ্ধ চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হয়েন, যে সাংখ্যবিদ্যা ও পাতাঞ্জল বিদ্যা, মহদহঙ্কারাদির সৃষ্টিক্রমে তত্ত্ব সকলের গণনা কর্ত্রী অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, সেই মহত্তত্ত্ব, ধর্ম্ম জ্ঞান ও ইচ্ছা

ইত্যাদি স্বরূপ হয়, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার তত্ত্ব জন্মে তাহা হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রা, সেই একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ। মনঃ, চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই ছয় জ্ঞানেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ, এই পঞ্চতন্মাত্রা হইতে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের জন্ম। এইরূপ উৎপত্তিক্রমে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের গণনা করিতেছেন ॥ ২১ ॥

আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন, তাঁহারদিগের নিকটে ও আমি সেইরূপ কিঞ্চিৎকাল বসতির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম তাঁহারা আমাকে সেইরূপ বসতির প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন আমিও সেইরূপ প্রয়োজন কহিলাম। আমি সেই আদিপুরুষের প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা করি যে আদিপুরুষ জগতের সমবায়ি করণ ইত্যাদি। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন। তদনন্তর সেই বৈশেষিক বিদ্যা প্রভৃতি সকলে আমাকে উপহাস করিয়া বৈশেষিক বিদ্যা ও ন্যায় বিদ্যা কহিলেন আঃ অরে মূর্খ বাচালেরা শ্রবণ কর পরমাণু জগতের সমবায়ি কারণ হয় ঈশ্বর তাহার নিমিত্ত কারণ মাত্র, সাংখ্যবিদ্যা, ও পাতঞ্জলবিদ্যা ক্রোধ করিয়া কহিলেন অরে পাপিষ্ঠ! ঈশ্বরকে এইরূপ বিকারি করিয়া কেন তাঁহার বিনাশিত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিস্ অর্থাৎ ঈশ্বর যদি জগতের সমবায়ি কারণ হয়েন তবে জন্য ঘট পটাদি রূপ তদ্বিকৃতি স্বরূপ যে জগৎ তদ্রূপে তেঁহ প্রকাশিত হইলেন যেমন ঘটাদির সমবায়ি কারণ কপাল

কপালিকাদি, তদ্বিকৃত ঘটাদি রূপে পরিনত হয়, অতএব ঈশ্বরের বিকৃতীভূত জগতের বিনাশিত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ প্রযুক্ত তাঁহারো বিনাশিত্ব সুতরাং সিদ্ধ হয়। অরে শ্রবণ কর, মূল প্রকৃতিই জগতের সমবায়ি কারণ হয়েন যেহেতু মূল প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা ঘটপটাদি স্বরূপ জগতও ত্রিগুণাত্মক অতএব সমবায়ি কারণের গুণ হইতে কার্য্যের গুণ জন্মে এই নিয়মেও ব্যভিচারাভাব, কিন্তু জগতের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর তেঁহ জগতের সমবায়ি কারণ নহেন এবং পরমাণুও সেই রূপ, তবে যে মূলপ্রকৃতির বিকৃতীভূত জগতের বিনাশিত্বো আশঙ্কায় তাঁহার বিনাশিত্বাশঙ্কা সে কেবল ভ্রমমাত্র, যেহেতু জগতের নিত্যত্ব, যে হেতু আমারদিগের মতে যেমন মূলপ্রকৃতি হইতে যথাক্রমে অনুলোমে মহত্তত্ত্বাদির উৎপত্তিতে জগতের উৎপত্তি, তেমন সেই মূলপ্রকৃতিতে যথাক্রমে বিলোমে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্ব২ কারণে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতিতে জগতেরো তদ্রূপে অবস্থিতি মাত্র হয়, অর্থাৎ জগতের আবির্ভাব এবং তিরোভাব মাত্র কিন্তু জগতের উৎপত্তি এবং বিনাশ নহে, যেমন বীজমধ্যে অঙ্কুরাদির সূক্ষ্মরূপে এবং কূর্ম্ম শরীরে তাহার অবয়ব সকলের সঙ্কুচিত রূপে অবস্থিতি হয়। মহরাজ বিবেক, কহিলেন কি আশ্চর্য্য দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা ইহাও কি জানেনা যে সকল ঈশ্বর হইতেই জাত অতএব যেমন ঘটাদি কার্য্যের প্রতি দণ্ড, চক্র, সলিল ও সূত্রাদি পরস্পর সহকারে কারণ হয় তেমন জগতের প্রতি পরমাণু ঈশ্বর, ও প্রকৃতি ইঁহারাও তদ্রূপ কারণ হয়েন এমত নহে, কিন্তু কেবল ঈশ্বর জগতের সমবায়ি কারণ, পরমাণু, ও প্রকৃতি সমবায়ি কারণ নহেন। এবং।

অন্তঃশীতকরান্তরীক্ষ নগর স্বপ্নেন্দ্রজালাদিবৎ,
কার্য্যং সর্ব্বমসত্য মেতদুদয় ধ্বংসাদি যুক্তং জগৎ।
শুক্তৌ রূপ্যমিব স্রজীব ভুজগঃ স্বাত্মাববোধেশ্বরা,
বজ্ঞাতে প্রভবত্যথাস্তময়তে তত্ত্বাববোধোদয়াৎ ॥ ২২

এই ঘট পটাদি কার্য্য স্বরূপ জগৎ অসত্য, যেহেতু তাহার উৎপত্তি বিনাশ দেখিতেছি অর্থাৎ কেবল এক ঈশ্বর সত্য হয়েন, তদ্ভিন্ন জগৎ অলীক, তবে যে ঘট পটাদি কার্য্যস্বরূপে জগতের জ্ঞান হইতেছে সে কেবল ইন্দ্রজাল প্রায় যেমন জলে চন্দ্রাদির গগনমণ্ডলে নগরাদির এবং স্বপ্নে, অশ্বারোহির জ্ঞান হয় অর্থাৎ যদি বল ঘট পটাদি কার্য্যস্বরূপে জগতের জ্ঞান অনেকের হইতেছে এ কারণ জগৎ সত্য তবে, ইন্দ্রজাল বিদ্যাদ্বারা জলে চন্দ্রাদির জ্ঞান ও অনেকের হইতেছে, তবে তাহাও সত্য হউক ভাল, তবে ঘট পটাদি কার্য্যস্বরূপে যে জগতের জ্ঞান জন্মে তাহার কারণ ঈশ্বরে জগতের ভ্রমজনক দোষ বিশেষ তাহা শ্রবণ কর, যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান, মালাতে সর্পজ্ঞান জন্মে, তেমন আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অনুদয়ে ঈশ্বরেতে জগতের জ্ঞান জন্মে, এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহাতে তাহার বিনাশ হয়, অর্থাৎ যেমন শুক্তি প্রভৃতিতে রজত সদৃশ চাকচক্যাদিরূপ রজতাদি ভ্রমজনক দোষবিশেষ বশতঃ শুক্তিপ্রভৃতিতে রজতাদি ভ্রম হয় তেমন আত্মতত্ত্বের অজ্ঞানাদিরূপ জগতের ভ্রমজনক দোষবিশেষ বশতঃ ঈশ্বরেতে জগতের ভ্রম হয় ॥২২॥

ঈশ্বরেতে বিকারের যেআশঙ্কা সে নটাবেশ ধারিণী মুগ্ধ বধূ বিলসিতের ন্যায়, অর্থাৎ যেমন নটী, নানাবিধ বেশ ভূষা ধারণদ্বারা নানা সময়ে নানারূপ ধারিণী হইলেও

ফলতো নটীর স্বরূপের বিকার হয় না কিন্তু রূপের বিকার মাত্র, তেমন এস্থানেও নানা ভ্রমজনক দোষবিশেষ বশতঃ নানা ভ্রম অসম্ভব হইলেও ফলতো ঈশ্বরের স্বরূপের বিকার হয় না কিন্তু মায়ার বিকার মাত্র। তাহা অবগত হও।

শান্তং জ্যোতিঃ কথমনুদিতানস্ত নিত্যপ্রকাশং,
বিশ্বোৎপত্তৌ ব্রজতি বিকৃতিং নিষ্কলং নির্ম্মলঞ্চ।
শশ্বন্নীলোৎপল দলরুচামম্বুবাহাবলীনাং, প্রাদু-
র্ভাবে ভবতি বিয়তঃ কীদৃশো বা বিকারঃ ॥ ২৩ ॥

রাগদ্বেষাদি রহিত অজন্য অনাশ্য সর্ব্বদা প্রকাশশালী নিরবয়ব নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপ যে ঈশ্বর তেঁহ বিশ্বোৎ-পত্তি বিষয়ে কি বিকারী হয়েন, দেখ নীলোৎপলদল শ্যামল জলদাবলীর পুনঃ২ উদয়ে নির্ম্মল গগণমণ্ডলের কি কখন বিকার জন্মে অর্থাৎ যেমন শ্যামল জলদাবলীর পুনঃ২ সম্বন্ধে নির্ম্মল নভোমণ্ডলের শ্যামলতা সম্ভব হয় না, তেমন জগদুৎপত্তিরূপ বিষয়ের পুনঃ২ সম্বন্ধে নির্ম্মল জ্যোতিঃ স্বরূপ ঈশ্বরেরো মলিনতা সম্ভব হয় না ॥ ২৩ ॥

আত্মা, কহিলেন, সুপ্রজ্ঞ বিবেকের সুন্দর বচন সুধাব-র্ষণেআমি অদ্য পরমাপ্যায়িত হইলাম এবং উপনিষদ্দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন, তদনন্তর তর্কবিদ্যারা সকলে ক্রুদ্ধা হইয়া আমাকে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ ঘট পটাদি তাবৎ পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রবাদ কিম্বদন্তীমাত্র ইত্যাদি নাস্তিকপথে এই স্ত্রী গমন করিতেছে, যেহেতু

জগতের অলীকত্বে যুক্তি দর্শন করাইতেছে অতএব ইহাকে নিগ্রহ কর, পরে তর্কবিদ্যারা সকলে অতি ক্রোধে আমার প্রতি ধাবমানা হইলেন। আত্মা, ত্রাসযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন, তদনন্তর আমি অতি সত্বর পলায়ন করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলাম।

বাহ্বোর্ভ্গ্নাদলিত মণয়ঃ শ্রেণয়ঃ কঙ্কণানাং, চূড়া-
রত্নং গ্রহনিকৃতিভির্দূষিতঃ কেশপাশঃ। ছিন্না মুক্তা-
বলিরপহৃতং স্রস্তমঙ্গাদ্দুকূলং,

তদনন্তর মন্দর শৈলোপরিনির্ম্মিত মধুসূদনমন্দিরের অতি সমীপে সেই দুর্দ্দান্ত তর্কবিদ্যারা, আমার করদ্বয়ের কনক কঙ্কণ প্রথমতো মণিরহিত, পশ্চাৎ ভগ্ন করিলেক এবং চূড়ার রত্নগ্রহণরূপ নিগ্রহের দ্বারা আমার কেশ পাশের শোভাহরণ করিলেক, এবং মুক্তা মালার ছেদন ও অঙ্গের বসন হরণ করিয়াছিল, অর্থাৎ দুর্ব্বিদগ্ধ তর্ক বিদ্যারা সর্ব্বাঙ্গের অলঙ্কার হরণ ও রস ভাবাদি পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোল কল্পিত কুতর্ককন্টকাবলীর দ্বারা আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরীভূত করিয়াছে, মহারাজ বিবেক জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন, তদনন্তর গদাপাণি কতিপয় পুরুষেরা শ্রীমধুসূদন মন্দির হইতে নির্গত হইয়া তাহারদিগকে অতি নির্দ্দয় তাড়ন করিতে২ কিয়দ্দূর গমন করিলেন আত্মা অতি হর্ষে সেই বিষ্ণুদূত সকলকে পুনঃ২ সাধুবাদ করিলেন, মহারাজ বিবেক, আনন্দিত হইয়া কহিলেন, যে বিশ্বসাক্ষী ভগবান, তোমার নিগ্রহকারক ব্যক্তিদিগের

অপরাধ ক্ষমা করেন না। আত্মা, জিজ্ঞাসা করিলেন, তদনন্তর বৃত্তান্ত কি? উপনিষদ্দেবী উত্তর করিলেন॥ ২৪॥

ভীতা গীতাশ্রমমধিগলন্নূপুরাহং প্রবিষ্টা॥ ২৪॥

তদনন্তর আমি শব্দভয়ে চরণের চঞ্চল মণিময় মঞ্জীর মোচন করিয়া অতিভীতা হইয়া গীতার আশ্রমে প্রবিষ্টা হইলাম অর্থাৎ যথানুপূর্ব্বীক স্বকীয় শব্দাবলী ব্যতিরেকে আমার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থ গীতার অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে॥ ২৪॥

সেই আশ্রমে কন্যা গীতা আমাকে সেই রূপ ভীতা দেখিয়া সসম্ভ্রমে হে মাতঃ২! এই সম্বোধন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাসদান করিলেন ও কহিলেন হে মাতঃ! আমি তাবৎ বৃত্তান্ত জানি এ নিমিত্ত আপনি কোন খেদ করিবেন না, যে তমোগুণাবলম্বি লোকেরা তোমাকে অপ্রমাণ করিয়া যথেষ্টাচরণ করে পরমেশ্বর তাহারদিগের শাস্তা হয়েন। সেই তমোগুণাবলম্বিলোক সকলকে অধিকার করিয়া পরমেশ্বরই কহিয়াছেন।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্র মশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ ২৫॥

আমি স্বর্গ হইতে ঘোরতর সংসারে আসুর যোনিতে সেই ক্রূর পাপিষ্ঠ নরাধম লোক সকলকে নিরন্তর ক্ষেপ করি॥ ২৫॥

আত্মা, পরমহর্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে উপনিষদ্দেবি! তোমার প্রসাদে তাহা জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করি যে,

কোন ব্যক্তির নাম ঈশ্বর। উপনিষদ্দেবী, ঈষদ্ধাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, আত্ম বিস্মৃত ব্যক্তিকে প্রত্যুত্তর দান করিতে কে সমর্থ হয়?। আত্মা, অতি হর্ষে বিস্মিত ন্যায় পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি আমি পরমেশ্বর। উপনিষদ্দেবী, উত্তর করিলেন, তুমিই পরমেশ্বর তাহা অবগত হও।

> অসৌত্বদন্যো ন সনাতনঃ পুমান্, ভবান্ন দেবাৎ পুরুষোত্তমাৎ পরঃ। স এষ ভিন্ন স্ত্বনাদি মায়য়া, দ্বিধেব বিম্বং সলিলে বিবস্বতঃ॥ ২৬॥

সেই নিত্য পরমেশ্বর তোমা হইতে ভিন্ন নহেন এবং তুমিও সেই পুরুষোত্তম পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন নহ, কিন্তু সেই তুমি অনাদি মায়া প্রভাবে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতেছ অর্থাৎ তুমিই সেই পরমেশ্বর কিন্তু অনাদি মায়া স্বরূপ দর্পণে জীবনামে প্রতিবিম্বরূপে কদাচিৎ প্রকাশিত হও। যেমন সলিলে সূর্য্য, প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়েন॥ ২৬॥

আত্মা বিবেকের প্রতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিবেক উপনিষদ্দেবী আমাকে এ কি অদ্ভুত অশ্রুত বচনের দ্বারা বিস্ময়াপন্ন করিলেন, কিন্তু আমার তদ্বচনে অবোধ নিমিত্ত কি দুরদৃষ্ট নিমিত্তইবা সুন্দররূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে না তুমি বিবেচনা কর॥

> অবচ্ছিন্নস্য ভিন্নস্য জরামরণ ধর্ম্মিণঃ। মম ব্রবীতি দেবীয়ং নিত্যানন্দচিদাত্মতাং॥ ২৭॥

এই উপনিষদ্দেবী, অতিক্ষুদ্র যে জীব তাহাতে নিত্যা-

নন্দ শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের স্বরূপত্ব সংস্থাপন করিতেছেন এ কি আশ্চর্য্য দেখ আমি শরীরাবছিন্ন ব্রহ্ম ভিন্ন অথচ জন্ম জরামরণাদি রোগগ্রস্ত ॥ ২৭ ॥

বিবেক উত্তর করিলেন, মুক্তির প্রতি ব্রহ্মতত্ত্ব-জ্ঞান কারণ সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান পদার্থ সকলের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য বিবেচনার দ্বারা দ্রব্যাদি ষট্ পদার্থের জ্ঞান বিনা জন্মে না অতএব জীবাভিন্ন ব্রহ্ম, ব্রহ্মা ভিন্ন জীব এইরূপ উপনিষদ্বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বোধ, পদার্থ জ্ঞান বিনা তোমার কিরূপে জন্মিবে যেহেতু অতন্নির মনের দ্বারা পদার্থজ্ঞান, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের প্রতি কারণ হয় যেহেতু ষট্ পদার্থ জ্ঞান বিনা ব্রহ্মে তদ্ভিন্নত্ব বোধ জন্মে না দেখ, গবাদি জ্ঞান ব্যতিরেকে মনুষ্যে তদ্ভিন্নত্ব বোধ কি হয়। আত্মা, প্রার্থনা করিলেন, তবে তুমি আমাকে পদার্থ বোধের উপায় উপদেশ কর। বিবেক উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এষোঽহংমীতির্বিবিচ্য নেতিপরিতশ্চিত্তেন সার্দ্ধংকৃতে,
তত্ত্বানাংবিলয়েঽচিদাত্মনিপরিজ্ঞাতে তদর্থে পুনঃ।
শ্রুত্বাতত্ত্বমসীতিবাধিত ভবধ্বান্তং তদাত্ম প্রভং,শান্তং
জ্যোতিরনন্ত মন্তরুদিতানন্দং সমুদ্যোততে ॥ ২৮ ॥

প্রথমতঃ এই ঘটপটাদি তাবৎ পদার্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এইরূপ বৈজ্ঞানিক তাবৎ পদার্থের সত্যত্ব বিবেচনা করিয়া পশ্চাৎ সেই বৈজ্ঞানিক ঘটপটাদি তাবৎ পদার্থের অসত্যত্ব বিবেচনা দ্বারা মনের সহিত তাবৎ বৈজ্ঞানিক পদার্থের বিলয় করিলে অর্থাৎ ঘটপটাদি তাবৎ পদার্থ অসত্য, কেবল ব্রহ্মই সত্য এইরূপ নিশ্চয় হইলে তত্ত্বমসি এই শ্রুতি বাক্য শ্রবণানন্তর অর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম অথবা সেই

ব্রহ্মাই তুমি এই শ্রুতিবাক্য শ্রবণ জন্য ব্রহ্ম বিষয়ক মননানন্তর অস্মৎ পদ প্রতিপাদ্য শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম অবধারিত হইলেঅর্থাৎ ব্রহ্মা ভিন্ন জীব জীবা ভিন্ন ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় জন্মিলে জীবের আত্মজাত রাগ দ্বেষাদি রহিত নিত্য সুখ স্বরূপ ব্রহ্ম বিষয়ক সংসার রূপান্ধকার নাশক সেই তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হয়॥ ২৮॥

বিবেক এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া আত্মা অত্যানন্দে অহোরাত্র ব্রহ্ম বিষয়ক ভাবনা পরায়ণ হইলেন। তদনন্তর নিদিধ্যাসন রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন যে আমাকে বিষ্ণুভক্তিদেবী এই আজ্ঞা করিয়াছেন হে বৎস! নিদিধ্যাসন তুমি আমার এই নিগূঢ় অভিপ্রায় অর্থাৎ বিদ্যা প্রবোধের উৎপত্তির উপদেশ বিবেকের সহিত উপনিষদ্দেবীকে শ্রবণ করাইয়া আত্মার হৃদয়ে বাস করিবা কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে চতুর্দ্দিগ অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন এই উপনিষদ্দেবী বিবেক ও আত্মার নিকটে আছেন অতএব আমি এই সময়ে সম্মুখে উপস্থিত হই। উপস্থিত হইয়া উপনিষদ্দেবীকে বিষ্ণুভক্তি দেবীর নিগূঢ় উপদেশ শ্রবণ করাইলেন যে দেবতারা, সঙ্কল্পযোনি অর্থাৎ মানস জ্ঞানেতেই দেবতাদিগের উৎপত্তি হয় অতএব ভাবনা মাত্রেই তোমার বিদ্যা নাম্নী কন্যার ও প্রবোধচন্দ্র নামক পুত্রের জন্ম হইবেক এবং আমিও সমাধানের দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছি যে তুমি গর্ভিনী তোমার উদরে বিদ্যা কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র পুত্র আছেন, তুমি বিদ্যাকে সঙ্কর্ষণ বিদ্যা দ্বারা মনেতে সংক্রমণ করাইয়া এবং প্রবোধচন্দ্রকে আত্মাতে সমর্পণ করিয়া বিবেকের সহিত আমার নিকটে আগমন করিবা। উপনিষদ্দেবী, নিদিধ্যাসনের মুখে বিষ্ণুভক্তি দেবীর

আজ্ঞা শ্রবণ মাত্রে তদনুসারে আজ্ঞার বিষয় সিদ্ধ করিয়া বিবেকের সহিত রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন। নিদি-ধ্যাসন, আত্মাতে প্রবেশ করিলেন, আত্মা, ধ্যান পরায়ণ হইলেন। ইতিমধ্যে নেপথ্যে কি আশ্চর্য্যং এইরূপ কোলা-হল জন্মিল।

উদ্দামদ্যুতিদামভিস্তড়িদিব প্রদ্যোতয়ন্তী দিশঃ,
প্রত্যক্ষস্ফুটতুৎকটাস্থি মনসো নির্ভিদ্য বক্ষঃস্থলং।
কন্যেয়ং সহসা সমং পরিকরৈ র্মোহং গ্রসন্তী ভজ,
ত্যন্তর্দ্ধানমুপৈতি চৈষ পুরুষং শ্রীমান প্রবোধোদয়ঃ॥ ২৯।

উজ্জ্বল কিরণজালেরদ্বারা সকল দিঙ্‌মণ্ডল,বিদ্যুজ্জ্বলনের ন্যায় প্রকাশ করতঃ মনের কুলিশ সদৃশ বক্ষঃস্থল বিদারণ পূর্ব্বক এই মোহাদি বিনাশিনী বিদ্যানাম্নী কন্যা পরিবার বর্গের সহিত মোহকে গ্রাসকরতঃ অন্তর্ধান হইলেন এবং শ্রীমান প্রবোধচন্দ্রনামা পুত্র অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, উদয় মাত্রেই আত্মাকে অবলম্বন করিলেন, অর্থাৎ শ্রবণ মনন ও নিদি-ধ্যাসনের অনন্তর বিদ্যাদির উৎপত্তি হয়, এবং বিদ্যোৎ-পত্তির সমকালেই মোহাদি নাশ ও তত্ত্বজ্ঞানোদয় এই অভিপ্রায়॥ ২৯॥

তদনন্তর প্রবোধচন্দ্র, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া কহিলেন।

কিংব্যাপ্তং কিমপোহিতং কিমুদিতং বিস্বা সমুৎ-
সারিতং,ধ্যাতং কিন্নু বিলাপিতং নকিমিদং কিঞ্চি-
ন্নবাকিঞ্চন। যস্মিন্নভ্যুদিতে বিতর্কপদবীং নৈবং
সমারোহতি, ত্রৈলোক্যং সহজ প্রকাশ দলিতং
সোহহং প্রবোধোদয়ঃ॥ ৩০॥

আমি সেই প্রবোধচন্দ্র যে প্রবোধচন্দ্রের উদয় হইলে ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর অলীকত্ব প্রযুক্ত এই জগৎ, ঘটপটাদি রূপে ভাসমান না হইয়া কেবল ব্রহ্মরূপেই ভাসমান হয় অতএব এই ত্রৈলোক্য এই২ রূপ বিতর্কের বিষয় হয় না যে এই ত্রৈলোক্য কি ব্যাপ্ত, কি অপোহিত অর্থাৎ স্থায়ী কি অস্থায়ী, কি এই ত্রৈলোক্য উদিত কি উৎসারিত, অর্থাৎ কূর্ম্মাবয়বের ন্যায় পুনঃ২ আবির্ভূত কি তিরোভূত, কি এই ত্রৈলোক্যধ্যাত কি বিলাপিত, অর্থাৎ সুখ সাধন কি দুঃখ সাধন এবং এই ত্রৈলোক্যের সমুদায় অসত্য কি কিঞ্চিদংশ অসত্য অর্থাৎ কি এই জগৎ সত্যাসত্যময় কি কেবল অসত্য ।। ৩০ ।।

বস্তুতঃ, যে তত্ত্বজ্ঞান স্বরূপ প্রবোধচন্দ্র সমুদিত হইলে সেই ব্রহ্মই আমি এই রূপই জ্ঞান জন্মে কিন্তু আমি, মোহাক্রান্ত জীব এরূপ জ্ঞান জন্মে না এই তাৎপর্য্যার্থ। ভাল যদি মুক্তিদশাতেও আমি পূর্ব্বে জীবছিলাম এক্ষণে ব্রহ্ম স্বরূপ হইয়াছি এরূপ জ্ঞান জন্মে তবে তৎকালেও দ্বৈতবাদের পুনর্ব্বার তদবস্থা অনিবার হয় এরূপ আশঙ্কা করিবে না, কারণ এই ষষ্ঠাঙ্কের প্রথমতই অতঃপর জীবন্মুক্তি হইবেক এতদ্রূপ লিখনানুসারে বোধ হইতেছে যে এস্থানে জীবন্মুক্তির নিরূপণ করিয়াছেন, তৎকালে স্থূল শরীরাদির সত্ত্বা প্রযুক্ত পুর্ব্ব সংস্কার বশতঃ পুর্ব্বোক্ত দ্বৈতবাদ তদবস্থ হয়, যেমন, সকৃৎ ঘূর্ণায়িত কুলাল চক্রের ও নিক্ষিপ্ত বাণের পুর্ব্ববেগ বশতঃ কিয়ৎকালপর্য্যন্ত ভ্রমণ ও ধাবন নিবৃত্ত হয় না ফলতঃ অমুক্ত দশাতে যদ্রূপ ঘটপটাদি প্রপঞ্চত্বরূপে জ্ঞান জন্মে জীবন্মুক্তিদশাতে তদ্রূপ বাহ্যজ্ঞান না জন্মিয়া ব্রহ্মত্বরূপেই জ্ঞান জন্মে, অতএব জীবন্মুক্ত শুক নারদাদির বাহ্য-

জ্ঞানাভাব পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি দশাতে স্থূল শরীরাদির অসত্ত্বা প্রযুক্ত পূর্ব্ব সংস্কার লোপবশতঃ আমি পূর্ব্বে জীব ছিলাম এক্ষণে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়াছি এতদ্রূপ জ্ঞান রহিত হয়, যেমন, ঘূর্ণায়িত কুলালচক্র ও নিক্ষিপ্তবাণ কালবশতঃ পূর্ব্ববেগাভাব প্রযুক্ত ভ্রমণ ও ধাবন রহিত হয়, ফলতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি দশাতে মায়াস্বরূপ অপ্রাকৃত দর্পণের অভাবে আত্মা জীবস্বরূপ প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান না হইয়া স্বস্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপে ভাসমান হয়েন, যেমন, প্রাকৃত দর্পণের অভাবে মুখ, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বরূপে ভাসমান না হইয়া স্বস্বরূপে অর্থাৎ অপ্রতিবিম্বিত মুখ স্বরূপে ভাসমান হয়, জীবন্মুক্তি ও নির্ব্বাণমুক্তির এই বৈলক্ষণ্য মাত্র। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির যে শরীর সত্ত্বা তাহার কারণ প্রারব্ধকর্ম্ম, অর্থাৎ শরীরারম্ভক অদৃষ্ট বিশেষ, যদ্যপি জ্ঞানাগ্নি, সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জ্জুন ইত্যাদি বচনানুসারে তত্ত্বজ্ঞান মাত্রেই প্রারব্ধ কর্ম্মেরো নাশাশঙ্কা হয় তথাপি নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি ইত্যাদি বচনের সহিত বিরোধ প্রযুক্ত পূর্ব্ব বচনে প্রারব্ধ কর্ম্মাতিরিক্ত কর্ম্মমাত্রের ভোগনাশ্যতা এবং দ্বিতীয় বচনে প্রারব্ধ কর্ম্মমাত্রের তত্ত্বজ্ঞান ভোগনাশ্যতা এইরূপ কর্ম্মবিশেষের নাশক বিশেষের বিশেষ বিবেচনা দ্বারা তদাশঙ্কা নিবারণ করিবে অতএব জীবন্মুক্ত শুক নারদাদিরো পুরাণাদিতে জন্ম মৃত্যু স্বর্গবর্ণন অসঙ্গত হয় না, তত্ত্বজ্ঞানি শুক নারদাদিরো যে পুনঃ২ শরীর পরিগ্রহ তাহার কারণ সুদীর্ঘ প্রারব্ধ কর্ম্ম বহু জন্ম ভোগ বিনা তাহার নাশ অসম্ভব কিন্তু তাঁহারদিগের বাসনাভাবপ্রযুক্ত তৎকৃত সুকৃতদুষ্কৃত কর্ম্মের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলোৎপত্তি হয় না, যেমন, শিলাতে বীজ বপন

করিলে তাহার এবং অগ্নিদগ্ধ ধান্যাদির অঙ্কুরাদি জন্মে না। অধিক বাহুল্যে গ্রন্থ বাহুল্য মাত্র। তদনন্তর প্রবোধচন্দ্র, ইতস্ততো ভ্রমণ ও অবলোকন পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেন যে এই আত্মা, আমি নিকটে উপস্থিত হই, পশ্চাৎ নিকটস্থ হইয়া নিবেদন করিলেন হে আত্ম্ আমি প্রবোধচন্দ্র, আপনাকে প্রণাম করি, আত্মা, অত্যানন্দে কহিলেন হে বৎস প্রবোধচন্দ্র! তুমি, আমাকে আলিঙ্গন কর, প্রবোধচন্দ্র, আত্মাকে আলিঙ্গন করিলেন। আত্মা, পরমাহ্লাদে প্রবোধচন্দ্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিস্মৃত প্রায় হইয়া কহিলেন যে কি আশ্চর্য্য অদ্য আমার মোহরূপ নিবিড় তিমির নিকর দূর হইয়া হৃদয় কুমুদ বৃন্দ প্রফুল্ল হইয়াছে। তাহা অবগত হও।

মোহান্ধকার নবধূয় বিকল্পনিদ্রা,মুন্মথ্য কোপ্যজনি
বোধতুষারর শ্মিঃ। শ্রদ্ধাবিবেক মতি শান্তি যমাদি
যেন, বিশ্বাত্মকং স্ফুরতি বিষ্ণুরহং স এষঃ ।। ৩১ ।।

মোহান্ধকার নিরাকরণ ও সঙ্কল্প বিকল্পরূপ নিদ্রাভঞ্জন করিয়া আমার হৃদয়ে অদ্য এক অনির্ব্বচনীয় প্রবোধরূপ শীত কিরণের উদয় হইয়াছে যে শীতকিরণের উদয়ে শ্রদ্ধা বিবেক মতি শান্তি ও যম নিয়মাদি ইঁহারাই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইতেছেন এবং এই আমি সেই বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত হইতেছি। পুনর্ব্বার কহিলেন, বিষ্ণুভক্তি দেবীর প্রসাদে আমি সর্ব্বপ্রকারে কৃতকৃত্য হইয়াছি যে হেতু সংপ্রতি আমার সোহং জ্ঞান জন্মিয়াছে।

সঙ্গংনকেনচিদুপৈমিকমপ্য পৃচ্ছন্, গচ্ছন্নতর্কিতফলাংপিদিশং দিশংব। শান্তোব্যপেতভয় শোক

কষায় মোহঃ, সায়ং গৃহো মুনিরহং ভবিতাস্মি-
সদ্যঃ ।। ৩২ ।।

সেই প্রবোধরূপ শীতকিরণের উদয় হইলে আমি তৎ-ক্ষণাৎ সায়ং গৃহ হইতেছি অর্থাৎ যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হয় সেই স্থনেই বাস করি যেহেতু আমি মুনি অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানী এবং কোন ব্যক্তিকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করি না অথচ ফলোদ্দেশ বিনা দিগ্‌বিদিক্‌ ভ্রমণ করি কিন্তু কোন ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করি না যেহেতু শান্ত ও ভয়াদি রহিত অর্থাৎ মানুষ শরীর ধারণ প্রযুক্ত ইষ্টসাধনতা জ্ঞান ব্যতিরেকে ও শুকাদির ন্যায় ফলোদ্দেশ বিনা ধর্ম্মা-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে ।। ৩২ ।।

তদনন্তর বিষ্ণুভক্তিদেবী, রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক আত্মার নিকটে উপস্থিত হইয়া কহি-লেন হে বৎস আত্মন্‌ চিরকালে অদ্য আমার সর্ব্বমনোরথ সম্পূর্ণ হইয়াছে যেহেতু তোমাকে শত্রু-রহিত দেখিলাম। আত্মা, নিবেদন করিলেন, দেবীর প্রসাদে দুষ্কর কোন কর্ম্ম আছে, পশ্চাৎ বিষ্ণুভক্তি দেবীর চরণদ্বয়ে পতিত হইলেন। বিষ্ণুভক্তি দেবী, পুনর্ব্বার কহি-লেন হে বৎস! গাত্রোত্থান কর আমি তোমার আর কি অধিক প্রিয় উপকার করিব, আত্মা নিবেদন করিলেন। হে দেবি! অতঃপর আর কি প্রিয় উপকার অবশিষ্ট আছে যে করিবেন।

প্রশান্তারাতি [illegible]মৎ বিবেকঃ কৃতকৃত্যতাং। নীরজ-
স্কে সদানন্দে প[illegible]চাহং নিবেশিতঃ ।। ৩৩ ।।

যেহেতু দেবীর প্রসাদে মহামোহাদি স্বরূপ বিপক্ষবর্গের

বিনাশ হেতুক বিবেক, কৃতকার্য্য হইয়াছেন অর্থাৎ যৌবরাজ্যের সুখানুভব করিতেছেন এবং আমিও পরম ব্রহ্মানন্দ রসসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি॥ ৩৩॥

হে দেবি! তথাপি আমার কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে।

পর্জ্জন্যোস্মিন্ জগতি মহতীং বৃষ্টি মিষ্টাং বিধত্তাং,
রাজানঃ ক্ষ্মাং গলিতবিবিধোপপ্লবাং পালয়ন্তু।
তত্ত্বোন্মেষাদপহৃততমস্ত্বৎপ্রসাদান্মহান্তঃ, সংসারা-
ব্ধিং বিষয়মমতাতঙ্কপঙ্কং তরন্তু॥ ৩৪॥

দেবীর শ্রীচরণ প্রসাদে এই জগন্মণ্ডলে জলধরগণেরা অভিলষিত মহৎজলধারা বর্ষণ করুন্ এবং ভূপালবর্গেরা নিষ্কণ্টকে ভূমণ্ডল প্রতিপালন করুন্ এবং তমোনাশক তত্ত্বজ্ঞানরূপ তরণিসহকারে সাধুলোকেরা সংসাররূপ পারাবারের পারে গমন করুন্ যে সংসাররূপ পারাবার, বিষম বিষসম বিষয় মমতা নিমিত্ত যে আতঙ্ক তৎস্বরূপ মহাপঙ্কে পঙ্কিলতা প্রযুক্ত দুস্তর॥ ৩৪॥

তদনন্তর বিষ্ণুভক্তি প্রভৃতি সকলে পরমহর্ষে রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিলেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বিরচিত প্রবোধ-
চন্দ্রোদয় নামক নাটক সমাপ্তঃ।